NARSINGHA

ই-পেপার: www.ekdin-epaper.com

একদিন

EKDIN

এগিয়ে চলার সঙ্গী

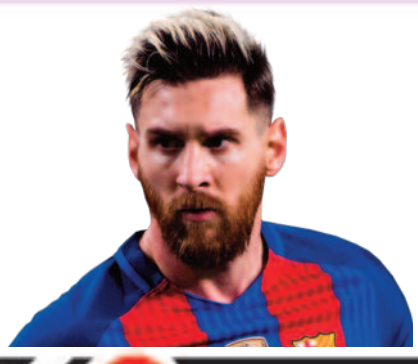

এখন বিভিন্ন মাধ্যমে উপলব্ধ

একদিন

Website : www.ekdinnews.com

http://youtub.com/@dailyekdin2165

Epaper : ekdin-epaper.com

শেয়ার এবং সাবস্ক্রাইব করুন

৮ মেসিদের জন্য দরজা বন্ধ করেছে চীন, খুলে দিয়েছে যুক্তরাষ্ট্র

এবছর অধিনায়ক হয়েই আইপিএলে ফিরছেন পন্ত ৮

কলকাতা ২৪ ফেব্রুয়ারি ২০২৪ ১১ ফাল্গুন ১৪৩০ শনিবার সপ্তদশ বর্ষ ২৫৩ সংখ্যা ৮ পাতা ৩.০০ টাকা ■ Kolkata, 24.02.2024, Vol.17, Issue No.253, 8 Pages, Price 3.00

ফের ধুন্ধুমার সন্দেশখালিতে, আটক উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষার্থী

রাস্তায় শুয়ে পুলিশের ভ্যান আটকালেন মহিলারা

নিজস্ব প্রতিবেদন: শুক্রবার জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের প্রতিনিধি দল যায় সন্দেশখালি। সেই সফরের মধ্যেই ফের ছড়ায় উত্তেজনা। শাহজাহান শেখের অনুগামীর মাছের ভেড়ির আলাঘর পুড়িয়ে দিলেন গ্রামবাসীরা। এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে উত্তেজনার মধ্যেই সন্দেশখালি পৌঁছেছে জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের প্রতিনিধি দল। বাড়ি বাড়ি ঘুরে স্থানীয়দের সঙ্গে কথা বলেন কমিশনের সদস্যেরা। সন্দেশখালির ঘটনা নিয়ে দু'দিন আগেই বিবৃতি দিয়েছিল মানবাধিকার কমিশন। শীঘ্রই যে তারা এই দ্বীপ এলাকায় আসবে, তা-ও জানানো হয়েছিল। সেই মতোই শুক্রবার এল এই কেন্দ্রীয় কমিশন।

৫০ দিন কেটে গেলেও গ্রেপ্তার হয়নি তৃণমূল নেতা শেখ শাহজাহান। অথচ পুলিশি ধরপাকড়ের মুখে এক উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষার্থী। তার প্রতিবাদে ফের নতুন করে উত্তপ্ত সন্দেশখালির বেড়মজুর। গ্রামবাসীদের দাবি, পুলিশ বিনা কারণে উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষার্থী-সহ ২০ জনকে আটক করে গাড়িতে তোলে। তার প্রতিবাদে পুলিশের ভ্যান আটকাতে রাস্তায় শুয়ে বিক্ষোভ দেখাতে শুরু করেন স্থানীয় মহিলারা। বিক্ষোভে শামিল হয় বিজেপির মহিলা প্রতিনিধি দল। পরে বিক্ষোভকারীদের টেনেহিঁচড়ে সরিয়ে গাড়ি নিয়ে বেরিয়ে যায় পুলিশ। এদিন আবারও আগুন ও বাড়ি ভাঙচুর করল উত্তেজিত জনতার। যদিও গ্রামবাসীদের অভিযোগ, শাহজাহান শেখের অনুগামীরা পরিকল্পিত ভাবে আলাঘরে আগুন দিয়েছে। তৃণমূলের দাবি, বিজেপি উস্কানি ও পরিকল্পনা করে আবারও অশান্ত করলো সন্দেশখালিকে।

এবার তৃণমূলের অঞ্চল সভাপতির বাড়িতে সংগঠিত আক্রমণ চালানো হলো শুক্রবার। বাড়ি ভাঙচুর, আলা ঘরে আগুন। মারের হাত থেকে রেহাই পায়নি পরিবারের সদস্য থেকে উচ্চমাধ্যমিকের পরীক্ষার্থী। ঘটনাকে কেন্দ্র করে নতুন করে চাঞ্চল্য ছড়ায় সন্দেশখালির বেড়মজুর এলাকায়। পুলিশ প্রশাসন ও রাজ্য সরকারের উদ্যোগে যখন সন্দেশখালি স্বাভাবিক হচ্ছে তখনই রাজনীতি ফায়দা তুলতে মানুষকে উস্কে পরিকল্পিত ভাবে নতুন করে অশান্ত করা হলো সন্দেশখালিকে।

সন্দেশখালির বেড়মজুর এলাকা সকাল থেকেই উত্তপ্ত। কাছারিপাড়া এলাকার বাসিন্দারা লাঠি, ঝাঁটা হাতে বিক্ষোভ দেখাতে শুরু করেছেন। বেড়মজুর ১-এর এই এলাকায় আলাঘরে আগুন লাগিয়ে দেওয়া হয়েছে। এলাকাবাসীর দাবি, শেখ শাহজাহানের ভাই সিরাজ শেখ ও তাঁর লোকজন নিজেরাই আলাঘরে আগুন দিয়ে দোষ চাপাচ্ছে সাধারণ বাসিন্দাদের উপর। তার প্রতিবাদেই বিক্ষোভ। এই বিক্ষোভের খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছন এডিজি দক্ষিণবঙ্গ সুপ্রতিম সরকার ও ডিজি রাজীব কুমার। পুলিশ সবদিক নজরে রাখছে বলে আশ্বাস দেওয়া হয়।

কিছুক্ষণ বিক্ষোভ চলার পর পুলিশ ধরপাকড় শুরু করে। দুপুরে গ্রাম থেকে অন্তত ২০ জনকে আটক করা হয়। তাদের মধ্যে একজন উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষার্থী রয়েছে বলেও দাবি স্থানীয়দের। গ্রামবাসীদের অভিযোগ, বিনা কারণে বাড়ি বাড়ি ঘুরে পুলিশ পুরুষ এবং উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষার্থীকে আটক করেছে। পুলিশি ধরপাকড়ের প্রতিবাদে ফের নতুন করে উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে গোটা এলাকায়। পুলিশের গাড়ি রুখতে রাস্তায় শুয়ে পড়েন মহিলারা। গাছের গুঁড়ি ফেলে বিক্ষোভ দেখাতেও শুরু করেন তাঁরা। ইলেকট্রিক পোল, কাঁটা গাছও ছড়িয়ে দেওয়া হয় রাস্তায়। এলাকায় কান্নার রোল পড়ে যায়। তবে টেনেহিঁচড়ে রাস্তা থেকে মহিলাদের সরিয়ে দেয় পুলিশ। আটক অন্তত ২০ জনকে সঙ্গে নিয়ে গ্রাম ছাড়েন উর্দিধারীরা। পরে অবশ্য উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষার্থীকে ছেড়ে দেওয়া হয় বলেই খবর। পরিস্থিতি সামাল দিতে ঘটনাস্থলে মহিলা পুলিশের বিশাল দল।

ইতিমধ্যে অজিত মাইতি দাবি করেন, 'বিজেপি নেতারা সকাল থেকে গ্রামবাসীদের এক জায়গায় করে উস্কে দিয়ে প্রথমে আলা ঘরে আগুন লাগিয়ে দেয়। তারপর বাড়িতে এসে বাড়ি ভাঙচুর, লুটপাট, গাড়ি ভাঙচুর করেছে এমন কি আমার স্ত্রী ও মেয়েকে মারধর করেছে। এবারে উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষা দিচ্ছে আমার মেয়ে। আমরা আতঙ্কের মধ্যে রয়েছি। নির্দিষ্ট নামে আমরা অভিযোগ করছি। আমার বিরুদ্ধে যে জমি দখলের কথা বলছে তা সম্পূর্ণ মিথ্যে অভিযোগ। যে জমিতে আমি মাছ চাষ করি সেটা সরকারি খাস জমি। সেখানেই আমরা মাছ চাষ করতাম। এখন বিজেপির উস্কানিতে গ্রামবাসীদের একাংশ চাইছে আমরা এই জমিতে মাছ চাষ করতে। তাই পরিকল্পিত ভাবে আমার ও আমার পরিবারের উপর আক্রমণ চালানো হয়েছে।'

সন্দেশখালি যাওয়ার পথে গ্রেপ্তার লকেট

নিজস্ব প্রতিবেদন: শিবু-উত্তমরা গ্রেপ্তার হলেও এখনও অধরা সন্দেশখালির বেতাজ বাদশা শেখ শাহজাহান। বৃহস্পতিবার রাতে সন্দেশখালি থানার সামনে তুমুল বিক্ষোভ দেখাতে দেখা যায় পদ্ম শিবিরের লোকজনকে। ক্ষোভে ফেটে পড়েন বিজেপির রাজ্য সভাপতি সুকান্ত মজুমদার। গ্রেপ্তারও হন। পরে জামিন পান। এবার সন্দেশখালি যাওয়ার পথে গ্রেপ্তার হন হুগলির সাংসদ লকেট চট্টোপাধ্যায়। প্রতিবাদে সিঙ্গুরে তুমুল বিক্ষোভ দেখায় বিজেপি।

সূত্রের খবর, এদিন প্রথমে লকেটকে আটক করে পুলিশ। তারপর গ্রেপ্তার করা হয়। তাতেই তুমুল বিক্ষোভ শুরু করেন বিজেপির লোকজন। শ্রীরামপুর থেকে বড়া যাবার রাস্তায় টায়ার জ্বালিয়ে শুরু হয় তীব্র বিক্ষোভ। পথ অবরোধ শুরু করেন সিঙ্গুর বিধানসভার বিজেপি কর্মীরা। ব্যাপক যানজটও তৈরি হয়। শেষে পুলিশি হস্তক্ষেপে পরিস্থিতি ধীরে ধীরে স্বাভাবিক হয়।

অন্যদিকে, বিজেপি নেত্রী ফাল্গুনী পাত্রকে এলাকায় ঢুকতে পুলিশি বাধা দেওয়ার কারণে সন্দেশখালির বেড়মজুর বটতলা এলাকায় গাছের গুড়ি ফেলে পুলিশের সঙ্গে গ্রামবাসীদের বচসা হয়। বিজেপি নেত্রী ফাল্গুনী পাত্রের নেতৃত্বে পুলিশের গাড়ি ঘিরে বিক্ষোভ চলে গ্রামবাসীদের। পরে পুলিশি পদক্ষেপে পরিস্থিতি স্বাভাবিক হয়।

আইন নিজের হাতে নিলেই কড়া ব্যবস্থা

ফের সন্দেশখালিতে গিয়ে কড়া বার্তা ডিজি'র

নিজস্ব প্রতিবেদন: ২৪ ঘণ্টার মধ্যে শুক্রবার ফের একবার সন্দেশখালি গিয়ে কড়া বার্তা দিলেন ডিজি রাজীব কুমার। তিনি বলেন, 'আইন কেউ নিজের হাতে তুলে নেবেন না। আইন নিজের হাতে তুলে নিলে প্রথম তার বিরুদ্ধে প্রথম ব্যবস্থা নেওয়া হবে। কারুর বিরুদ্ধে অন্যায় হয়েছে বা অভিযোগ আছে বলে সে অন্যের বিরুদ্ধে অন্যায় করতে পারে না। আইনে এমন কোনও নিয়ম নেই। যারা এই কাজ করছে তাদের বিরুদ্ধে আমরা আগে ব্যবস্থা নেব। কোনও মানুষের বিরুদ্ধে কোন অন্যায় হয়ে থাকলে তিনি পুলিশ প্রশাসনের কাছে অভিযোগ করলে অবশ্যই তার সমস্যার সমাধান করা হবে। ইতিমধ্যেই জমি ফেরত -সহ বিভিন্ন সমস্যার সমাধান করছে পুলিশ প্রশাসন। কিন্তু কেউ যদি আইন নিজের হাতে তুলে নেয় তবে পুলিশ আগে তার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেবে। এবং তার সমস্যার সমাধানও পরে হবে।

তিনি এদিন হুশিয়ারি দিয়ে বলেন, আইন ভাঙলেই কড়া ব্যবস্থা নেবে পুলিশ প্রশাসন। তিনি আরও বলেন, 'কিছু মানুষ মানুষকে প্ররোচনা দিয়ে নতুন করে সন্দেশখালিকে অশান্ত করার চেষ্টা করছে। কেউ যদি মনে করেন প্ররোচনা দিয়ে নতুন গন্ডগোল পাকিয়ে মনে করেন নিজের সমস্যা সমাধান করবেন সেটা হবে না। আমরা বুঝি জনরোষে আগুন নাকি অন্যকোনও কারণে কেউ আগুন লাগাচ্ছে বা বাড়ি ভাঙচুর করছে।' এদিন তিনি সংবাদমাধ্যমের উদ্দেশ্যেও বলেন, কিছু সংবাদমাধ্যম ভুল তথ্য দিয়ে খবর করছে। তিনি বলেন, 'আপনারা সঠিক তথ্য তুলে ধরুন। মনে রাখবেন আপনাদের কোনও ভুল খবরে যেন নতুন করে কোন সমস্যা তৈরি না হয়।' তিনি বলেন, সংবাদমাধ্যমেরও একটা ভূমিকা আছে, সেটা আপনারা পালন করুন।'

এদিনের ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে ঘটনাস্থলে যান এডিজি (দক্ষিণবঙ্গ) সুপ্রতিম সরকার। তিনি বিশাল পুলিশ বাহিনি নিয়ে ঘটনাস্থলে গিয়ে পরিস্থিতি স্বাভাবিক করার চেষ্টা করেন। পাশাপাশি অজিত মাইতির সঙ্গে কথা বলে তাকে পুলিশের কাছে অভিযুক্তদের নাম দিয়ে অভিযোগ করতে বলেন। পাশাপাশি, তিনি অজিত মাইতিকে বলেন, আপনার বিরুদ্ধেও কিছু মানুষ অভিযোগ করেছে। দুটিরই তদন্ত হবে। আপনার বিরুদ্ধে অভিযোগ সত্য প্রমাণিত হলে আপনাকেও গ্রেপ্তার করা হবে।' আইন সবার জন্য সমান বলে জানান সুপ্রতিম সরকার।

পুলিশের বিশেষ নির্বাচনী সেল

নিজস্ব প্রতিবেদন: আগামী লোকসভা নির্বাচনকে কেন্দ্র করে রাজ্য সরকার পুলিশের বিশেষ নির্বাচনী সেল খোলার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। বিভিন্ন পদমর্যাদার ৬১ জন পুলিশ আধিকারিকদের নিয়ে রাজ্য সচিবালয় নবান্নে পুলিশ ডিরেক্টরেটে এই সেল খোলা হচ্ছে বলে স্বরাষ্ট্র দপ্তর সূত্রে জানা গিয়েছে। অতিরিক্ত পুলিশ সুপার পদমর্যাদার শেখ মহম্মদ আজিমকে এই সেলের নোডাল অফিসারের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। নির্বাচনে নিরাপত্তা ও পুলিশি ব্যবস্থা নিয়ে এই সেল নির্বাচন কমিশনের সঙ্গে সমন্বয় রেখে কাজ করবে।

কমিশনের ফুল বেঞ্চের রাজ্য সফরের দিনবদল

নিজস্ব প্রতিবেদন: রাজ্য সফরে আসার দিনবদল করল নির্বাচন কমিশন। আগে স্থির হয়েছিল আগামী ৪ মার্চ কমিশনের ফুল বেঞ্চ রাজ্যে আসবে। কিন্তু পরে জানানো হয়, ৪ মার্চ নয়, ৩ মার্চই রাজ্যে চলে আসছে ফুল বেঞ্চ। ৪ মার্চ সর্বদলীয় বৈঠকের পাশাপাশি পুলিশ প্রশাসনের সঙ্গেও বৈঠক করে রাজ্যের প্রাক্ নির্বাচনী পরিস্থিতি জরিপ করে নেবেন কমিশনাররা।

বঙ্গ সফর এগিয়ে দিলেন নির্বাচন কমিশনাররা। কমিশন সূত্রে খবর, ৩ মার্চই রাজ্যে পা রাখতে চলেছেন নির্বাচন কমিশনাররা। সে দিনই রাজ্যের মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিকের সঙ্গে বৈঠক সারবে ফুল বেঞ্চ। ৪ মার্চ সকাল সাড়ে ৯টা থেকে সাড়ে ১১টা পর্যন্ত সমস্ত রাজনৈতিক দলের সঙ্গে বৈঠক। সাড়ে ১১টা থেকে শুরু হবে পুলিশ-প্রশাসনের সঙ্গে বৈঠক। সেই বৈঠক শেষ হওয়ার কথা সন্ধ্যা ৭টায়। ৫ মার্চ আইন কার্যকর করে যে সমস্ত সরকারি সংস্থা, তাদের সঙ্গে বৈঠক করবে কমিশনের ফুল বেঞ্চ। তারপর রাজ্যের মুখ্যসচিব এবং পুলিশের ডিজির সঙ্গেও বৈঠক সারবেন কমিশনাররা। ৫ মার্চ বেলা সাড়ে ১২টা থেকে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হবে ফুল বেঞ্চ।

মহুয়ার আবেদন খারিজ করল আদালত

নিজস্ব প্রতিবেদন: মহুয়া মৈত্রর আবেদন খারিজ করে দিল দিল্লি হাইকোর্ট। 'বার অ্যান্ড বেঞ্চ' (আইন আদালত সংক্রান্ত সংবাদমাধ্যম)-এ প্রকাশিত খবর অনুযায়ী, আদালতে তৃণমূলের বহিষ্কৃত সাংসদের দাবি ছিল, তাঁর বিরুদ্ধে ওঠা বিদেশি মুদ্রা লেনদেন আইন বা ফেমা লঙ্ঘন করার অভিযোগের বিষয়ে খবর সংবাদমাধ্যমে প্রকাশিত হচ্ছে। সেই খবর প্রকাশ করছে ইডি। সেই অভিযোগ তুলেই কেন্দ্রীয় সংস্থার বিরুদ্ধে দিল্লি হাইকোর্টে মামলা করেছিলেন মহুয়া। শুক্রবার তৃণমূল নেত্রীর মামলা খারিজ করে দিলেন বিচারপতি সুব্রহ্মণ্যম প্রসাদ। মহুয়ার আবেদন ছিল, তদন্ত চলাকালীন তাঁকে নিয়ে যেন কোনও 'গোপন বা প্রমাণিত না হওয়া' তথ্য ফাঁস না করে ইডি। এমনকী সংবাদমাধ্যমেও যেন সেই খবর প্রকাশিত না হয় তা নিশ্চিত করতেই মামলা করেন তৃণমূল নেত্রী। এরই মধ্যে মহুয়া অভিযোগ করেন, এই তদন্ত প্রক্রিয়ার অনেক গোপন তথ্য প্রকাশিত হচ্ছে সংবাদমাধ্যমে। তদন্ত চলাকালীন যা কাম্য নয়। এটা বন্ধ হওয়া উচিত। যে মামলা এদিন খারিজ করে দেয় আদালত।

দিল্লির বিক্ষোভে মৃত্যু আরও এক কৃষকের

প্রাণ গেল দুই পুলিশকর্মীরও

নয়াদিল্লি, ২৩ ফেব্রুয়ারি: দিল্লির কৃষক বিক্ষোভে আরও এক কৃষকের মৃত্যু। পঞ্জাব ও হরিয়ানা সীমানায় বিক্ষোভ চলাকালীন প্রাণ হারালেন ৬২ বছর বয়সী কৃষক দর্শন সিং। হৃদরোগে আক্রান্ত হয়েই তাঁর মৃত্যু হয়েছে বলে দাবি পুলিশের। শুক্রবার সকালে বিক্ষোভ চলাকালীন অসুস্থ বোধ করেন তিনি। হাসপাতালে নিয়ে গেলে তাঁকে মৃত বলে ঘোষণা করা হয়।

এই নিয়ে চলতি কৃষক বিক্ষোভে পাঁচজন কৃষকের মৃত্যু হল। এর আগে বুধবার ২৪ বছর বয়সি এক কৃষকের মৃত্যু হয় শম্ভু সীমানায়। গত রবিবার সন্ধ্যায় হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে মৃত্যু হয়েছিল বছর সত্তরের আরেক কৃষকের। তার আগে ১৬ ফেব্রুয়ারি ৭৮ বছরের জ্ঞান সিং প্রয়াত হন বিক্ষোভের মাঝে। এর মধ্যে মৃত্যু হয় আরও এক কৃষকের।

শুধু কৃষক নয়, এই বিক্ষোভ রুখতে গিয়ে রক্ত ঝরছে পুলিশকর্মীদেরও। হরিয়ানা পুলিশ জানিয়েছে, আম্বালায় বৃহস্পতিবার রাতে আন্দোলনকারী কৃষকদের সঙ্গে সংঘর্ষে দু'জন পুলিশকর্মীর মৃত্যু হয়েছে। আহত পুলিশকর্মীর সংখ্যা তিরিশেরও বেশি। পুলিশ বলছে, আন্দোলনকারীরা জোর করে দিল্লিতে ঢোকার চেষ্টা করায় উত্তেজনা ছড়ায়। দু'পক্ষের সংঘর্ষে রীতিমতো উত্তপ্ত পরিস্থিতি তৈরি হয়। সেই বিক্ষোভ থামাতে গিয়ে কর্তব্যরত দুই পুলিশ আধিকারিকের মৃত্যু হয়। এদিকে হরিয়ানা পুলিশ ইতিমধ্যেই বিক্ষোভকারী কৃষকদের বিরুদ্ধে জাতীয় নিরাপত্তা আইনে মামলা করার হুঁশিয়ারি দিয়েছে।

এক কোটির আর্থিক সাহায্য ফেরাল কৃষক পরিবার

নয়াদিল্লি, ২৩ ফেব্রুয়ারি: কৃষক আন্দোলনের জেরের বলি তরতাজা প্রাণ। হরিয়ানা পুলিশ এবং পঞ্জাবের কৃষকদের সংঘর্ষে প্রাণ হারান বছর একুশের শুভকরণ সিং। তরুণের মৃত্যুতে শোকপ্রকাশ করে এক কোটি টাকা আর্থিক সাহায্যের কথা ঘোষণা করেন পঞ্জাবের মুখ্যমন্ত্রী ভগবন্ত মন। কিন্তু মৃতের পরিবার সাফ জানিয়ে দিয়েছেন, তাঁরা অর্থ সাহায্য চান না। শুধু ন্যায়বিচার চান।

শাহজানের বিরুদ্ধে নয়া মামলা, তিন জেলার ৬ ঠিকানায় তল্লাশি ইডির

নিজস্ব প্রতিবেদন: ইডি অফিসারদের ওপর আক্রমণের ঘটনার পর ৫০ দিন পার হয়ে গিয়েছে। এখনও পর্যন্ত তৃণমূল নেতা শেখ শাহজাহানের খোঁজ পাওয়া যায়নি। এই পরিস্থিতিতে নতুন করে তৎপর হল ইডি। শুক্রবার সকাল থেকে কলকাতা ও আশপাশের একাধিক জায়গায় শুরু হয়েছে ইডি-র তল্লাশি। সূত্রের খবর, শেখ শাহজাহানের বিরুদ্ধে যে খুন ও জমি দখলের অভিযোগ ছিল, তার ভিত্তিতেই একটি ইএসআইআর দায়ের করেছে ইডি। সেই মামলাতেই শুরু হয়েছে তল্লাশি। শুক্রবার সকাল থেকে হাওড়া, কলকাতা, উত্তর ২৪ পরগনা-সহ মোট ছ'জায়গায় তল্লাশি চালাচ্ছেন কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থার আধিকারিকেরা। ইডি সূত্রের খবর, শাহজাহানকে ফের সমন পাঠানো হতে পারে। শুক্রবার সকাল ৭টা নাগাদ ইডির আধিকারিকেরা হাওড়ার হালদারপাড়া এবং কলকাতার বিজয়গড়ের একটি ঠিকানায় তল্লাশি শুরু করেছেন।

বাংলায় ৩টি সভা করেই লোকসভা নির্বাচনী প্রচার শুরু করবেন মোদি

নিজস্ব প্রতিবেদন: মার্চের শুরুতেই বঙ্গ সফরে আসছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। বঙ্গ স্যাফ্রন ব্রিগেড সূত্রে খবর, আগামী ১ মার্চ আরামবাগে সভা করবেন মোদি। এরপর ৬ তারিখ বারাসাতে সভা করার কথা রয়েছে প্রধানমন্ত্রীর। সন্দেশখালি ইস্যুকে হাতিয়ার করে বারাসতে মহিলা ন্যায় সমাবেশের আয়োজন করতে চলেছে বঙ্গ বিজেপি। আর সেই সমাবেশেই বক্তব্য রাখবেন মোদি এমনটাই জানানো হচ্ছে বঙ্গ বিজেপির তরফ থেকে। বিগত নির্বাচনগুলিতে রাজ্যের শাসক দল তৃণমূল কংগ্রেস মহিলাদের একটা বড় অংশের সমর্থন পেয়েছে। মহিলাদের সমর্থন না পেলে যে আগামী লোকসভা নির্বাচনে ভাল ফল করা কার্যত অসম্ভব সে কথা মাথায় রেখেই এবার মহিলা ন্যায় সমাবেশের মাধ্যমে খোদ দেশের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদিকে বারাসাতের মাটিতে হাজির করানো মহিলাদের পাশে থাকার বঙ্গ বিজেপির কৌশল বলেই মনে করছে রাজনৈতিক মহল ।

এর পাশাপাশি ২ মার্চ কৃষ্ণনগরেও জনসভা করতে পারেন মোদি। খবর বিজেপি সূত্রে। তেমনটা হলে মার্চের প্রথম সপ্তাহেই বাংলায় তিন তিনটি সভা করার কথা নরেন্দ্র মোদির। এদিকে গত শনিবার দিল্লিতে বিজেপির দু'দিনের রাষ্ট্রীয় অধিবেশনের আয়োজন করা হয়েছিল। বাংলার নেতৃত্বের সঙ্গে আলোচনা করে বারাসাতে মহিলা সমাবেশের সিদ্ধান্ত নেয় কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব বলেই খবর বিজেপি সূত্রের। প্রথমে ঠিক হয়, আগামী ৭ মার্চ বারাসাতে বিজেপির দলীয় সভায় উপস্থিত থাকবেন নরেন্দ্র মোদি। পরবর্তীকাল এক দিন এগিয়ে আনা হয় সেই সভা।

সন্দেশখালি ইস্যুতে গত কয়েকদিন ধরেই উত্তপ্ত রাজ্য রাজনীতি। সন্দেশখালির আঁচ গিয়ে পড়েছে দিল্লিতেও। দু'দিনের বিজেপির রাষ্ট্রীয় অধিবেশনে রাজনৈতিক প্রস্তাব পেশ করার সময় রাজনাথ সিং-এর মুখে উঠে এসেছে সন্দেশখালির মহিলাদের উপর অত্যাচারের অভিযোগ প্রসঙ্গ। এই প্রেক্ষাপটে এবার প্রধানমন্ত্রীকে বঙ্গ সফরে এনে লোকসভা নির্বাচনে মহিলাদের মন পেতে এখন মরিয়া বঙ্গ পদ্ম শিবির বলে মত রাজনৈতিক পর্যবেক্ষকদের একাংশের। সন্দেশখালির ঘটনাকে হাতিয়ার করে বিজেপির মহিলা মোর্চা তারাও রাজ্যজুড়ে মহিলা সুরক্ষা ইস্যুকে সামনে রেখে বিশেষ প্রচারে নামতে চলেছে বলে জানা গিয়েছে।

বারাণসীতে দুগ্ধ প্রক্রিয়াকরণ প্ল্যান্টের উদ্বোধন প্রধানমন্ত্রীর

বারাণসী, ২৩ ফেব্রুয়ারি: উত্তরপ্রদেশের বারাণসীতে শুক্রবার দুগ্ধ প্রক্রিয়াকরণ কেন্দ্রের উদ্বোধন করলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। নিজের নির্বাচনী ক্ষেত্রে আমুলের বানস কাশী সঙ্কুল মিল্ক প্রসেসিং ইউনিটের সূচনা করলেন তিনি। এটি হবে বারাণসীতে আমুলের সর্ববৃহৎ প্ল্যান্ট। বারাণসীর কারখিয়ন এলাকায় এই দুগ্ধ প্রক্রিয়াকরণ কেন্দ্র স্থাপন করা হয়েছে। ২০২১ সালের ডিসেম্বর মাসেই এই প্রকল্পের শিলান্যাস করেছিলেন প্রধানমন্ত্রী।

দুগ্ধ প্রক্রিয়াকরণ প্ল্যান্টের উদ্বোধনের পর সেখানকার কর্মকর্তাদের সঙ্গে কথা বলেন প্রধানমন্ত্রী। প্ল্যান্টের বিভিন্ন জায়গা ঘুরেও দেখেন তিনি। প্ল্যান্টের বিভিন্ন যন্ত্রাংশও প্রধানমন্ত্রীকে ঘুরিয়ে দেখান সেখানকার কর্মীরা। এই অনুষ্ঠানে উত্তর প্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথও ছিলেন প্রধানমন্ত্রী মোদির সঙ্গে।

প্ল্যান্ট উদ্বোধনের পাশাপাশি বারাণসীতে একটি জনসভাতেও অংশ নেন প্রধানমন্ত্রী। সেই জনসভা থেকে ১৩ হাজার কোটি টাকার বিভিন্ন প্রকল্পের উদ্বোধন করেছেন তিনি। বারাণসীতে পর্যটন এবং আধ্যাত্মিক পর্যটন নিয়েও বেশ কিছু প্রকল্পের উদ্বোধন করেছেন তিনি। এর আগে সন্ত রবিদাসের ৬৪৭তম জন্মবার্ষিকীর অনুষ্ঠানেও যোগ দিয়েছিলেন।

মোদির বারাণসী সফর ঘিরে সেখানকার স্থানীয় বাসিন্দাদের মধ্যে উচ্ছ্বাস ছিল চোখে পড়ার মতো।

শ্রেণিবদ্ধ বিজ্ঞাপন

নাম-পদবী

গত ২২/০২/২৪ S.D.E.M., শ্রীরামপুর, হুগলী কোর্টে ২৭১২ নং এফিডেভিট বলে আমি Haider Ali ঘোষণা করিয়াছি যে, আমার পিতা Seikh Abdul Hakim ও Sk. Hakim সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছেন।

নাম-পদবী

গত ২২/০২/২৪ S.D.E.M., শ্রীরামপুর, হুগলী কোর্টে ২৭১৩ নং এফিডেভিট বলে Amar Sarkar S/o. Prafulla Sarkar ও Amar Nath Sarkar S/o. P. Sarkar সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

নাম-পদবী

গত ২০/০২/২৪ জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট, সদর, হুগলী, কোর্টে ১০৫০ নং এফিডেভিট বলে Mahadeb Malik S/o. Ayul Malik ও Shyamapada Durlav S/o. Late Ayul Durlav সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

নাম-পদবী

গত ২৩/১১/২৩ S.D.E.M., সদর, হুগলী, কোর্টে ৭৬ নং এফিডেভিট বলে Mohammad Firoz Mondal S/o. Ahiya Mondal Mohammad ও Mohammad Firoz Mondal S/o. Sheikh Ahiya Mondal সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

আজকের দিনটি কেমন যাবে?

আজ ২৪ শে ফেব্রুয়ারি। শনিবার, ১১ ই ফাল্গুন। মাঘী পূর্নিমা তিথি। জন্মে সিংহ রাশি। অষ্টোত্তরি মঙ্গল র মহাদশা। বিংশোত্তরি কেতু র মহাদশা কাল, মৃতে একপাদ দোষ।

মেষ রাশি : আজ দুশ্চিন্তা মুক্ত সময়। পরিবার স্বজনের সাথে সম্পর্ক শুভ হবে। শ্বশুরবাড়ির দুজন সদস্য দ্বারা শুভ যোগাযোগ। জমি বাড়ি বাস্তু বিষয় শুভ। যারা লেখালেখি করেন সাংবাদিকতা করেন, তাদের কাছে আজ কিছু সুযোগ বৃদ্ধি হবে। বিদ্যার্থীদের জন্য শুভ দিন গৃহবধূদের শুভ যোগ প্রেমিক যুগল আনন্দ প্রাপ্তির দিন। সন্তানের সাথে যে মতভেদ ছিল তা মিটে যাওয়ার দিন। বাড়ির গৃহ মন্দিরে করি দান করুন দেবতার উদ্দেশ্যে।

বৃষ রাশি : দুশ্চিন্তার কালো মেঘ কেটে যাবে। যারা রাজ্যের বাইরে বা রাষ্ট্রের বাইরে কাজ করেন, তাদের কাছে নতুন সুযোগ বৃদ্ধি হবে। বিদ্যার্থীদের জন্য শুভ দিন। বাণিজ্য বৃদ্ধির দিন। সম্মান প্রাপ্তির দিন। প্রতিবেশীর বুদ্ধির দ্বারা সমস্যার যট খুলবে। প্রেমিক যুগল বিবাহের দিন নির্ধারণ করতে পারেন। পরিবারের সহযোগিতা পাবেন। প্রবীণ নাগরিক, যারা অসুস্থ ছিলেন, তাদের সুস্থতা লক্ষণ প্রকাশ পাবে। বাড়ির গৃহ মন্দিরে কর্পূর দ্বারা অতি করুন শুভ হবে।

মিথুন রাশি : আজ অবুঝের মত তর্ক করলে সমাজের চোখে সম্মানহানি হবে। বান্ধব প্রতিবেশী দ্বারা দুশ্চিন্তা বৃদ্ধি যাকে কাজের দায়িত্ব দিয়েছিলেন তিনি কাজটি না করার জন্য অশান্তির কালো মেঘ। জল ভ্রমণে বিপদ। দূর ভ্রমণে বিপদ। বিবাদ বিতর্ক বিশৃঙ্খলা থাকবে। এক তৃতীয় ব্যক্তি কে নিয়ে পারিবারিক অশান্তি চরমে পৌঁছবে। সতর্ক থাকা উচিত বাড়ির গৃহ মন্দিরে আজ তিনটি প্রদীপ জ্বালুন এবং কর্পূর দ্বারা সমস্ত দেবদেবীর আরতি করুন শুভ হবে।

কর্কট রাশি : আজ মনে হবে কেউ কথা রাখেনি। ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের সাথে বিবাদে না গিয়ে, বুদ্ধির দ্বারা কৌশলী হয়ে চেষ্টা করলে সমস্যার সমাধান হয়ে পড়বে। পরিবারে অশান্তির কালো মেঘ থাকবে শ্বশুরবাড়ির একজন সদস্য দ্বারা কিছু শুভ হবে। অর্থ আসবে ব্যয় হবে দ্বিগুণ। এক প্রতিবেশীর কু নজর আপনার প্রতি আছে। শান্তির উদ্দেশ্যে বাড়ির গৃহ মন্দিরে প্রদীপ প্রজনন করুন এবং শঙ্খ বাজান নিশ্চয়ই শুভ হবে।

সিংহ রাশি : পারিবারিক দাম্পত্য জীবনে শুভত্ব বৃদ্ধি হবে। কোন বান্ধবীর বুদ্ধির দ্বারা অর্থপ্রাপ্তি সম্ভব। যে পরিবারকে আপনি মাঝে মাঝে উপদেশ দেন, আজ সেই পরিবার আপনার পাশে থেকেই দাঁড়াবে। আপনি আনন্দ পাবেন। খাদ্য দ্রব্যের ব্যবসা হোটেল রেস্তোরাঁ ব্যবসা যারা করেন, তাদের অর্থপ্রাপ্তি সম্ভব। এক পুরাতন প্রবীণ মানুষের সহযোগিতায় অর্থবৃদ্ধি সম্ভব। পরিবারের গৃহ মন্দিরে ভগবান গণেশের উদ্দেশ্যে দুর্গা প্রদান করুন শুভ হবে।

কন্যা রাশি : সকাল থেকেই দোকান বাজার বিষয়কে কেন্দ্র করে, পরিবারে তর্ক-বিতর্ক দানা বাঁধবে। সতর্ক হওয়া প্রয়োজন। পরিবারের বয়স্ক সদস্যের শরীর খারাপের জন্য দুশ্চিন্তা থাকবে। পরিবারের স্কুলে যাতায়াত করে এমন বিদ্যার্থীর জন্য তর্ক-বিতর্ক। বেতনভুক কর্মী যারা, তাদের কিছু সমস্যা তৈরি হবে। উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের কুনজর আপনার দিকে থাকবে। তর্ক-বিতর্ক না করে ধৈর্য ধরা। বাড়ির গৃহ মন্দিরে সাতটি প্রদীপ প্রজ্জলন করুন এবং নমো শিবায় কথাটি বলুন উপকৃত হবেন।

তুলা রাশি : শশুর বাড়ির স্বজনের বুদ্ধির দ্বারা, গুপ্ত শত্রুর ষড়যন্ত্রের দ্বারা, অশুভ অবস্থান। পারিবারিক বিষয় প্রতিবেশীর অশুভ নজর, আপনার দিকে থাকার কারণে, নানা বিশৃঙ্খলা তৈরি হবে। কোন রাজনৈতিক প্রভাবশালী মানুষের দ্বারা ক্ষতির সম্ভাবনা। যিনি বলেছিলেন কাজটি করে দেব, কাজটি না হওয়ার জন্য মানসিক অশান্তি বৃদ্ধি হবে। যানবাহন বিষয়ে বিশেষ সতর্কতা। কোন ইলেক্ট্রিক্যাল বা ইলেকট্রনিক্স জিনিস খারাপ হয়ে পড়তে পারে। বাড়ির গৃহ মন্দিরে সাতটি প্রদীপ প্রজ্জলন করে দুর্গা মায়ের নাম করুন।

বৃশ্চিক রাশি : ছোট ভ্রমণের দ্বারা শান্তির বাতাবরণ। অবিবাহিত জাতক জাতিকাদের প্রেম আসবে। বিবাহের সম্ভাবনা আসবে।যারা বেতনভুক কর্মচারী, উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষর সহযোগিতায় আজ বড় কোন কাজ হয়ে পড়বে। ব্যবসা-বাণিজ্যে বৃদ্ধি। গৃহবধূদের শুভ বিদ্যার্থীদের জন্য শুভ। ভগবান গনেশের চরণে হলুদ নিবেদন করুন শুভ হবে।

ধনু রাশি : সম্পত্তি বিষয়কে কেন্দ্র করে যে জটিলতা তৈরি হয়েছিল, আজ তা সমস্যা মুক্তির দিন। কোর্ট কাছারিতে যে মামলা ছিল, আজ আইন আপনার পক্ষে রায় দেবে। ব্যবসা-বাণিজ্যের স্থিতি। কিছু নতুন যোগাযোগের দ্বারা অর্থপ্রাপ্তি সম্ভব। বাস্তুভূমি গৃহ জমি বিষয়ে শুভ। কোন নিমন্ত্রণ আমন্ত্রণ পাওয়ার সম্ভাবনা, প্রেমিক যুগল শুভ গৃহবধূদের শুভ। আজ বাড়ির গৃহ মন্দিরে চন্দন দ্বারা ভগবান বিষ্ণুর আরাধনা করুন নিশ্চয়ই শুভ হবে।

মকর রাশি : আজ শুভ দিন ছাত্র-ছাত্রী দের লক্ষ্যে পৌঁছানোর সময়। যারা রাষ্ট্রের বাইরে কাজ করেন তাদেরও বহু সুযোগ আসবে। আজ শান্তির বাতাবরণ। পরিবারে শ্বশুরবাড়ির একজন সদস্য দ্বারা সম্মান প্রাপ্তি। প্রতিবেশীর দ্বারা সম্মান প্রাপ্তি। কোন বান্ধব দারা সম্মান প্রাপ্তির দিন। ব্যবসা-বাণিজ্যের উন্নতির সম্ভাবনাময় দিন। বাড়ির গৃহ মন্দিরে, ভগবান গণেশের উদ্দেশ্য দূর্বা প্রদান করলে শুভ হবে

কুম্ভ রাশি : আজ নিজের ওপর বিশ্বাস রেখে এগিয়ে চলুন। বিবাদ বিতর্ক থাকবে। পরিবারে অশান্তির কালো মেঘ থাকবে। সকালবেলায় প্রতিবেশীর সাথে বিবাদ। বিতর্ক থাকবে। ইনকাম ট্যাক্স সেল ট্যাক্স এর ফাইল দেখে নিয়ম অনুযায়ী চলুন। নয়তো গভর্মেন্টের কোন চিঠি আপনার উদ্দেশ্যে আসতে পারে। ব্যবসা-বাণিজ্যে দুশ্চিন্তা। বিদ্যার্থীদের দুশ্চিন্তা। গৃহবধূদেরও দুশ্চিন্তা বৃদ্ধি হবে। বাড়ির গৃহ মন্দিরে ভগবান ভোলেনাথের উদ্দেশ্যে নারিকেল প্রদান করুন বিপদনাশ হবে।

মীন রাশি : পুরাতন এক বান্ধবীর সঙ্গে হঠাৎ যোগাযোগের দ্বারা আনন্দবৃদ্ধি। পরিবারের শুভ। যারা শিক্ষকতা করেন, যারা অধ্যাপনা করেন, তাদের সম্মান প্রাপ্তির দিন। ডিভোর্সের মামলা যাদের চলছে ঠিক আছে তাদের ধৈর্য ধরা উচিত, নিশ্চয়ই শুভ হবে। শিল্পী কলাকুশলী যারা-বিশেষত ক্যামেরাম্যান যারা তাদের শুভত্ব বৃদ্ধি হবে। শুভ যোগাযোগ হবে। ধৈর্য রাখলে সফলতা নিশ্চিত। আজ বাড়ির গৃহ মন্দিরে ভগবান ভোলেনাথ তার উদ্দেশ্যে সাদা মিষ্টান্ন প্রদান করুন শুভ হবে।

(আজ মাঘী পূর্নিমা তিথি)

ঘোষণা- এই পত্রিকায় প্রকাশিত বিজ্ঞাপনের সত্যতা সম্পর্কে এজেন্ট বা পত্রিকা কর্তৃপক্ষ কোনওভাবে দায়বদ্ধ নয়।

নাম-পদবী

গত ১০/০১/২৪ S.D.E.M., সদর, হুগলী, কোর্টে ৪৩ নং এফিডেভিট বলে Ahia Mondal Mohammad ও Mohammad Ahia S/o. Golam Mehedi সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

নাম-পদবী

গত ২০/০২/২৪ S.D.E.M., শ্রীরামপুর, হুগলী কোর্টে ২৫১৮ নং এফিডেভিট বলে Debasish Banerjee S/o. Anil Banerjee ও D. Banerjee S/o. A. K. Banerjee সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

নাম-পদবী

গত ২৩/০২/২৪ S.D.E.M., সদর, হুগলী, কোর্টে ০৯ নং এফিডেভিট বলে Punindranath Baidya S/o. Srishtidhar Baidya ও Punindra Baidya S/o. S. Baidya, Sistidhar Baidya সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

নাম-পদবী

গত ২৩/০২/২৪ S.D.E.M., সদর, হুগলী, কোর্টে ০৭ নং এফিডেভিট বলে Pradip Kumar Paul S/o. Jagat Krishna Paul ও Pradip Paul S/o. J. Paul সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

নাম-পদবী

বুধো বিশ্বাস ২২-২-২৪ জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট কৃষ্ণনগর কোর্টে এফিডেভিটে আমার পিতা- সুকুমার বিশ্বাস থেকে সুরঞ্জন বিশ্বাস হইল, পিতার আসল নাম সুরঞ্জন বিশ্বাস।

পশ্চিমবঙ্গ ল'ক্লার্কস্ এ্যাসোসিয়েশন ভূমি ও ভূমি সংস্কার প্রশাসন শ্রীরামপুর মহকুমা শাখা শ্রীরামপুর, হুগলী

বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা জানাইতেছি যে, আমি শ্রী বর্ধন ভাদুড়ী, পিতা- বিশ্বনাথ ভাদুড়ী, শ্রীরামপুর ভূমি সংস্কার (বি.এল.আর.ও -শ্রীরামপুর) দপ্তরে বিগত পাঁচ বছরের বেশি সময় যাবৎ শিক্ষা নবিসি ল'ক্লার্ক্স হিসাবে কর্মরত আছি। আমি আমার ল'ক্লার্ক লাইসেন্স ও এনরোলমেন পাইবার জন্য চেয়ারম্যান ওয়েস্ট বেঙ্গল ল' ক্লার্কস্ স্টেট্ কাউন্সিল কোলকাতা দপ্তরে আবেদন করিয়াছি। ঐ ব্যাপারে কাহারো কোনরূপ, আপত্তি থাকিলে এই বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের পনেরো দিনের মধ্যে চেয়ারম্যান ওয়েস্ট বেঙ্গল ল' ক্লার্কস্ স্টেট্ কাউন্সিল কোলকাতা মহাশয়ের নিকট তাহা জানাইবেন।

Change of Name

I, **USHA SINGH** W/o Late Nakul Deo Singh, resident of 36 Para, Kharida, Ward No.-17, P.O.: Kharagpur, P.S.: Kharagpur (Town), Dist- Paschim Medinipur, Pin-721301 do hereby declare that I have changed my name from **USHA DEBI SINGH** to **USHA SINGH** and henceforth I shall be known as **USHA SINGH** in all purpose, vide affidavit No.– 9065/10 sworn In the Court of the Ld. Judicial Magistrate (1st Class) at Kharagpur on dated 30/12/2023. That **USHA SINGH** & **USHA DEBI SINGH** both are same and one identical person.

TENDER

Sealed tenders are invited by The Prodhan, Dighalkandi Gram Panchayat (Under Karimpur- II Panchayat Samity), Dighalkandi, Nadia. Memo No. **DIG/052/15thCFC, DIG/050/2023-24, DIG/037/2023-24,** Last date of application accordingly **07.03.24, 04.03.2024 upto 3p.m. & 04.03.2024 upto 11a.m.** For details please contact to the office.

Sd/- Prodhan,
Dighalkandi Gram Panchayat.

LEGAL NOTICE

My client namely **Smt. Subhra Ghosh,** wife of Shri Shivasish Ghosh of 233/3, Netaji Subhas Road (Parbati Cinema), Post & Police Station & District: Howrah, West Bengal: 711101, have agreed to sell her **property of 86.00 Decimals of land comprised in Hal Dag No. 454, 808, 808/1643, 808/1644, 808/1645, 808/1646, 808/8190, 809 and 811 under Khatian No. 33839, lying and situated at Mouza Gopalnagar (J.L. No. 13) under Police Station: Singur within the ambit of District : Hooghly,** to the third party at a prevailing market price and if anyone wishes to purchase the said property, is directed to communicate his/her willingness to me within 30 days from the receipt of this notice.

Subhendu Ghosh
Date: 23.02.24 **Advocate**
Judges' Court, Hooghly

বিজ্ঞপ্তি

১) সেখ আসিফ কওসার, পিতা- মরহুম সেখ এলাহী বক্স গ্রাম- ডহর চাকলুই, পোঃ- মহীপালপুর, থানা- মগরা, জেলা-হুগলী, পিন- ৭১২১৪৬।
২) মফিজুল ইসলাম, পিতা- মরহুম আব্দুল মজিদ, গ্রাম ডহর চাকলুই, পোঃ- মহীপালপুর, থানা- মগরা, জেলা-হুগলী, পিন- ৭১২১৪৬।
৩) মির সরিফ হোসেন, পিতা- মির আবিদ হোসেন গ্রাম- বাবনান জোতকামাল, পোঃ বাবনান, থানা- দাদপুর, জেলা-হুগলী, পিন- ৭১২৩০৫।
৪) পাউলুস মুরমু, পিতা- সুরাই মুরমু গ্রাম- ছোট খেজুরিয়া, পোঃ- এ্যাডকোনগর, থানা- মগরা, জেলা- হুগলী, পিন-৭১২১২১।

এতদ্বারা জানাইতেছি যে, আমরা বিগত ৫ (পাঁচ) বৎসরের অধিককাল সময় চুঁচুড়া আদালতে ল-ক্লার্ক হিসাবে কর্মরত আছি। আমরা পশ্চিমবঙ্গ ল-ক্লার্কস্ স্টেট কাউন্সিল, কলিকাতায় আমাদের লাইসেন্স ও এনরোলমেন্টের দরখাস্ত করেছি, উক্ত বিষয় কারোর কোন আপত্তি থাকিলে অত্র বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের ১৫ (পনেরো) দিনের মধ্যে তাহা কাউন্সিল অফিসে দাখিল করিবেন।

নোটিশ

এতদ্বারা সাধারণের অবগতির জন্য বিজ্ঞাপিত হচ্ছে যে, রেজিস্টার্ড বিক্রয় দলিল তারিখ ১২.০৪.২০০৭ রেজিস্ট্রিকৃত এআরএ-২, কলকাতা, উল্লেখ্য দলিল নং ০৩১২৭-২০০৭, নথিভুক্ত বুক নং ১, ভল্যুম নং ১, পৃষ্ঠা নং : ১ থেকে ৮, আমার মক্কেলের অর্থাৎ সপ্তপর্ণ সমবায় আবাসন সমিতি লি এর হেফাজত থেকে হারিয়ে গিয়েছে এবং সংশ্লিষ্ট বিষয়ে নিউ টাউন থানায় জেনারেল ডায়েরি উল্লেখ্য ১৩৩৫/২৪ তারিখ ২১.০২.২০২৪ তারিখে দাখিল করা হয়েছে। যেকোনও ব্যক্তি উক্ত স্বত্ব দলিল পেয়ে থাকলে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের তারিখ থেকে ১৫ দিনের মধ্যে নিম্নস্বাক্ষরকারীর নিকট জানাতে অনুরোধ করা হচ্ছে।

ইয়াসমিন বিশ্বাস (অ্যাডভোকেট),
"সরাফ হাউস" রুম নং ২৮,
৪/১ রেড ক্রস প্লেস, কলকাতা : ৭০০০০১,
ই-মেল : biswasyasmin@gmail.com
মো. নং : ৯৩৩০২৫৭৭১৯
তারিখ : ২৪.০২.২০২৪
স্থান : কলকাতা

ইন ডেটস রিকভারি অ্যাপিলেট ট্রাইব্যুনাল অ্যাট কলকাতা
৯, ওল্ড পোস্ট অফিস স্টিট,
৮ম তলা, কলকাতা- ৭০০০০১
ডায়রি নং ২০২৩ সালের ৬৫৮
ডিআরটি, শিলিগুড়িতে ২০১৯ সালের এস.এ. নং ১১৬ থেকে উদ্ভূত।

আপীলকারী/গণ: **অনুমোদিত অফিসার, ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক এবং অন্যান্য**

-বনাম-

উত্তরদাতা/গণ: **শ্রীমতী ইরালতা মন্ডল ও অন্যান্য**

প্রতি,
শ্রীমতী ইরালতা মন্ডল, স্বামী- নিশীথ কুমার মন্ডল, মেসার্স মন্ডল অ্যান্ড কোম্পানি, ভাটপাড়া, পোস্ট-কাসিম বাজার, থানা-বহরমপুর, জেলা- মুর্শিদাবাদ, পিন - ৭৪২ ১০২ -এর স্বত্বাধিকারী। **(উত্তরদাতা)**

সমন

১) যেহেতু আপীলকারী একটি আপিল দায়ের করেছেন সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট, ২০০২ -এর সেকশন ১৮ অধীন প্রিসাইডিং অফিসার, ডিআরটি, শিলিগুড়ি এবং অন্যান্য রিলিফ দ্বারা পাস করা আদেশের বিরুদ্ধে। দাবীর উত্তর দেওয়ার জন্য ০৮.০৩.২০২৪ তারিখে সকাল ১০.৩০টায় বা ট্রাইব্যুনালের সুবিধা অনুযায়ী এইরকম সময়ে এই ট্রাইব্যুনালের সামনে হাজির হতে এবং লিখিত বিবৃতি দাখিল করার জন্য আপনাকে তলব করা হয়েছে।
২) আপনি যদি কোনও নথি ফাইল করতে চান তবে আপনি একটি তালিকা সহ একটি লিখিত বিবৃতি সহ ফাইল করতে পারেন।
৩) যখন আপনি ট্রাইব্যুনালে ব্যক্তিগতভাবে বা একজন পিলিডার/অ্যাডভোকেট দ্বারা যথাযথভাবে নির্দেশিতভাবে আপনার উপস্থিতি লিখবেন তখন আপনাকে আপনার নিবন্ধিত ঠিকানা এবং উপস্থিতির মেমো ফাইল করতে হবে।
৪) লক্ষ্য করুন যে এখানে পূর্বে উল্লিখিত দিনে আপনার উপস্থিতি ডিফল্ট হলে, কার্যধারা আপনার অনুপস্থিতিতে শোনা হবে এবং নির্ধারিত হবে।

আমার হাতে ট্রাইব্যুনালের সিলমোহর দেওয়া হল ২৫ শে জানুয়ারী, ২০২৪ তারিখে।

রেজিস্ট্রর
ডেটস রিকভারি, অ্যাপিলেট ট্রাইব্যুনাল, কলকাতা

শ্রেণিবদ্ধ বিজ্ঞাপন গ্রহণ কেন্দ্র

উত্তর ২৪ পরগনা
অ্যাড কানেক্সন
সন্তোষ কুমার সিং
হোম নং -৩, বিএল নং-১৮, মেঘনা মোড়, পোস্ট ও থানা-জগদ্দল, উত্তর ২৪ পরগনা,
ফোন- ৮৩৩৬০ ৮৮৭২১
ইমেইল- adconnexon@gmail.com

৪৬টি অমৃত স্টেশন এবং ১০৮টি সড়ক ওভারব্রিজ ও আন্ডারপাসের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করবেন প্রধানমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: প্রধানমন্ত্রীর নতুন ভারত গঠনের স্বপ্নকে বাস্তবায়িত করতে ভারতীয় রেল আধুনিকীকরণের লক্ষ্যে দ্রুতগতিতে এগিয়ে চলেছে। এর অংশ হিসাবে, সারা দেশে ১৩০০ টিরও বেশি রেল স্টেশনকে অমৃত স্টেশন প্রকল্পের অধীনে অত্যাধুনিক সুবিধা দিয়ে পুনর্নির্মাণ করা হচ্ছে। শুক্রবার দক্ষিণ পূর্ব রেলের জোরেল ম্যানেজার অনিলকুমার মিশ্র এক সাংবাদিক বৈঠকে জানান, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি আগামী ২৬ ফেব্রুয়ারি ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে দক্ষিণ-পূর্ব রেলের ৪৬টি স্টেশনের শিলান্যাস করবেন। প্রধানমন্ত্রী ১০৮টি সড়ক ওভারব্রিজ ও আন্ডারপাসের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করবেন।

পশ্চিমবঙ্গের ২২ টি অমৃত স্টেশনগুলির জন্য ভিত্তি প্রস্তর স্থাপনে ব্যয় হবে ৫৯৭.১৫ কোটি টাকা। অমৃত স্টেশন প্রকল্পের আওতায় পশ্চিমবঙ্গের ২২টি স্টেশন হল আদ্রা, বাঁকুড়া, বিষ্ণুপুর, পুরুলিয়া, জয়চন্ডী পাহাড়, বার্নপুর, খড়গপুর, মেচেদা, তমলুক, ঝাড়গ্রাম, বাগনান, মেদিনীপুর, উলুবেড়িয়া, আন্দুল, পাঁশকুড়া, হিজলি, বেলদা, দিঘা, হলদিয়া, সুসা, তুলিন এবং ঝালিডা। এছাড়াও, পশ্চিমবঙ্গে ৪১টি সড়ক ওভারব্রিজ আর আন্ডারপাস নির্মাণে আনুমানিক খরচ হবে ৪৯২.০৫ কোটি টাকা।

সালকিয়ার কালীতলায় ছোট মায়ের সঙ্গে দেখা করে স্নান যাত্রায় যান অন্য মায়েরা

রাজীব মুখোপাধ্যায়

হাওড়া: অতীতের সালিখা বা অধুনা সালকিয়াতে শীতলা মায়ের স্নান যাত্রা নিয়ে ভক্তদের উৎসাহের অন্ত নেই। মাঘ মাসের মাঘি পূর্ণিমায় শীতলা মাতার স্নান যাত্রা হয়। যদিও হাওড়ার বেলগছিয়া থেকে জিটি রোড ধরে সালকিয়া চত্বর পর্যন্ত এলাকা ওই দিনে পরিণত হয় জন সমুদ্রে।

হাওড়ার সাত জন শীতলা মাতার মধ্যে সালকিয়া কালীতলার কাছে মুরগিহাটাতে রয়েছে ছোট শীতলা মাতার মন্দির। এলাকার মানুষ ছোট শীতলা মাতাকে সবচেয়ে পুরনো এবং জাগ্রত বলেই মনে করেন। মাঘী পূর্ণিমার দিনে ছয় শীতলা মাতাকে স্নান যাত্রার জন্য মন্দির থেকে পালকি সাজিয়ে গঙ্গার ঘাটে নিয়ে যাত্তয়া হলেও ছোট শীতলা মাতাকে মন্দির থেকে বাইরে নিয়ে যাত্তয়া হয় না। বরং অন্যান্য শীতলা মাতাদের এই ছোট শীতলা মাতার মন্দিরে আনা হয়। যদিও এই রীতির পেছনে রয়েছে অতীতের কিছু ঘটনাক্রম।

এলাকায় জনশ্রুতি রয়েছে বহু কাল আগে মাতা নিজের বোনেদের সঙ্গে নিজেই গঙ্গাতে স্নান করতে যেতেন। এক বার স্নান করতে যাওয়ার সময় ওনাকে কেউ দেখে নেয়। এই ঘটনার পরেই মা স্বপ্নদর্শন দিয়ে বলেছিলেন যে ওনাকে মন্দিরের বাইরে যাতে না নিয়ে যাওয়া হয়। যদিও প্রায় ১০০ বছর আগে মাকে স্নান করাবার জন্যে গঙ্গার ঘাটে নিয়ে যাত্তয়া হয়েছিল। তার পরেই স্থানীয় ব্যানার্জি বাড়িতে অকাল মৃত্যু ঘটে। পরবর্তী বছরে আবার মাকে স্নান করাবার জন্যে নিয়ে যাত্তয়া হয়েছিল। তার কিছু দিন পর শীতলা বাড়ীর এক ভাড়াটের অকাল মৃত্যু হয়। শোনা যায়, তার পরের বছর মাকে স্নান যাত্রায় নিয়ে যাওয়ার জন্যে সিংহাসন থেকে তোলার অনেক প্রচেষ্টা করা হয়,কিন্তু সব চেষ্টা ব্যর্থ হয়। আর সেই বছরের পর থেকে আজ পর্যন্ত কখনো ছোট শীতলা মাতা কে মন্দিরের বাইরে নিয়ে যাওয়া হয়নি। মনে করা হয়, শীতলা মায়ের কাছে নিষ্পাপ মনে কিছু চাইলে তিনি ভক্তের মনোষ্কামনা পূর্ণ করেন।

এখন স্নান যাত্রার দিনে ছোট শীতলা মায়ের ঘট গঙ্গায় নিয়ে যাওয়া হয় এবং ঘটে গঙ্গাজল ভরে মন্দিরে প্রতিস্থাপিত করা হয়। পুরানো ঘটকে স্নান যাত্রার পর আট দিন রাখা হয়, তার পর সেই ঘটের জল গঙ্গা নদীতে দেওয়া হয়। স্নান যাত্রার দিনে মাকে গোমূত্র দিয়ে শুদ্ধিকরণ করা হয়। শুধু মাত্র এই দিনে মাকে স্পর্শ করার অনুমতি আছে। বড় শীতলা মা সম্মুখ দেখা করে যাওয়ার পরেই সব ভক্তদের চরণামৃত দেওয়া হয়। স্নান যাত্রার দিনে অনেক ভক্তরা উপোস করেন।

স্নান যাত্রার দিনে গঙ্গায় স্নান করে ভক্তরা মন্দিরে এসে পুজো দেন। দুপুর দুটো , তিনটে বাজতে না বাজতেই বিভিন্ন জায়গা থেকে অন্যান্য শীতলা মাতাদের সুসজ্জিত পালকি করে আনা হয়। বিবিধ ধরনের ঝাঁকি এই যাত্রাকে আরও সুন্দর করে তলে। আগে মাত্র ৬ জন শীতলা মাতা আসতেন, আর এখন সংখ্যা ৬০ পার করে যায়। শুক্রবার শীতলা পুজো উপলক্ষে উৎসবের আবহ ছিল সালকিয়ায়।

দেউচা পাঁচামি খননের দ্বিতীয় পর্যায়ের কাজ শুরু শীঘ্রই

নিজস্ব প্রতিবেদন: দেউচা পাঁচামি কয়লা খনি প্রকল্পে খননের দ্বিতীয় পর্যায়ের কাজ শুরু হবে শীঘ্রই। প্রথম পর্যায়ে ভূগর্ভে থাকা কয়লার স্তরের ঠিক উপরের স্তরে থাকা ব্যাসল্ট তোলার কাজ শুরু করা হবে। তার আগে কাজের রূপরেখা নিয়ে পোল্যান্ডের বিশেষজ্ঞদলের সঙ্গে বৈঠক করলেন বিদ্যুৎ মন্ত্রী অরূপ বিশ্বাস। শুক্রবার বিধাননগরের বিদ্যুৎ ভবনে পোল্যান্ডের মাইলেশিয়া প্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী জেকব সেলটোস্কির নেতৃত্বে আসা মোট ছয় সদস্যের এক প্রতিনিধি দলের সঙ্গে আলোচনা করেন মন্ত্রী। ব্যাসল্ট সংক্রান্ত গ্লোবাল টেন্ডার খুব শীঘ্র ডাকা হবে বলে মন্ত্রী বৈঠকে জানিয়েছেন। এদিনের বৈঠকে বিদ্যুৎ সচিব শান্তনু বসুও উপস্থিত ছিলেন।

প্রায় ৩৪০০ একর জায়গা জুড়ে অবস্থিত দেউচা-পাঁচামি কয়লা খনি। কয়লার স্তরের উপরে প্রায় ১৪২ মেট্রিক টন ব্যাসল্ট পাথর আছে, বলে সমীক্ষায় উঠে এসেছে। খোলা বাজারে এই ব্যাসল্ট পাথরের দাম প্রায় সাড়ে ৫ হাজার কোটি টাকা। শীঘ্রই ব্যাসল্ট পাথর তোলার জন্য টেন্ডারের প্রক্রিয়া শুরু হবে। দেউচা পাঁচামিতে কত কয়লা মজুত রয়েছে, তার ধারণা ইতিমধ্যে দিয়েছে জিওলজিকাল সার্ভে অফ ইন্ডিয়া। ২০০৮ সালে একবার সংসদে লিখিত প্রশ্নের জবাবে তৎকালীন কেন্দ্রীয় কয়লা প্রতিমন্ত্রী সন্তোষ বাগরোডিয়া জানিয়েছিলেন, দেউচা পাঁচামি এলাকায় কয়লার চারটি জোন রয়েছে।

রাজস্ব আদায় বাড়াতে অর্থ দপ্তরের অধীনে চালু পৃথক সেল

নিজস্ব প্রতিবেদন: রাজস্ব আদায় বাড়াতে অর্থ দপ্তরের অধীনে পৃথক সেল চালু করা হচ্ছে। এর নাম দেওয়া হয়েছে ওয়েস্ট বেঙ্গল রেভিনিউ সার্ভিস সেল। এই সেলের প্রধান কাজ হবে সরকারের রাজস্ব আদায় বাড়ানো।

রাজ্য সরকারের অধীনে বিভিন্ন দপ্তর থাকলেও তার মধ্যে সবথেকে গুরুত্বপূর্ণ হলো রাজস্ব বিভাগ। তার আবার বিভিন্ন শাখা-প্রশাখা আছে। এই তালিকায় রয়েছে ওয়েস্ট বেঙ্গল কমার্শিয়াল ট্যাক্স সার্ভিসেস, ওয়েস্ট বেঙ্গল এক্সাইজ সার্ভিস, ওয়েস্ট বেঙ্গল রেজিস্ট্রেশন অ্যান্ড স্ট্যাম্প রেভিনিউ এবং ওয়েস্ট বেঙ্গল এগ্রিকালচারাল ইনকাম ট্যাক্স সার্ভিসেস। এগুলিকে একত্র করে তৈরি হয়েছে 'দ্য ওয়েস্ট বেঙ্গল রেভিনিউ সার্ভিস'। বর্তমানে তারা অর্থ দপ্তরের এক একটি শাখা অফিস হিসাবে কাজ করে। সেজন্য তারা কোনও স্বাধীন সিদ্ধান্ত নিতে পারে না। যে কোনও নতুন পদক্ষেপ করতে গেলে তাদের সবসময়ে অর্থ দপ্তরের মুখাপেক্ষি থাকতে হয়। রাজস্ব বিভাগে নতুন কর্মী নিয়োগ কিংবা কাউকে অন্য জায়গায় বদলি করতে গেলেও অর্থ দপ্তরের কাছে ফাইল পাঠাতে হয়। তার ফলে কোনও সিদ্ধান্ত কার্যকর করতে গেলে অনেকটা সময় লেগে যায়। তাতে রাজস্ব আদায় ধাক্কা খায়। সেই লাল ফিঁতের বাঁধন থেকে রাজস্ব বিভাগকে মুক্ত করতেই পৃথক সেল তৈরি করল রাজ্য সরকার। তারা শুধুমাত্র রাজস্ব আদায়ের কাজ দেখভাল করবে।

সরকারি নির্দেশনামা অনুযায়ী, সিনিয়র স্পেশ্যাল সেক্রেটারি কিংবা

শিক্ষা দপ্তরের অধীনে থাকা প্রকল্পের বকেয়া টাকা পাঠাল কেন্দ্র

নিজস্ব প্রতিবেদন: কেন্দ্রের একশো দিন, আবাস যোজনার বকেয়ার আশা ছেড়ে ওই প্রকল্পের উপভোক্তাদের টাকা মিটিয়ে দেওয়ার কথা ঘোষণা করেছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। এই আবহেই এবার রাজ্যের শিক্ষা দপ্তরের অধীনে থাকা প্রকল্পের বকেয়া টাকা পাঠাল কেন্দ্রীয় সরকার। ইতিমধ্যেই কেন্দ্রে তরফ থেকে ওই বরাদ্দ খরচের সবুজ সংকেত পেয়েছে রাজ্যের শিক্ষা দপ্তর।

নবান্ন তরফে জানান হয়েছে, শিক্ষা মিশন খাতে মোট তৃতীয় ইনস্টলমেন্টের প্রায় ৫০০ কোটি টাকা পাঠিয়েছে কেন্দ্র। এছাড়া আগামী অর্থ বছরের জন্য রাজ্যকে প্রায় তৃতীয় ইনস্টলমেন্টের প্রায় ৩৬০০ কোটি টাকা পাঠাল কেন্দ্রীয় সরকার। এই টাকা মূলত শিক্ষা দপ্তরের অধীনে থাকা প্রকল্পের জন্য পাঠিয়েছে কেন্দ্রীয় সরকার। উল্লেখ্য, কেন্দ্রীয় সরকারের শিক্ষা মিশনের অধীনে রয়েছে পার্শ্বশিক্ষকদের বেতন, গ্রন্থাগার অনুদান, ল্যাবরেটরি অনুদান, স্কুলগুলিকে টিচিং, লার্নিং ম্যাটেরিয়াল প্রদান, স্কুল শিক্ষক এবং পড়ুয়াদের নানা প্রশিক্ষণ-সহ স্কুলের একাধিক উন্নয়ন। তবে এখন পর্যন্ত কেন্দ্রকে ১০০ দিনের কাজের বকেয়া টাকা, প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনার বকেয়া টাকা নিয়ে বারবার চেয়ে ও চিঠি লিখলে মেলেনি উত্তর। শুধু তাই নয় এই বকেয়ার দাবিতে দিল্লিতে চলেছে বিক্ষোভ।

ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক Indian Bank — ইলাহাবাদ ALLAHABAD

অ্যাপকার গার্ডেন শাখা
৮, জি.টি. রোড, উদরেজ ভবন
প্রথম তল, পিন - ৭১৩ ৩০৪
ই-মেইল: apcargarden.asansol@indianbank.co.in

স্থাবর সম্পত্তি বিক্রয়ের জন্য বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি

পরিশিষ্ট-৪-এ [রুল ৮(৬) এবং ৯(১) এর অনুবিধি দেখুন]

সিকিউরিটিজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফাইন্যান্সিয়াল অ্যাসেটস এন্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট, ২০০২ -এর সঙ্গে পঠিত সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২ -এর রুল ৮(৬) এবং ৯(১) -এর অনুবিধির অধীনে স্থাবর সম্পদ বিক্রির জন্য ই-অকশন বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি।

এতদ্বারা সাধারণভাবে জনসাধারণকে এবং বিশেষ করে ঋণগ্রহীতা(গণ)/জামিনদার(গণ) কে নোটিশ দেওয়া হচ্ছে যে নীচে বর্ণিত স্থাবর সম্পত্তি(গুলি) সুরক্ষিত পাওনাদারের কাছে বন্ধক/চার্জ করা হয়েছে, যার **প্রতীকী দখল ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক, অ্যাপকার গার্ডেন শাখা (সুরক্ষিত পাওনাদার)** -এর অনুমোদিত অফিসার দ্বারা নেওয়া হয়েছে, বকেয়া রাশি **৭৯,৫০,৫১০.০০ টাকা** (ঊনআশি লক্ষ পঞ্চাশ হাজার পাঁচশত দশ টাকা মাত্র) ক্যাশ ক্রেডিট অ্যাকাউন্টে এবং **২১,৮৬,১৭৭.০০ টাকা** (একুশ লক্ষ ছিয়াশি হাজার একশত সাতাত্তর টাকা মাত্র) টার্ম লোনে, **মোট বকেয়া : ১,০১,৩৬,৬৮৭.০০** (এক কোটি এক লক্ষ ছত্রিশ হাজার ছয়শত সাতাশি টাকা মাত্র) **২২.০২.২০২৪** অনুযায়ী তদুপরি ২৩.০২.২০২৪ থেকে আরও সুদ, খরচ, অন্যান্য চার্জ এবং খরচ সহ **মেসার্স ডব্লুআরসিইএল (অংশীদারী সংস্থা), অংশীদার(গণ) : ১. শ্রী সৌগত মুখার্জি এবং ২. সুজাতা মুখার্জি। উভয়েরই ঠিকানা :** ১৮৬ (৩১২/১), রাসডাঙ্গা, হাটন রোড, আসানসোল, জেলা বর্ধমান, পিন- ৭১৩ ৩০১ - এর থেকে পুনরুদ্ধারের জন্য যা **১২.০৩.২০২৪** তারিখে বিক্রি করা হবে **"যেখানে যেমন আছে", "যা আছে তা আছে"** এবং **"সেখানে যা কিছু আছে"** ভিত্তিতে, যা **ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক, অ্যাপকার গার্ডেন শাখা (সুরক্ষিত পাওনাদার)** -এর পাওনা।

ই-অকশন মোডের মাধ্যমে বিক্রয়ে আনার উদ্দেশ্যে সম্পত্তির নির্দিষ্ট বিবরণ নীচে বর্ণনা করা হয়েছে :

ক্র. নং.	ক) অ্যাকাউন্টের নাম ঋণগ্রহীতা(গণ)/বন্ধকদাতা(গণ) জামিনদার(গণ)/ডিরেক্টর(গণ) খ) শাখার নাম	স্থাবর সম্পত্তির বিশদ বিবরণ	সুরক্ষিত ঋণদাতার বকেয়া পাওনা	ক) সংরক্ষিত মূল্য খ) ইএমডি পরিমাণ গ) দর বৃদ্ধির পরিমাণ ঘ) সম্পত্তি আইডি ঙ) সম্পত্তির উপর দায়বদ্ধতা চ) দখলের ধরণ
১.	**ক) ঋণগ্রহীতা : মেসার্স ডব্লুআরসিইএল (অংশীদারী সংস্থা)** **অংশীদার(গণ) : ১. শ্রী সৌগত মুখার্জি এবং ২. সুজাতা মুখার্জি** **উভয়েরই ঠিকানা :** ১৮৬ (৩১২/১), রাসডাঙ্গা, হাটন রোড, আসানসোল, জেলা বর্ধমান, পিন- ৭১৩ ৩০১ **ঋণগ্রহীগণ এবং অংশীদারগণ : ১. সৌগত মুখার্জি** পিতা- প্রয়াত সত্যেন্দ্র নাথ মুখোপাধ্যায়, ১৮৬ (৩১২/১), রাসডাঙ্গা, হাটন রোড, আসানসোল, জেলা - বর্ধমান, পিন- ৭১৩ ৩০১ **২. সুজাতা মুখার্জি,** স্বামী- সৌগত মুখার্জি ১৮৬ (৩১২/১), রাসডাঙ্গা, হাটন রোড, আসানসোল, জেলা - বর্ধমান, পিন- ৭১৩ ৩০১ **জামিনদার /বন্ধকদাতা :** **প্রয়াত সত্যেন্দ্র নাথ মুখোপাধ্যায় (সম্প্রতি মৃত), জামিনদার এবং বন্ধকদাতার আইনি উত্তরাধিকারী হিসেবে প্রতিনিধিত্ব করছেন :** **(ক) শ্রীমতী প্রতিভা মুখোপাধ্যায় (মুখার্জী),** স্বামী- প্রয়াত সত্যেন্দ্র নাথ মুখোপাধ্যায় **(খ) শ্রী সৌগত মুখার্জী,** পিতা- প্রয়াত সত্যেন্দ্র নাথ মুখোপাধ্যায় **(গ) শ্রীমতী সোনা ব্যানার্জি,** পিতা- প্রয়াত সত্যেন্দ্র নাথ মুখোপাধ্যায় **প্রত্যেকের ঠিকানা :** ১৮৬ (৩১২/১), রাসডাঙ্গা, হাটন রোড, আসানসোল, জেলা - বর্ধমান, পিন- ৭১৩ ৩০১ **খ) অ্যাপকার গার্ডেন শাখা**	দ্বিতল বিল্ডিং সহ জমির ন্যায়সঙ্গত বন্ধক যা **প্রয়াত সত্যেন্দ্র নাথ মুখোপাধ্যায়ের (বর্তমানে মৃত) নামে আছে, জামিনদার এবং বন্ধকদাতা তার আইনি উত্তরাধিকারী (ক) শ্রীমতী প্রতিভা মুখোপাধ্যায় (মুখার্জী), স্বামী- প্রয়াত সত্যেন্দ্র নাথ মুখোপাধ্যায়, (খ) শ্রী সৌগত মুখার্জী,** পিতা- প্রয়াত সত্যেন্দ্র নাথ মুখোপাধ্যায়, **(গ) শ্রীমতী সোনা ব্যানার্জি,** পিতা- প্রয়াত সত্যেন্দ্র নাথ মুখোপাধ্যায় দ্বারা প্রতিনিধিত্ব করা হচ্ছে, ঠিকানা: ১৮৬ (৩১২/১),রাসডাঙ্গা, হাটন রোড, আসানসোল, জেলা- বর্ধমান, পিন- ৭১৩ ৩০১, পশ্চিম বর্ধমান জেলার মধ্যে, থানা-আসানসোল, এডিএসআর -আসানসোল, মৌজা আসানসোল পৌরসভা, জেএল নং ২০, আরএস প্লট নং ৫৬৮৯ এর অন্তর্ভুক্ত, এলআর খতিয়ান ৩৩১১০, এলআর প্লট নং ৬৩২২ মোট এলাকার পরিমাপ - ৬.২ ডেসিমেল জমি এবং বিল্ডিং এবং এর সমস্ত স্বাচ্ছন্দ্যের অধিকার সহ। **চতুর্দিক পরিবেষ্টিত:** উত্তরে- সঞ্জয় শ'র বাড়ি, দক্ষিণে- অঞ্জনী ইমপেক্স, পূর্বে - ১৬ ফুট চওড়া রাস্তা, পশ্চিমে- এস কে ভার্মার সম্পত্তি দ্বারা।	**৭৯,৫০,৫১০.০০ টাকা** (ঊনআশি লক্ষ পঞ্চাশ হাজার পাঁচশত দশ টাকা মাত্র) ক্যাশ ক্রেডিট অ্যাকাউন্টে এবং **২১,৮৬,১৭৭.০০ টাকা** (একুশ লক্ষ ছিয়াশি হাজার একশত সাতাত্তর টাকা মাত্র) টার্ম লোনে **মোট বকেয়া : ১,০১,৩৬,৬৮৭.০০** (এক কোটি এক লক্ষ ছত্রিশ হাজার ছয়শত সাতাশি টাকা মাত্র) **২২.০২.২০২৪** অনুযায়ী তদুপরি ২৩.০২.২০২৪ থেকে আরও সুদ, খরচ, অন্যান্য চার্জ এবং খরচ সহ	**ক) ৫৯,৫৭,০০০.০০ (*)** (ঊনষাট লক্ষ সাতান্ন হাজার টাকা মাত্র) **খ) ৫,৯৫,৭০০.০০ টাকা** (পাঁচ লক্ষ পঁচানব্বই হাজার সাতশত টাকা মাত্র) **গ) ১০,০০০.০০ টাকা** (দশ হাজার টাকা মাত্র) **ঘ) IDIB50325223063** **ঙ) ব্যাংকের কাছে অজানা** **চ) প্রতীকী দখল**

(*) বিক্রয় মূল্য সংরক্ষিত মূল্যের উপর হতে হবে

আরও বিশদ এবং শর্তাবলির জন্য, যোগাযোগ :অ্যাপকার গার্ডেন শাখা, চিফ ম্যানেজার, মোবাইল নং : ৭৫০৭৭ ৩৩০০৬

পরিদর্শনের তারিখ ও সময় : ২৬.০২.২০২৪ থেকে ২৭.০২.২০২৪ সকাল ১০:০০টা থেকে বিকাল ০৪:০০টার মধ্যে

ই-অকশনের তারিখ ও সময়: তারিখ - ১২.০৩.২০২৪; সময় - সকাল ১১.০০টা থেকে বিকাল ৪.০০টা

ই-অকশন পরিষেবা প্রদানকারীর প্ল্যাটফর্ম : (১) www.indianbank.co.in (২) https://www.ibapi.in (৩) https://wwwmstcecommerce.com/auctionhome/ibapi

বিডারদের পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে, অনলাইন বিডে অংশগ্রহণের জন্য আমাদের ই-অকশন সার্ভিস প্রোভাইডার এমএসটিসি লিঃ -এর ওয়েবসাইট (**www.mstcecommerce.com/ auction/home/ibapi**) দেখুন। টেকনিক্যাল সাহায্যের জন্য **এমএসটিসি হেল্প ডেস্ক নং** ০৩৩ ২৩৪০০০২০ / ২৩৪০০০২১ / ২৩৪০০০২২ এবং সার্ভিস প্রোভাইডারদের অন্য চালু হেল্পলাইন নম্বরে অনুগ্রহ করে ফোন করুন। এমএসটিসি লিঃ -এর সাথে রেজিস্ট্রেশন স্টেটাস **ibapiop@@mstcecommerce.com**, ইএমডি স্টেটাস জানার জন্য **ibapifin@@mstcecommerce.com** -এ অনুগ্রহ করে যোগাযোগ করুন।
সম্পত্তি সংশ্লিষ্ট বিশদ তথ্যাদি এবং সম্পত্তির ছবি এবং অকশনের নিয়মাবলী ও শর্তাবলীর জন্য অনুগ্রহ করে **https://ibapi.in** দেখুন এবং এই পোর্টাল সংশ্লিষ্ট কোনও সংশয় দূরীকরণের জন্য অনুগ্রহ করে হেল্প লাইন নম্বর "১৮০০১০২৫০২৬" এবং "০১১-৪১১০৬১৩১" -এ যোগাযোগ করুন।
বিডারদের পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে, ওয়েবসাইট **https://ibapi.in** এবং **www.mstcecommerce.com** -এ সংশ্লিষ্ট সম্পত্তি সম্বন্ধে খোঁজখবর নেওয়ার সময় উপরে উল্লিখিত সম্পত্তির আইডি নং ব্যবহার করুন।

দ্রষ্টব্য: এই বিজ্ঞপ্তিটি ঋণগ্রহীতা(গণ) / বন্ধকদাতা(গণ) / জামিনদার(গণ) / অংশীদার(গণ) -এরও প্রতি

তারিখ: ২২.০২.২০২৪
স্থান : আসানসোল

অনুমোদিত অফিসার
ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক

একদিন আমার শহর

কলকাতা ২৪ ফেব্রুয়ারি ২০২৪ ১১ ফাল্গুন ১৪৩০ শনিবার

ভাঙড়ে তৃণমূলকর্মী খুনের মামলায় আগাম জামিন পেলেন নওশাদ

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: ভাঙড়ে তৃণমূল কর্মী খুনের মামলায় আগাম জামিন পেলেন আইএসএফ বিধায়ক নওশাদ সিদ্দিকী। তৃণমূল কর্মী রাজু নস্করের খুনের মামলায় তাঁকে আগাম জামিন দিল কলকাতা হাই কোর্টের বিচারপতি দেবাংশু বসাক এবং বিচারপতি মহম্মদ শব্বর রশিদির ডিভিশন বেঞ্চ।

নওশাদদের বিরুদ্ধে ৩০২ ধারায় মামলা রুজু করা হয়েছিল। ভবানী ভবনে তলব করে তাঁকে জিজ্ঞাসাবাদও করেছিল সিআইডি। নওশাদের আইনজীবী ফিরদৌস শামিম তাঁর পক্ষে কলকাতা হাই কোর্টে জামিনের আবেদন করেছিলেন। শুক্রবার তা মঞ্জুর হয়েছে।

গত বছর ১৬ জুন পঞ্চায়েত নির্বাচনের সময়ে ভাঙড়ে খুন

হয়েছিলেন রাজু নস্কর নামের ওই তৃণমূল কর্মী। ওই খুনের ঘটনায় বিধায়ক নওশাদের বিরুদ্ধে অভিযোগ ওঠে। নওশাদ-সহ ৬৮ জনের বিরুদ্ধে কাশীপুর থানায় মামলা দায়ের হয়েছিল। অভিযোগ করেছিলেন ভাঙড়-২ ব্লকের হাটগাছা গ্রামের বাসিন্দা ঋত্বিক নস্কর অভিযোগ করেছিলেন, পঞ্চায়েত নির্বাচনের মনোনয়ন জমা করানোর জন্য হাটগাছার কয়েক জন বাসিন্দাকে নিয়ে তিনি এবং তাঁর শ্বশুর রাজু ভাঙড়-২ ব্লকের দিকে যাওয়ার পথে দুষ্কৃতীদের হাতে আক্রান্ত হন। পুলিশকে ঋত্বিক অভিযোগ করেছিলেন, নওশাদ বাহিনীর হামলার মুখে পড়েন তাঁরা। তিনি পালিয়ে যেতে পারলেও তাঁর শ্বশুরকে পিটিয়ে মারা হয়।

এই খুনের ঘটনার তদন্ত করছে সিআইডি। আগেই ভাঙড়ে ভোটে অশান্তির ঘটনায় নওশাদকে তলব করেছিল সিআইডি। এদিকে এই ভোট হিংসা মামলাতেই কিছুদিন আগে গ্রেপ্তার হন ভাঙড়ের প্রাক্তন বিধায়ক আরাবুল ইসলাম। এখনও তিনি জামিন পাননি। গ্রেপ্তার এড়াতে নওশাদও কলকাতা হাইকোর্টে আগাম জামিনের আবেদন জানান। সেই আবেদন মঞ্জুর করেছে আদালত। ফলে আপাতত নওশাদকে গ্রেপ্তার করে পারবে না পুলিশ। নওশাদের বক্তব্য, তিনি তদন্তে সবরকম সহযোগিতা করছেন। সমস্ত পক্ষের বক্তব্য শুনে আদালত নওশাদের জামিনের আবেদন মঞ্জুর করে আদালত।

যৌন হেনস্তার অভিযোগকে কেন্দ্র করে শোরগোল, যাদবপুরে স্থগিত পরীক্ষা

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: অধ্যাপকের বিরুদ্ধে যৌন হেনস্তার অভিযোগে ফের উত্তাল যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়। যদিও সেই অভিযোগ সম্পূর্ণ মিথ্যা বলেই দাবি করেছে বিশ্ববিদ্যালয়ের একটা বড় অংশ। যাদবপুরের শিক্ষক সংগঠন 'জুটা'র তরফে বলা হয়েছিল, ওই ছাত্রী সত্যি কথা বলছেন না। আসলে তিনি নিজেই নকল করতে গিয়ে ধরা পড়েছিলেন।

এবার এই আবহেই অনির্দিষ্টকালের জন্য স্থগিত হল পরীক্ষা! সাংবাদিকতা এবং গণজ্ঞাপন বিভাগের স্নাতকোত্তর প্রথম বর্ষের প্রথম সেমিস্টারের বাকি পরীক্ষা আপাতত স্থগিত করল বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ। শুক্রবার বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষা নিয়ামকের তরফে একটি বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করে অনির্দিষ্টকালের জন্য স্থগিত রাখা হয়

পরীক্ষা। ওই বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছে, সাংবাদিকতা এবং গণজ্ঞাপন বিভাগের স্নাতকোত্তর প্রথম বর্ষের প্রথম সেমিস্টারের বাকি পরীক্ষা বিশেষ কারণে স্থগিত করা হচ্ছে। কবে থেকে ফের পরীক্ষা, সে বিষয়েও কিছু জানানো হয়নি ওই বিজ্ঞপ্তিতে। প্রসঙ্গত, ওই বিভাগের এক ছাত্রীই অভিযোগ তুলেছেন।

অভিযোগ পরীক্ষা চলাকালীন ওই ছাত্রীকে নিজের ঘরে ডেকে নিয়ে অভব্য আচরণ করা হয়েছে। ঘটনার সূত্রপাত বৃহস্পতিবার। যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের এক অধ্যাপকের বিরুদ্ধে যৌন হেনস্থার লিখিত অভিযোগ করেছিলেন এক ছাত্রী। বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিস্ট্রার স্নেহমঞ্জু বসুকে একটি ইমেল করেছিলেন ওই ছাত্রী। বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিস্ট্রারকে লেখা ওই ইমেল ছাত্রী পাঠিয়েছিলেন, বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের বিভিন্ন শীর্ষ পদাধিকারী-সহ রাজ্য মহিলা কমিশন এবং যাদবপুর থানাতেও। তাতে তিনি জানিয়েছিলেন, অভিযুক্ত অধ্যাপক তাঁর উপর পরীক্ষার খাতায় নকল করার 'মিথ্যা দায়' চাপিয়ে পরীক্ষার হলে সমস্ত সহপাঠীর সামনে শারীরিক তল্লাশি দিতে বাধ্য করেছেন। পরের পরীক্ষার দিন তাঁকে হল থেকে নিজের ঘরে ডেকে পাঠিয়ে শারীরিক নির্যাতনও করেন ওই অধ্যাপক।

এ নিয়ে ফের তোলপাড় বিশ্ববিদ্যালয়। অভিযুক্ত অধ্যাপক বামপন্থী শিক্ষক সংগঠনের সঙ্গে জড়িত। বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্যতম পরিচিত মুখ। আর এই কারণেই ওই অধ্যাপককে ফাঁসানোর চক্রান্ত হয়েছে বলেও দাবি। বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক সংগঠন জুটা-র পক্ষ থেকেও এই ঘটনায় 'রাজনৈতিক প্রতিহিংসার' কথা বলা হয়েছে। ওই অধ্যাপক যে বিভাগে পড়ান, সেই বিভাগের পড়ুয়াদের একাংশের দাবি, 'অভিযোগ যাঁর বিরুদ্ধে উঠছে একাজ তিনি করতে পারেন বলে বিশ্বাস করি না!' 'স্যরকে ফাঁসানো হচ্ছে' বলেও সরব ওই পড়ুয়ারা। যদিও বিভাগের প্রধান অধ্যাপক পার্থসারথি চক্রবর্তী পরীক্ষা স্থগিতের খবর নিশ্চিত করলেও আপাতত সাম্প্রতিক ওই অভিযোগ নিয়ে মন্তব্য করতে চাননি।

সন্দেশখালি নিয়ে তপ্ত রাজ্য রাজনীতি, কেন্দ্রকে নিশানা তৃণমূল মুখপাত্রের

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: সন্দেশখালিতে ইস্যুতে 'দিল্লি'-কে নিশানা করলেন তৃণমূল মুখপাত্র কুণাল ঘোষ। তাঁর কথায়, 'জমি নন পেমেন্ট ইস্যুর অভিযোগ পেয়েছি। বাকিটা সিপিআইএম- বিজেপি ইস্যু জিইয়ে রাখতে চাইছে। তবে মানুষ শান্ত হয়ে আছেন। সেখানে অতি নাটকীয় ক্রিয়াকলাপ করার চেষ্টা করছে। ধর্ষণ সব সাজানো।' এরই পাশাপাশি তাঁর সংযোজন, 'অর্গানাইজ করে বিরোধীরা এটা করছে। আমাদের সংগঠন দুর্বল। পুরোনো বাম করেন কিছু লোক বিজেপিতে নাম লিখিয়েছেন। জমি উদ্ধারের নাম করে সমস্যা সৃষ্টি করার চেষ্টা করছে।'

এরই পাশাপাশি পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে পুলিশের ভূমিকা প্রসঙ্গে কুণাল ঘোষ জানান, সহিষ্ণুতা দেখানোর চেষ্টা করছে পুলিশ। ডিজি গিয়েছেন। শান্ত করার চেষ্টা করছেন। এদিকে এই ইস্যুতেও ফের একবার বিজেপির দিকে তোপ দাগেন তিনি। বলেন, 'খবর আছে দিল্লি থেকে নির্দেশ এসেছে যতদিন না প্রধানমন্ত্রী আসছেন সন্দেশখালি ইস্যু জিইয়ে রাখতে হবে। এই সফর রাজনৈতিক ভাবে কাজে লাগাতে চাইছে বিজেপি।' সন্দেশখালি বিষয়ে

কুণালের স্পষ্ট বক্তব্য, 'আইনের বিষয়। অভিযোগ থাকলে তদন্ত হবে। ডিজির বক্তব্য শুনেছি। ব্যাখ্যা দিয়েছেন।'

এদিকে শুক্রবার বিজেপি নেত্রী লকেট চট্টোপাধ্যায়কে নিয়েও এদিন মুখ খোলেম তৃণমূল মুখপাত্র কুণাল ঘোষ। তাঁর প্রশ্ন, 'কোথায় ছিলেন উন্নাও, হাথরাসের সময়? মণিপুরের সময়?' তাঁর মতে জাতীয় মানবাধিকার কমিশন বকলমে জাতীয় বিজেপি রক্ষা কমিশন। তিনি বলেন ,'উন্নাও যান না। মনিপুর জ্বলছে খুঁজে পাওয়া যায় না। এখানে আসে কারণ বিজেপির সংগঠনের উপর ভরসা নেই।' এরই পাশাপাশি লোকসভা নির্বাচণের বিজেপির ভবিষ্যত নিয়ে প্রশ্নও তোলেন তৃণমূল মুখপাত্র। বলেন, 'বিজেপি ১০০ পেরোতে পারবে না। তাই পশ্চিমবঙ্গে আসছে সমস্যা তৈরি করতে। আগে রাজ্যের বকেয়া দিন। ২০২১ সালেও এসেছিলেন। কি হয়েছে?' এরই পাশাপাশি কটাক্ষের সুরে জানান, 'নির্বাচনী পরাজয়ের অভিযান শুরু করছেন পশ্চিমবঙ্গ থেকে। মানুষ উত্তর চাইবে কেন পেট্রোল ডিজেলের দাম বাড়ছে। কেন সারের দাম বাড়ছে।' সঙ্গে সংযোজন, 'কাউকে বারাসাতে আনতে পারেন। সিপিএম বা বিজেপি দলের কাউকে সাজিয়ে মঞ্চে নাটক করতে আনতেই পারেন। বিজেপি গন্ডগোল করছে। মানুষ শান্ত হতে চাইলেও দেওয়া যাবে না। দিল্লিতে কৃষকদের ঠেকাতে এতদিন ধরে ১৪৪ ধারা চলছে কিছু কথা নেই।'

সন্দেশখালির বিক্ষোভই হাতিয়ার, কলকাতায় ধরনার ভাবনা বিজেপির

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: ক্ষোভ-বিক্ষোভ, অসংখ্য অভিযোগ, না-পাওয়া নিয়ে তপ্ত সন্দেশখালি। আর আসন্ন লোকসভা ভোটের আগে এই প্রতিবাদ-বিক্ষোভকেই হাতিয়ার করতে চাইছে বিজেপি। জানা গিয়েছে, সন্দেশখালির আন্দোলনকে কলকাতায় নিয়ে আসার পরিকল্পনা পদ্ম শিবিরের। বিজেপি সূত্রে খবর, আগামী মঙ্গলবার থেকে বৃহস্পতিবার কলকাতার গান্ধীমূর্তির পাদদেশে ধরনায় বসতে চাইছে বিজেপি।

শুক্রবার সকালে সন্দেশখালি নিয়ে দলের আন্দোলনের রূপরেখা কী হবে, তা স্থির করতে বৈঠকে বসেন রাজ্যের শীর্ষ নেতারা। বিভিন্ন কমিশন সন্দেশখালি আসায় তার থেকেও ফয়দা তুলতে চাইছে বিজেপি। সেই ধারাই চালিয়ে যাওয়ার পরিকল্পনা রয়েছে পদ্মশিবিরের। বিজেপি সূত্রে খবর, বৈঠকেই স্থির হয়, সন্দেশখালির ঘটনায় প্রতিবাদ জানিয়ে কলকাতায় টানা তিন দিন ধর্না কর্মসূচি পালন করবে দল। সেখানে বিজেপির রাজ্য সভাপতি সুকান্ত মজুমদার ও বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী নেতৃত্ব দেবেন বলে জানা গিয়েছে। জানা গিয়েছে, সন্দেশখালির 'নির্যাতিতা' মহিলাদেরও ধর্নামঞ্চে নিয়ে আসার পরিকল্পনা করেছে বিজেপি।

২৮ ফেব্রুয়ারি রাজ্যে আসার কথা ছিল কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহের। কিন্তু পরে জানা যায়, শাহের বঙ্গ সফর বাতিল হয়েছে। স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী বাংলায় এলে রাজ্য নেতাদের ব্যস্ততা বাড়ত। তা না হওয়ায় এ বার যাবতীয় মনোযোগ আপাতত সন্দেশখালিতেই দিতে চাইছে বিজেপি। শুভেন্দুর অধিকারীর সফরও পিছিয়ে যায়। শুক্রবার সন্দেশখালি গিয়েছে বিজেপির মহিলা মোর্চার সদস্যেরা।

চুক্তি মতো বর্ধিত মজুরি না পেয়ে গৌরীশঙ্কর জুটমিলে শ্রমিক বিক্ষোভ

নিজস্ব প্রতিবেদন, ব্যারাকপুর: ত্রিপাক্ষিক চুক্তি অনুযায়ী বর্ধিত মজুরির দাবিতে শ্রমিক বিক্ষোভ গারুলিয়া পুরসভার ১২ নম্বর ওয়ার্ডের শ্রী গৌরীশঙ্কর জুটমিলে। বিক্ষোভের জেরে শুক্রবার সকালে উত্তেজনা ছড়ায় জুটমিল চত্বরে। ক্ষুব্ধ শ্রমিকরা কিছুক্ষন ব্যস্ততম ঘোষপাড়া রোড অবরোধ করে বিক্ষোভও দেখান। খবর পেয়ে নোয়াপাড়ার পুলিশ এসে বিক্ষোভকারীদের হটিয়ে দেয়।

জানা গিয়েছে, চলতি বছরের তিন জানুয়ারি জুটমিল শ্রমিকদের মজুরি বৃদ্ধি নিয়ে ত্রিপাক্ষিক চুক্তি হয়েছিল। সেই চুক্তি মোতাবেক গত ৩ ফ্রেবুয়ারি থেকে সমস্ত জুটমিল শ্রমিকদের মজুরি বৃদ্ধির কথা। কিন্তু মিল কর্তৃপক্ষ এদিন নোটিস দিয়ে জানায়, ত্রিপাক্ষিক চুক্তি অনুযায়ী বর্ধিত মজুরি আগামী ২৫ ফেব্রুয়ারি

'হপ্তা'র সঙ্গে তারা যুক্ত করতে পারেননি। প্রসঙ্গত, ১৫ দিন অন্তর জুটমিলে শ্রমিকদের মজুরি দেওয়া হয়, যাঁকে হপ্তা বলা হয়। মিল কর্তৃপক্ষ জানান, বর্ধিত মজুরি পরবর্তী পাক্ষিক 'হপ্তা'র সঙ্গে তারা যুক্ত করে দেবেন। এই নোটিস দেখেই ক্ষিপ্ত হয়ে শ্রমিকরা কাজ বন্ধ রেখে মিলের ভেতরে বিক্ষোভ দেখাতে থাকেন। মিল গেটের সামনে তারা কিছুক্ষন রাস্তা অবরোধ করে বিক্ষোভও দেখান। উত্তেজনার খবর পেয়ে তড়িঘড়ি ঘটনাস্থলে ছুটে আসেন স্থানীয় কাউন্সিলর পঙ্কজ দাস। তিনি বলেন, 'শ্রমিকদের বিক্ষোভ একশো শতাংশ ন্যায় সঙ্গত। কারণ, ত্রিপাক্ষিক চুক্তি অনুযায়ী এই মিলের শ্রমিকদের মজুরি এখনও বাড়ানো হয়নি।' আগামী ২৯ ফেব্রুয়ারির মধ্যে বর্ধিত মজুরি-সহ হপ্তা প্রদান না করা হলে শ্রমিকরা ফের আন্দোলনে সামিল হবেন বলে এদিন জানান শাসকদলের স্থানীয় কাউন্সিলর। এদিকে, এদিন দুপুরে মিল কর্তৃপক্ষ নোটিস দিয়ে জানিয়ে দেয় ২৫ ফেব্রুয়ারি হপ্তা প্রদানের পরিবর্তে আগামী ২৯ ফেব্রুয়ারি বর্ধিত মজুরি-সহ তারা হপ্তা দেবেন। তা জানার পর পরিস্থিতি শান্ত হয়।

বাইপাসে মেট্রোর ট্রায়াল রান

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: কবি সুভাষ থেকে সল্টলেক সেক্টর-৫ সেকশনের শেষ পিয়ার (পি-৩১৯) নির্মাণের ফলে চিংড়িঘাটা জংশনে কলকাতা মেট্রোর অরেঞ্জ লাইনের এক বড় অগ্রগতি হয়েছে। রেল বিকাশ নিগম লিমিটেড (আরভিএনএল)-এর তরফ থেকে করা এক অনুরোধের প্রেক্ষিতে ট্রাফিক বিভাগ চিংড়িঘাটা ক্রসিং-এ ২২ ফেব্রুয়ারি থেকে ২৬ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত কমপক্ষে পাঁচদিন ট্রায়াল রান চালানোর অনুমতি দিয়েছে।

কলকাতা মেট্রো রেল সূত্রে খবর, ট্রাফিক বিভাগের ডেপুটি কমিশনার গত ২১ ফেব্রুয়ারি এই অনুমতি দেন। এই পরীক্ষামূলক কার্যক্রমের ফিডব্যাকের উপর ভিত্তি করে, চিংড়িঘাটা ক্রসিংয়ে শেষ পিয়ার নির্মাণের জন্য প্রয়োজনীয় ট্র্যাফিক ব্লকের চূড়ান্ত অনুমতি কলকাতা পুলিশের ট্র্যাফিক ডিপার্টমেন্টের তরফ থেকে দেওয়া হবে।

জামিন পেয়েও ফের ধৃত বিজেপি নেতা বিকাশ হাইকোর্টের দ্বারস্থ

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: সন্দেশখালিকাণ্ডে বিজেপি নেতা বিকাশ সিংকে গ্রেপ্তার করে পুলিশ। তবে বসিরহাট আদালত তাঁকে জামিন দিলেও আদালত চত্বর থেকে বের হওয়ার মুখেই ফের তাঁকে গ্রেপ্তার করে পুলিশ। সেটা ১২ ফেব্রুয়ারির ঘটনা। শুক্রবার তদন্ত প্রক্রিয়ায় স্থগিতাদেশ চেয়ে এবং পুলিশি অতিসক্রিয়তার অভিযোগে কলকাতা হাইকোর্টের দ্বারস্থ হলেন বিজেপি নেতা বিকাশ সিং।

সন্দেশখালি থানার কাছেই বাড়ি বিকাশ সিংয়ের। পুলিশের দাবি, সন্দেশখালিতে হিংসার পিছনে হাত রয়েছে বিকাশের। গ্রামবাসীদের উস্কানি দেওয়ার অভিযোগে নাম জড়ায় এই বিজেপি নেতার। তার জেরেই গ্রেপ্তার করা হয়। বিচারপতি কৌশিক চন্দের এজলাসে এদিন মামলার শুনানি ছিল। সূত্রের খবর, এদিন আদালতে বিকাশ সিংয়ের তরফে জানানো হয়, জামিন পাওয়ার পরই আদালত চত্বর থেকে ফের গ্রেপ্তার করে পুলিশ। এই তথ্য জানার পরই বিচারপতি কৌশিক চন্দ আইনজীবীকে বলেন, এটা কোনও নতুন ঘটনা নয়। এমন ঘটনা ঘটেই থাকে। এ প্রশ্নও করা হয়, জামিনের আবেদন করা হচ্ছে না কেন তা নিয়ে। উত্তরে বিকাশ সিংয়ের আইনজীবী বলেন, 'জানিই না আমার বিরুদ্ধে ক'টা এফআইআর আছে। জামিন দিলেও ফের গ্রেপ্তার করা হতে পারে।' আদালত উভয়পক্ষের সওয়াল জবাব শুনে আগামী সোমবার মামলার শুনানির দিন ধার্য করেছে।

বিজেপির বসিরহাট সাংগঠনিক জেলার প্রাক্তন সভাপতি বিকাশ সিং। বর্তমানে তিনি বসিরহাট লোকসভা কেন্দ্রের আহ্বায়কের দায়িত্বে। সন্দেশখালি থানার কাছে তাঁকে বাড়ি থেকেই গ্রেপ্তার করে পুলিশ।

বেসরকারি হাসপাতালে 'এমপিআই' টেস্ট করাতে চেয়ে হাইকোর্টের দ্বারস্থ সুজয়কৃষ্ণ

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: নিজের চিকিৎসা সংক্রান্ত দাবি নিয়ে ফের আদালতের দ্বারস্থ নিয়োগ দুর্নীতি কাণ্ডে ধৃত সুজয়কৃষ্ণ ভদ্র ওরফে কালীঘাটের কাকু। কালীঘাটের কাকুর এই আর্জি উঠেছে কলকাতা হাইকোর্টের বিচারপতি তীর্থঙ্কর ঘোষের বেঞ্চে। আদালতে তাঁর আর্জি, নিজের শারীরিক পরীক্ষা করানোর জন্য বেসরকারি হাসপাতালে যেতে চান। এরই পাশাপাশি সুজয়কৃষ্ণের দাবি, তাঁর যে শারীরিক পরীক্ষা প্রয়োজন, তা এই মুহূর্তে কলকাতায় শুধু দু'টি বেসরকারি হাসপাতালেই হয়। সেই কারণেই তাঁর এই আর্জি নিয়ে তিনি হাজির কলকাতা হাইকোর্টে। কোন কোন দু'টি বেসরকারি হাসপাতালে বর্তমানে এই শারীরিক পরীক্ষার সুবিধা রয়েছে, সে কথাও

আদালতকে জানিয়েছেন সুজয়কৃষ্ণ।

সূত্রের খবর, মায়োকার্ডিয়াল পারফিউশন ইমেজিং টেস্ট বা এমপিআই টেস্ট করাতে চাইছেন সুজয়কৃষ্ণ ওরফে কালীঘাটের কাকু। এই পরীক্ষার মাধ্যমে বোঝা যায় হার্টের পেশি দিয়ে কতটা ভালোভাবে রক্ত সঞ্চালিত হচ্ছে। সেই পরীক্ষাই এবার বেসরকারি হাসপাতালে গিয়ে করাতে চান সুজয়কৃষ্ণ। এই আবেদনের প্রেক্ষিতে ইডির তরফে বক্তব্য জানতে চেয়েছেন বিচারপতি। আগামী ৮ মার্চের মধ্যে কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থাকে নিজেদের বক্তব্য হলফনামা আকারে জানানোর নির্দেশ দিয়েছেন বিচারপতি তীর্থঙ্কর ঘোষ। এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেটের তরফে বক্তব্য আদালতে জমা পড়ার পর আগামী ১১ মার্চ এই মামলার শুনানির সম্ভাবনা রয়েছে হাইকোর্টে।

প্রসঙ্গত, এর আগে কালীঘাটের কাকু ওরফে সুজয় ভদ্রের কণ্ঠস্বরের নমুনা সংগ্রহ করতে গিয়েও অনেক কাঠখড় পোড়াতে হয় ইডিকে। অবশেষে এসএসকেএম থেকে জোকায় নিয়ে গিয়ে সেখানে তাঁর কণ্ঠস্বরের নমুনা সংগ্রহ করেছিন কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা।

মোবাইল নিয়ে পরীক্ষাকেন্দ্রে ঢোকায় বাতিল ৭ জন উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষার্থীর পরীক্ষা

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: মাধ্যমিকের পর উচ্চ মাধ্যমিকেও পরীক্ষাকেন্দ্রে মোবাইল-সহ ধরা পড়ল সাত পরীক্ষার্থী। শুক্রবার হাতেনাতে ধরা পড়ার পর সাত জনেরই উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষার সব বিষয়ের পরীক্ষাই বাতিল করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষা সংসদ। সূত্র মারফত জানা গিয়েছে।

উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষাতেও শুরু থেকেই প্রশ্নফাঁস, টুকলি রুখতে সতর্ক ছিল উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা সংসদ। নির্দেশিকায় স্পষ্ট বলে দেওয়া হয়েছিল মোবাইল নিয়ে কিংবা হাতে স্মার্টওয়াচ পরে পরীক্ষাকেন্দ্রে ঢোকা যাবে না। কিন্তু তারপরও যেভাবে একের পর এক ঘটনা উঠে আসছে, তাতে কড়া পদক্ষেপ করতে হচ্ছে উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষা সংসদকে।

প্রথম দিনের পরীক্ষাতেই পাঁচ জনের পরীক্ষা বাতিল হয়ে যায়। এরপর শুক্রবারের পরীক্ষার দিন বাতিল ৭ জনের পরীক্ষা। তবে একনও পর্যন্ত সব মিলিয়ে মোট ২৪ জন উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষার্থীর পরীক্ষা বাতিল করা হল এবছরের মতো।

প্রসঙ্গত, এর আগে মাধ্যমিক পরীক্ষাকেন্দ্রে মোবাইল নিয়ে ঢুকেও হাতে নাতে ধরা পড়েছিল বেশ কয়েকজন পরীক্ষার্থী। তাদের ক্ষেত্রেও কড়া পদক্ষেপ করেছিল মধ্য শিক্ষা পর্ষদ। আর এবার উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষা সংসদও শুরু থেকেই কড়া পদক্ষেপের পথে।

দক্ষিণবঙ্গে বৃষ্টির পূর্বাভাস

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: কলকাতা-সহ দক্ষিণবঙ্গের প্রায় প্রতিটি জেলাতেই বৃষ্টির পূর্বাভাস দিল আবহাওয়া দপ্তর। শনিবার দক্ষিণবঙ্গের একাধিক জেলায় বৃষ্টি হতে পারে। সেই সঙ্গে তাপমাত্রাও বেশ কিছুটা কমতে পারে বলে জানিয়েছে আবহাওয়া দপ্তর।

শুক্রবার সকালের দিকে রোদের দেখা মিললেও মাঝে মধ্যেই মেঘলা আকাশে ঢেকেছে একাধিক জেলা। বিক্ষিপ্তভাবে একাধিক জায়গায় বৃষ্টিও হচ্ছে। এদিন শহরের সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ২০.৬ ডিগ্রি সেলসিয়াস, যা স্বাভাবিকের চেয়ে এক ডিগ্রি কম। উত্তর ২৪ পরগনা, দক্ষিণ ২৪ পরগনা, বাঁকুড়া, পুরুলিয়া, পূর্ব বর্ধমান, পশ্চিম বর্ধমান-সহ প্রায় সব জেলাতেই হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টি হতে পারে।

রাজ্যসভার সাংসদ হলেও বঙ্গে বিজেপির মুখপাত্র শমীকই

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: ২০২৪ লোকসভা নির্বাচন আসন্ন। তার আগে দলের প্রধান মুখপাত্রকে বদলের ঝুঁকি নিতে রাজি নয় বঙ্গ-বিজেপি। এদিকে সদ্য রাজ্যসভার সাংসদের সার্টিফিকেট হাতে পেয়েছেন শমীক ভট্টাচার্য। তবে রাজ্যসভার অধিবেশন চলাকালীন কলকাতায় শমীক ভট্টাচার্যের শূন্যস্থান কাকে দিয়ে পূরণ হবে, সেটা অবশ্য এখনও ঠিক করতে পারেননি সুকান্তরা।

এদিকে সন্দেশখালির ইস্যুকে হাতিয়ার করে বঙ্গ রাজনীতিতে ঘুরে দাঁড়ানোর স্বপ্ন দেখছে বঙ্গ-বিজেপি। দলের রাজ্য সভাপতি সুকান্ত মজুমদার বৃহস্পতিবার সন্দেশখালিতে হাজির হয়ে বুঝিয়ে দিয়েছেন লড়াইয়ের ময়দান থেকে তাঁরা সরছেন না। সূত্রের খবর, সন্দেশখালিতে কী ঘটছে, নিয়মিত তা দিল্লিতে জানাতে হচ্ছে সুকান্তদের।

সন্দেশখালির বিষয়ে দলের কোন নেতা কী মন্তব্য করছেন, সে দিকেও নজর রাখছে বিজেপির শীর্ষ কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব।

সন্দেশখালি নিয়ে বঙ্গ-রাজনীতি যখন উত্তপ্ত, ঠিক তখনই আইপিএস অফিসার যশপ্রীত সিংয়ের উদ্দেশে 'খালিস্তানি' মন্তব্য ছুড়ে দেওয়ার অভিযোগ উঠেছে বঙ্গ-বিজেপির নেতা-কর্মীদের একাংশের বিরুদ্ধে। যা অনভিপ্রেত বলে মনে করছেন বিজেপির কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের একাংশ। কারণ, তৃণমূল এই ইস্যুতে পাল্টা চাপে ফেলেছে বিজেপিকে। সূত্রের খবর, দিল্লি থেকে অমিত শাহরা বাংলার বিজেপি নেতাদের স্পষ্ট বার্তা দিয়েছেন, সন্দেশখালি আবহে কোনও মন্তব্য করার আগে সতর্ক থাকতে হবে। যাতে নির্বাচনী আবহে তৃণমূলের হাতে নতুন কোনও অস্ত্র না চলে আসে। আর এক্ষেত্রেই রাজ্য বিজেপির প্রধান মুখপাত্রের ভূমিকা যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ। কারণ, প্রতিদিন তাঁকেই যাবতীয় রাজনৈতিক বিষয়ে তাঁকেই দলের অবস্থান স্পষ্ট করতে হয়। যে কাজটা শমীক একা হাতে ভালোই সামলাচ্ছেন বলে বিজেপি নেতৃত্বের বড় অংশের অভিমত। রাজ্য বিজেপির অন্দরে কান পাতলে শোনা যাচ্ছে, 'লোকসভা ভোট আসছে। ফলে এখন প্রতিদিনই রাজ্য রাজনীতিতে কিছু না কিছু নতুন ডেভেলপমেন্ট ঘটতেই থাকবে। সংবেদনশীল ইস্যুগুলিতে দলের অবস্থান মানুষকে জানানোর জন্য একজন অভিজ্ঞ ও বিচক্ষণ নেতার প্রয়োজন। এক্ষেত্রে শমীক ভট্টাচার্যের মতো এই কাজটা আর কেউ সামলাতে পারবেন না।' এদিকে শমীক নিজে জানাচ্ছেন, 'দল আমাকে যা দায়িত্ব দেবে, সেটা পালন করাই আমার কাজ।'

ঘোলা থানায় উদ্বোধন 'সাইবার বন্ধু' প্রকল্পের

নিজস্ব প্রতিবেদন, ব্যারাকপুর: দিনকে দিন সাইবার অপরাধের সংখ্যা ক্রমশ বাড়ছে। প্রতিদিনই মানুষ ডিজিটাল মাধ্যমে প্রতারণার শিকার হয়ে পুলিশ প্রশাসনের দ্বারস্থ হচ্ছেন। এহেন পরিস্থিতিতে সাধারণ মানুষকে সচেতন করার পাশাপাশি অপরাধের দ্রুত কিনারা করতে ব্যারাকপুর কমিশনারেটের উদ্যোগে শুক্রবার ঘোলা থানায় উদ্বোধন হল 'সাইবার বন্ধু' প্রকল্পের। এদিন 'সাইবার বন্ধু' কিয়স্কের উদ্বোধন করেন ব্যারাকপুরের পুলিশ কমিশনার অলোক রাজোরিয়া। ছিলেন ডেপুটি পুলিশ কমিশনার (সেন্ট্রাল) কুলদীপ সোনাওয়ানে, অ্যাসিস্ট্যান্ট পুলিশ কমিশনার (ব্যারাকপুর) মহম্মদ বদিউজ্জামান, ঘোলা থানার ভারপ্রাপ্ত আধিকারিক কৌশিক দাস-সহ অন্যান্য পুলিশ কর্তারা। জানা গিয়েছে, নির্দিষ্ট একটি ওয়েবসাইটের Scybercrime.gov.in মাধ্যমে মানুষ বাড়িতে বসেই সাইবার অপরাধ নিয়ে অভিযোগ জানাতে পারবেন। আবার থানায় সশরীরে হাজির হয়েও সাইবার অপরাধ সংক্রান্ত অভিযোগ জানাতে পারবেন। এমনকি ১৯৩০ নাম্বারে ফোন করেও 'সাইবার বন্ধু'র সহযোগিতা নিয়ে

মানুষ সাইবার অপরাধ সম্পর্কিত অভিযোগ জানাতে পারবেন। সাইবার বন্ধু প্রকল্প নিয়ে ব্যারাকপুরের পুলিশ কমিশনার অলোক রাজোরিয়া বলেন, ' শুধু ঘোলা থানা নয়, কমিশনারেটের ২৫ টি থানার প্রত্যেকটিতে একটি করে 'সাইবার বন্ধু' কিয়স্ক চালু করা হবে। এর জন্য ৫০ জন পুলিশ কর্মীকে বিশেষ প্রশিক্ষণও দেওয়া হয়েছে। তাছাড়া মানুষকেও সাইবার অপরাধ সম্পর্কে সচেতন মূলক কর্মসূচিও জারি থাকবে'।

সম্পাদকীয়

গেরুয়া লালসার হাত আর কেন্দ্রে এবং রাজ্যের ক্ষমতাতেই সীমাবদ্ধ নেই

রাজ্যে রাজ্যে 'অপারেশন লোটাস' দেখার পর ভারতের একজনও সুস্থ চিন্তার মানুষের পক্ষে বিজেপির এসব বড় বড় কথার বিন্দু বিসর্গও আর বিশ্বাস করা সম্ভব কি? বেশি সংখ্যক রাজ্য নরেন্দ্র মোদির তাঁবে রাখতে চলতি এক দশকে কতগুলি 'সিঙ্গল ইঞ্জিন' সরকার পদ্ম-হামলার শিকার হয়েছে? কতগুলি আঞ্চলিক দলের চেহারা চরিত্র বদলে দিয়েছে 'কমল-সন্ত্রাস'? সত্যিই হিসেব রাখা কঠিন। ২০১৪ সালে প্রধানমন্ত্রী পদপ্রার্থী হিসেবে মোদি 'কংগ্রেস-মুক্ত' ভারত গড়ার ডাক দিয়েছিলেন। বিজেপিকে পছন্দ করে না, এমন কংগ্রেস বিরোধীদেরও কেউ কেউ খুশিই হয়েছিলেন তাতে। কিন্তু তাঁরা এটা ভাবার সময় পাননি যে, ওটা ছিল মোদি নামক হিমশৈলের চূড়ামাত্র। তাঁর চূড়ান্ত লক্ষ্য, 'বিরোধী-মুক্ত' ভারত নির্মাণ। কংগ্রেস তো বটেই, ওইসঙ্গে নির্বিচারে বাকি রাজনৈতিক প্রতিস্পর্ধীদেরও তিনি সাফ করে ফেলতে মরিয়া। তাঁর বা বিজেপির সামনে তর্জনী উঁচিয়ে রাখার কাউকেই টিকে থাকতে দেবেন না মোদি। এ কোনও কষ্টকল্পনা বা আতঙ্ক নয়, গেরুয়া শিবির প্রতি দিন নানাভাবে এই ধারণায় সিলমোহর দিয়ে চলেছে। গেরুয়া লালসার হাত আর কেন্দ্রে এবং রাজ্যের ক্ষমতাতেই সীমাবদ্ধ নেই, তা প্রসারিত এখন স্থানীয় সরকার দখলের ক্ষেত্রেও। টাটকা দৃষ্টান্ত চণ্ডীগড়। সামান্য একটি পুর নিগমের মেয়র পদ দখলের জন্যও নির্বাচন ব্যবস্থাকে 'হত্যা' করতে কসুর করেনি মোদি-শাহের পার্টি! ৩০ জানুয়ারি সেখানে মেয়র নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। হিসেব মতো মেয়র পদে বসার কথা ছিল আপ প্রার্থী কুলদীপ কুমারের। গণনার সময় রেজাল্ট উল্টে দেন স্বয়ং রিটার্নিং অফিসার অনিল ম্যাসি! আপ ও কংগ্রেস জোটের আটটি ব্যালট অন্যায়ভাবে বাতিল করে দিয়ে গেরুয়া শিবিরের প্রার্থী মনোজ সোনকারকে তিনি জয়ী ঘোষণা করেন। স্বভাবতই বিবাদটি আদালত পর্যন্ত গড়ায়। যাবতীয় কারচুপির প্রমাণ পেয়ে সুপ্রিম কোর্ট মঙ্গলবার মনোজকে পদচ্যুত করে কুলদীপকে মেয়র পদে ফিরিয়েছে। একইসঙ্গে, ম্যাসিকে শোকজ করে শীর্ষ আদালত তাঁর কাছে জানতে চাইবে, এবার কেন তাঁর বিরুদ্ধে ফৌজদারি আইনে ব্যবস্থা নেওয়া হবে না? সোজা কথায়, নির্বাচনী এবং আইনি জোড়া লড়াইয়ে গোহারা হয়েছে বিজেপি। বিজয়ীর আসনে 'ইন্ডিয়া' জোটের শরিকরা। লোকসভা নির্বাচনের আগেই ভোট-দুর্নীতির কালি মাখল 'পার্টি উইথ আ ডিফারেন্স'-এর মুখে! এখানেই প্রশ্ন উঠে যাচ্ছে, গেরুয়া শিবিরের তরফে মোদি-শাহের শ্রীমুখে চারশোর বেশি (বিজেপি একাই ৩৭০ সহ) আসন জয়ের হুংকারের রহস্য কি?

আনন্দকথা

তাই তাঁহার গায়ে মোলেস্কিনের র‍্যাপার। র‍্যাপারের কিনারা শালু দিয় মোড়া। মাস্টারকে দেখিয়া বলিলেন, তুমি এসেছ? আচ্ছা, এখানে বস। এ-কথা দক্ষিণ-পূর্ব বারান্দায় হইতেছিল। নাপিত উপস্থিত। সেই বারান্দায় ঠাকুর কামাইতেবসিলেন ও মাঝে মাঝে মাস্টারের সহিত কথা কহিতে লাগিলেন। গায়ে ওইরূপ র‍্যাপার, পায়ে চটি জুতা, সহাস্যবদন। কথা কহিবার সময় কেবল একটু তোতলা।

শ্রীরামকৃষ্ণ (মাস্টারের প্রতি) — হ্যাঁগা, তোমার বাড়ি কোথায়?

মাস্টার — আজ্ঞা, কলিকাতায়।

শ্রীরামকৃষ্ণ — এখানে কোথায় এসেছ?

মাস্টার — এখানে বরাহনগরে বড়দিদির বাড়ি আসিয়াছি। ঈশান কবিরাজের বাটী।

শ্রীরামকৃষ্ণ — ওহ্ ঈশানের বাড়ি!

(ক্রমশঃ)

জন্মদিন

আজকের দিন

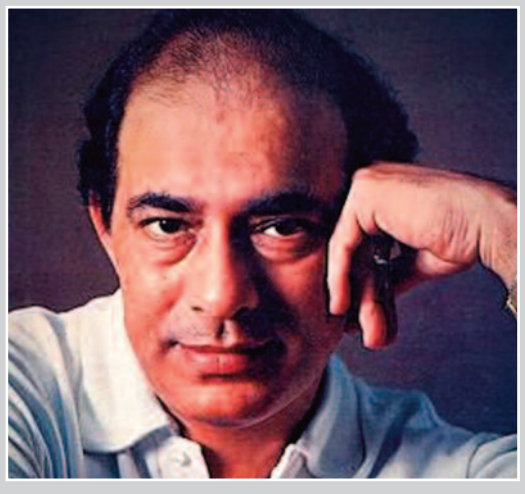

তালাত মামুদ

১৯২৪ *বিশিষ্ট সঙ্গীতশিল্পী তালাত মামুদের জন্মদিন।*
১৯৩১ *বিশ্বের চলচ্চিত্রাভিনেতা তরুণকুমারের জন্মদিন।*
১৯৪৮ *বিশিষ্ট রাজনীতিবিদ জয়ললিতার জন্মদিন।*

সোশ্যাল মিডিয়াও দূষণ ছড়ায়

শাশ্বত চট্টোপাধ্যায়

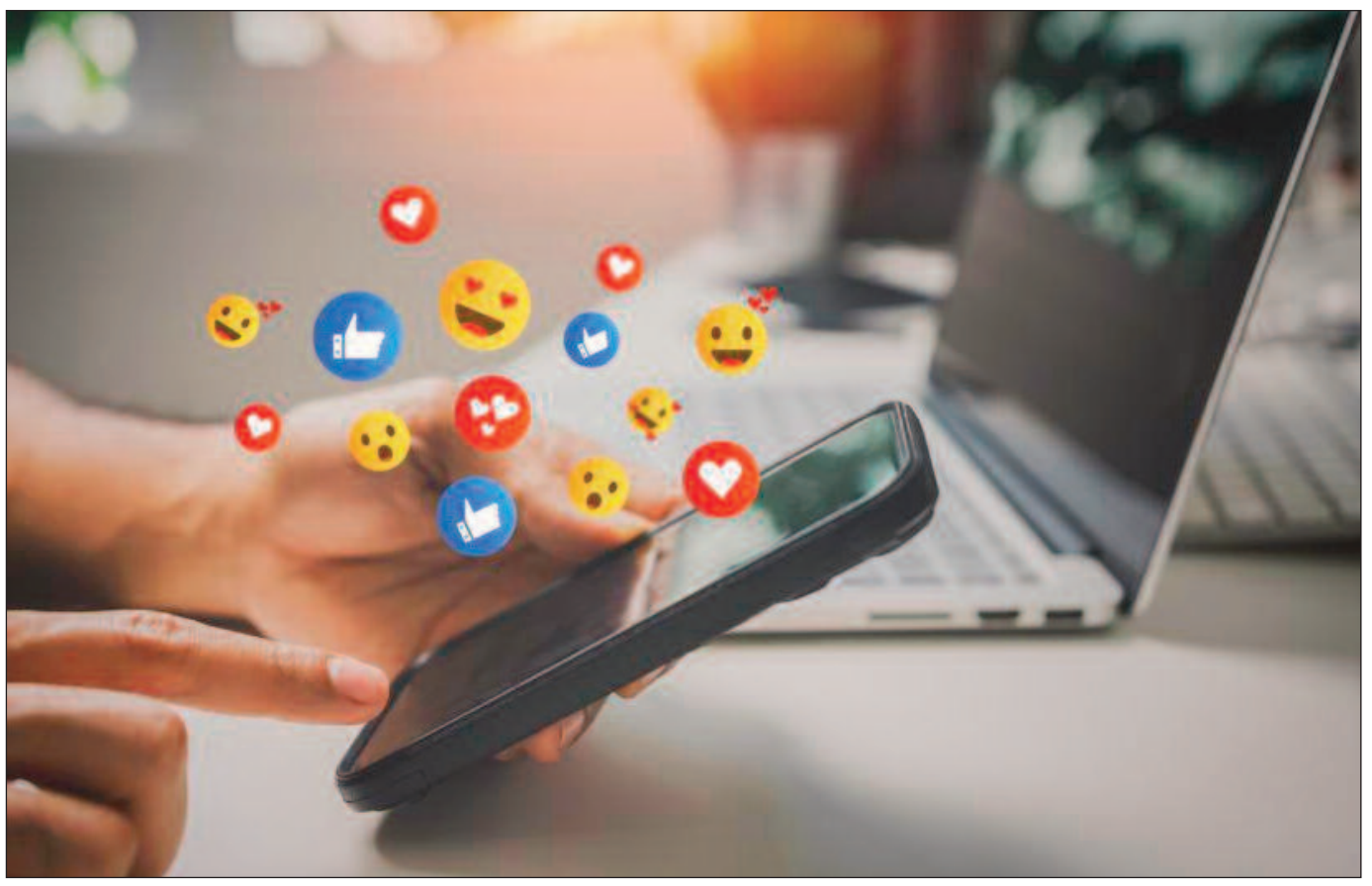

আজকাল সোশ্যাল মিডিয়ায় অনেক খবর ভাসছে মানুষ কোন বিচার বিবেচনার ধার না ধেরেই সেগুলোকেই আসল জ্ঞান বলে ধরে নিচ্ছে। বহু মানুষ এখন বলতে গেলে ফেসবুক হোয়াটসঅ্যাপ নামক ইউনিভার্সিটির স্টুডেন্ট। এই সোশ্যাল মিডিয়ার হাতছানি ও নাটকীয় মঞ্চে সব সময় দূরে থেকে যাচ্ছে পুরনো দিনের নস্টালজিয়াগুলো যেগুলোর মধ্যে রয়েছে বন্ধুদের সাথে গল্প করা, সিনেমা দেখতে যাওয়া, মুখরোচক খাবার খেতে খেতে বাড়ির ছাদে বা খেলার মাঠে বসে আড্ডা দেওয়া, ভাই বোন বোন সবাই মিলে একসাথে হয়ে কোন বন্ধুর বাড়িতে গিয়ে সিনেমা বা টিভি দেখা ইত্যাদি মুহূর্তগুলো।

সোশ্যাল মিডিয়া বর্তমানে একটি অত্যাধুনিক নাম। বলতে গেলে এই অত্যাধুনিকতার স্রোতে সমস্ত পৃথিবীতে এমন কোন মানুষ নেই যে গা ভাসায়নি। বর্তমানে এমন কোন মানুষ চোখেই পড়ে না যে এই স্রোতের উল্টো অভিমুখে সাঁতার কাটছে। মানুষ তার ব্যক্তিগত মুহূর্ত কর্মের মুহূর্ত সমস্ত কিছু ছবিসহ শেয়ার করছে এই সোশ্যাল মিডিয়ায়। মুহূর্তে বেড়ে উঠছে তার লাইক ফলোয়ার্স ফ্রেন্ডস। এদেরকে বলে ভার্চুয়াল ফ্রেন্ডস। এই সোশ্যাল মিডিয়ার একটা অনন্য অবদান হলো ফেসবুক। ২০০৪ সালে মার্ক জুকারবার্গ ফেসবুক আবিষ্কার করে যাতে মানুষ বিভিন্ন মানুষের সাথে ভার্চুয়ালি কথা আদান-প্রদান করতে পারে। ভার্চুয়াল জগতেও যাতে অনেক মানুষের সাথে বন্ধুত্ব হতে পারে। আবিষ্কারের কিছুদিন পরেই এই সামাজিক মাধ্যমটি ব্যাপক জনপ্রিয়তা লাভ করেছে। মানুষ তার অবসর সময় অতিবাহিত করার মূল মাধ্যম হিসেবে এটিকে ব্যবহার করেছে দিনের পর দিন। কথায় আছে কোন জিনিস অতিরিক্ত মনোগ্রাহী হয়ে গেলে সেটি হয়ে ওঠে আসক্তির কারণ। এই সমাজ মাধ্যম ফেসবুকটিও ধীরে ধীরে হয়ে উঠেছে মানুষের চরম আসক্তির কারণ। বর্তমানে সোশ্যাল মিডিয়া ব্যবহারের প্রবণতা প্রায় জলপ্রপাত এর মত উপচে পড়েছে। প্রায় মানুষের জীবনের বেশিরভাগ সময়টাই সোশ্যাল মিডিয়া গ্রাস করেছে। বেশিরভাগ মানুষই এখন তার অত্যন্ত ব্যক্তিগত মুহূর্তগুলোকেও সমাজমাধ্যমে শেয়ার করে ফেলছে। এর ফলে হারিয়ে যাচ্ছে মানুষের ব্যক্তিগত গোপনীয়তা। মানুষ এখন সকালে ঘুম থেকে উঠে হাই তোলার ছবি থেকে শুরু করে রাতে ঘুমোতে যাওয়া পর্যন্ত প্রতিটা তুলে রাখা ছবি ভিডিও ফেসবুকে পোস্ট করে দিচ্ছে। মানুষের গোপনীয়তা বা নিজস্বতা যেন একেবারে হারিয়ে যাচ্ছে এর ফলে। ধীরে ধীরে ফেসবুক হয়ে উঠছে একটা লোক দেখানো দেখনদারির মাধ্যম। সবাই এখন এই আধুনিক যুগে আধুনিকতায় নিজেকে সোশ্যাল মিডিয়ায় সুন্দরভাবে উপস্থাপিত করতে মত্ত হয়ে উঠেছে। যেকোনো ভালো মুহূর্ত বা খারাপ মুহূর্তে তারা কাটাক না কেন সেই মুহূর্তগুলো সাক্ষী সোশ্যাল মিডিয়া হবেই।

এই অত্যাধুনিকতা অনেক সময় মানুষের ক্ষতিও ডেকে আনে যেমন প্রতিনিয়ত প্রতিটা মুহূর্ত ফেসবুকে ডুবে থাকায় মানুষ এখন হয়ে উঠছে চরম অসামাজিক। নতুন জেনারেশন এর কাছে এখন ভার্চুয়াল দুনিয়ায় হল আসল দুনিয়া। সেই দুনিয়ায় কেবলমাত্র রয়েছে মেসেজের মাধ্যমে কথোপকথন ছবি পোস্ট করে নিজেকে জাহির করা কোন ঘটনা ঘটলে সেই ঘটনার আপডেট যে যেভাবে হোক না কেন নিজের মনের মত উগড়ে দেওয়া ইত্যাদি ইত্যাদি। আজকাল সোশ্যাল মিডিয়ায় অনেক খবর ভাসছে মানুষ কোন বিচার বিবেচনার ধার না ধেরেই সেগুলোকেই আসল জ্ঞান বলে ধরে নিচ্ছে। বহু মানুষ এখন বলতে গেলে ফেসবুক হোয়াটসঅ্যাপ নামক ইউনিভার্সিটির স্টুডেন্ট। এই সোশ্যাল মিডিয়ার হাতছানি ও নাটকীয় মঞ্চে সব সময় দূরে থেকে যাচ্ছে পুরনো দিনের নস্টালজিয়াগুলো যেগুলোর মধ্যে রয়েছে বন্ধুদের সাথে গল্প করা, সিনেমা দেখতে যাওয়া, মুখরোচক খাবার খেতে খেতে বাড়ির ছাদে বা খেলার মাঠে বসে আড্ডা দেওয়া, ভাই বোন বোন সবাই মিলে একসাথে হয়ে কোন বন্ধুর বাড়িতে গিয়ে সিনেমা বা টিভি দেখা ইত্যাদি মুহূর্তগুলো। সামাজিক মাধ্যম মানুষকে সামাজিক করে তুললেও তার প্রবণতা আজ এত বেশি যে মানুষ প্রকৃত সমাজের থেকে আজ ক্রমশ চলে যাচ্ছে বহুদূরে। এই সোশ্যাল মিডিয়া এখন বলতে গেলে সাইবার ক্রাইমের আঁতুড়ঘর। আজকাল বিভিন্ন মানুষ সোশ্যাল মিডিয়ায় ভুয়ো ছবি দিয়ে ফেক প্রোফাইল বানিয়ে করে চলেছে বিভিন্ন ক্রাইম। কি নেই সেখানে, ওমেনাইজিং থেকে শুরু করে, ব্ল্যাকমেইলিং, ডার্টি চ্যাটিং, আরো কত কি। বিভিন্ন সময়ে অনেকের প্রোফাইল হ্যাক করে ঘটানো বিভিন্ন ধরনের অপরাধজনিত দূষিত সামাজিক চিত্র আমাদের চোখের সামনে হরদম ফুটে ওঠে। বর্তমানে সোশ্যাল মিডিয়ার ব্যবহার শুধুমাত্র মনোরঞ্জন বা অবসর সময় যাপনের নয়, বরং প্রতিটা মুহূর্তেই চলেছে। কলেজে ক্লাসের লেকচারের ফাঁকে ফেসবুক মেসেঞ্জারে চলছে চ্যাটিং। বিভিন্ন অনুষ্ঠানে গিয়েও মানুষ সামাজিকভাবে আত্মীয়-স্বজনের সাথে মেলবদ্ধ হওয়ার বদলে ফেসবুক টুইটার হোয়াটসঅ্যাপে ভার্চুয়াল বন্ধুত্ব করাতে ডুবে আছে। প্রায়শই দেখা যায় মানুষ ফেসবুকে বিভিন্ন জিনিস উপস্থাপিত করে কেউ কোন নাচের ভিডিও পোস্ট করছে, কেউ কোন গানের ভিডিও পোস্ট করছে কেউ আবার দু কলম কবিতা লিখে ফেলছে আসলে এগুলো ছুতো এগুলোর মাধ্যমে তারা জাহির করতে চাইছে নিজেকে। সমাজ মাধ্যমে উপস্থাপিত করতে চাইছে নিজেকে বলতে চাইছে এগুলি ছুতো, আমাকে দেখো। সোশ্যাল মাধ্যম এদিক থেকে বলতে গেলে মানুষের মধ্যে স্বার্থপরতা নিয়ে এসেছে। মানুষ কেবল নিজেকেই সুন্দরভাবে উপস্থাপিত করতে ব্যস্ত। আজকাল মানুষজন তো কোন ভিখি রি বা দরিদ্রকে দান বা কোনরকম সাহায্য প্রদান করলেও সেটার ছবি বা ভিডিও সোশ্যাল মিডিয়াতে পোস্ট করে দেখাচ্ছে যে দেখো আমি দান করছি। সোশ্যাল মিডিয়ার নিজেকে যেনতেনও প্রকারেন পরিবেশন করার জন্য মানুষ সার্বজনীন উপমাটি ভুলে যাচ্ছে যে উপমায় লেখা আছে মানুষকে সাহায্য করো, দান করো নিভৃতে। বর্তমানে সোশ্যাল মিডিয়ার আরেকটি কুরুচিকর দিক হলো সোশ্যাল মিডিয়ার নিউজফিডে ঘুরে বেড়ানো বিভিন্ন কুরুচিকর, অশ্লীল ছবি বা ভিডিও যাকে বলে পর্নোগ্রাফি। এটি নষ্ট করে দিচ্ছে মানুষের মনোভাব কে। এই নোংরা প্রবণতার বশবর্তী হয়ে মানুষ ধর্ষণ শ্রীলতাহানি ইভটিজিং এর মত জঘন্য কাজ করে ফেলছে। ধীরে ধীরে সোশ্যাল মিডিয়া হয়ে উঠছেলোক দেখানো সমাজ মাধ্যমের মূল অস্ত্র। এই ফেসবুক হোয়াটসঅ্যাপ টুইটার প্রভৃতিকে কেবল মনোরঞ্জ যোগাযোগ মাধ্যম হিসাবে ব্যবহার ও সৎ পথে চালনা করাটাই আধুনিক নব সমাজের একমাত্র লক্ষ্য হওয়া উচিত। নচেৎ সুদূর ভবিষ্যতে এক চরম কলুষিত সমাজ ব্যবস্থার আগমন অবশম্ভাবী। যে সমাজ ব্যবস্থার কানায় কানায় থাকবে সাংস্কৃতিক দূষণ।

বিরোধীশূন্য গোল

তন্ময় কবিরাজ

রবীন্দ্রনাথ যে বছর নোবেল পুরষ্কার পেয়েছিলেন তার পরের বছরেই শুরু হয়ে যায় প্রথম বিশ্বযুদ্ধ।ফলে আনন্দের আবহে তৈরি হয় যুদ্ধের বাতাবরণ। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী যখন আবু ধাবিতে হিন্দু মন্দির উদ্বোধন করে কাতারের পথে পা রাখবেন, তখনই মহামান্য সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতি চন্দ্রচুর সহ আরোও চার বিচারপতির ডিভিশন বেঞ্চ বিচারপতি খান্না, বিচারপতি গাভাই,বিচারপতি পারদিয়াল ও বিচারপতি মিশ্র জানিয়ে দিলেন, মোদি সরকারের নির্বাচনী বন্ড অসাংবিধানিক ও বাতিল। এমনকি সর্ব্বোচ আদালত, স্টেট ব্যাংক অফ ইন্ডিয়াকে এ ব্যাপারে দ্রুত পদক্ষেপ গ্রহণ করার আদেশ দেন। সুপ্রিম কোর্ট নির্বাচনী বন্ডকে ১৯(১) ধারার পরিপন্থি বলেছেন যা মানুষের তথ্য জানার অধিকারে হস্তক্ষেপ করছে। অভিযোগ আসছে, নির্বাচনী বন্ড ব্যবহার করে রাজনৈতিক দলগুলো বেসরকারি সংস্থা বা কর্পোরেট হাউসের কাছ থেকে বিপুল পরিমাণ টাকা আদায় করেছে। এডিআর বলছে, ২০২২-২০২৩সালে জাতীয় দলগুলো ৮৫০কোটি টাকা অনুদান বাবদ আদায় করেছে। শুধু ২০২২সালের হিসাবের দিকে তাকালো বোঝা যাবে, বিজেপি প্রায় একাই ৮০শতাংশ টাকা তুলেছে।২০১৭সালের বাজেটে নির্বাচনী বন্ড ঘোষণা করা হয় এবং ২০১৮সালের ২রা জানুয়ারি থেকে চালু হয়। নির্বাচনী বন্ড বাতিল হবার পরে তাই বিরোধীরা বলতে শুরু করেছে, এটা বিজেপির বুমেরাং। নির্বাচনী বন্ড চালু নিয়ে নির্বাচন কমিশন বা রিজার্ভ ব্যাংকের সম্মতি ছিল না। সরকার এক প্রকার তখন জোর করেই এই বন্ড চালু করেছিল। বন্ড প্রত্যাহারে তাই বিরোধি শিবিরে খুশির হাওয়া। আইনজীবি কপিল সিব্বল বলেছেন,'এবার বিজেপির দুর্নীতি বেড়িয়ে আসবে।' বলা বাহুল্য,বিরোধিরা যখন কেন্দ্রের শাসক দলকে লোকসভা ভোটের আগে আক্রমণ করতে ব্যর্থ তখন আদালতের রায়ে সরকার কিছুটা হলেও অসস্তিতে। তবে কেউ সেভাবে মুখ খোলেনি। বরং প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী আরব আমিরসাহিতে নিজের ভাবমূর্তি ফেরাতে ব্যস্ত।এই নিয়ে প্রধানমন্ত্রীর এটা পঞ্চমবার আমির সাহি সফর। দুই দেশের মধ্যে রয়েছে মুক্ত বাণিজিক চুক্তি।দুই দেশের ইতিবাচক আলোচনা হয়েছে বলে শোনা যাচ্ছে, তারা নিজের মুদ্রাতেই ব্যাবসা করতে পারবে। লোকসভা ভোটের আগে মোদীর এই বিদেশ সফর আরোও গুরুত্বপূর্ন কারন তিনি এই সফরের মধ্যে দিয়ে মুসলিম ভোটের সঙ্গে যেমন বন্ধুত্ব করতে চান, তেমনি রাম মন্দিরে স্থাপনের পরে বিদেশেও মন্দির নির্মাণের সাহস দেখালেন। তিনি ধর্মের মধ্যে দিয়ে শান্তির বার্তা দিয়েছেন।দুই দেশের দুই শাসক নিজেদের আবেগঘন পরিবেশ সৃষ্টি করেছেন।ফলে মোদি পরোক্ষভাবে চীন ও রাশিয়ার উপর চাপ বাড়িয়েছেন। মোদি উপসাগরীয় দেশগুলো সঙ্গে সুসম্পর্ক স্থাপনে আগ্রহী।২০০২ সালে গুজরাট দাঙ্গার পরে এই সব দেশগুলোর সঙ্গে নেতিবাচক সম্পর্ক তৈরী হয়েছিল। মোদি নিজের সেই ইমেজ অনেকটাই পরিবর্তন করেছেন। আমিরশাহির শেখ মহামদ বিন জায়েদ নাহিয়ান নিজেদের প্রটোকল ভেঙে প্রধামন্ত্রীর মোদীকে অভ্যর্থনা জানান। মোদীকে অর্ডার অফ জায়েদ সন্মান দেওয়া হয়। সে দেশের তেলের ১০ শতাংশ শেয়ার রয়েছে ভারতের দখলে। অন্যদিকে, আমীরশাহী খাদ্যের জন্য ৬০ শতাংশ রাশিয়া ইউক্রেনের উপর নির্ভরশীল। যুদ্ধের পরিস্থিটিতে সেই সরবরাহে সমস্যা দেখা দিচ্ছে। তাই ভারতকে পাশে চাইছে আমিরসাহি।

আদালতে মোদি সরকার বারবার সমস্যায় পড়ছে বলে বিচারবিভাগকে নিজের কব্জায় রাখতে চাইছে, যা ইতিমধ্যে ইজরায়েল করেছে। সাবেক মন্ত্রী কিরন রিজিজু একটা সময় দিনের পর দিন বিচারপতি নিয়োগ পদ্ধতিতে প্রশ্ন তুলেছেন। সম্প্রতি নির্বাচন কমিশনের নতুন বিধিতে সুপ্রিম কোর্টের প্রধানবিচারপতিকে বাদ রাখা হয়েছে। নব নির্মিত পার্লামেন্টের উদ্বোধনে পার্লামেন্টের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ রাষ্ট্রপতিকেও সেদিন ডাকা হয়নি। তবু বিরোধিরা সরকারের বিরুদ্ধে ইস্যু তৈরি করতে ব্যর্থ। তাঁদের অকর্মতার সুযোগে মোদি নীরবে দেশে বিদেশে তাঁর প্রভাব বিস্তার করে চলেছেন। মোদি বিরোধিদের খাদের কিনারায় দাঁড় করিয়েছেন। গনতন্ত্রের বিরোধিদের দরকার। বর্তমানে শাসক দল বিজেপির সামনে কোনো সর্ব ভারতীয় দল নেই যে তার প্রতিযোগী। আঞ্চলিক দলগুলো তাদের ইগো সরিয়ে একত্রিত হতে ব্যর্থ। বিরোধিদের একত্রিত না হবার কারন তারা আসন সমঝোতার নামে অন্যের আসনে থাবা বসাতে চাইছে।আঞ্চলিক দলগুলো নিজের রাজ্যের স্বার্থকে এতো প্রকট করে দেখছে যে আগামীতে জাতীয় ঐক্যের সমস্যা দেখা দেবে। কারন কংগ্রেস বাদে আর কারো সেই অবস্থান নেই। অথচ কোমায় থাকা কংগ্রেসকে কেউ গুরুত্ব না দিয়ে কংগ্রেসের আসনে নিজেরা বাজিমাত করতে চাইছে। আসন্ন লোকসভা নির্বাচনে মোদীর দল একপেশে গোল করে জিতে যাবে। মোদি সেটা ভালো করে জানেন বলেই পার্লামেন্টে ৩৭০ আসনের কথা ইতিমধ্যে ঘোষণা করেছেন। মোদীর কাছে জবাদিহি করার মত কোন শক্তপোক্ত বিরোধী নেই। ফলে তিনি জানেন কৃষক আন্দোলন বা অন্য কিছু সমস্যা এলে ভোটের আগে ফালতু মন্তব্য না করে প্রশাসনকে তিনি সামনে এগিয়ে রেখে নিজে নিরাপদে থাকবেন। দরকার হলে নতুন কিছু বিতর্কের জন্ম দিয়ে বিরোধিদের লক্ষ্যভ্রষ্ট করে দেবেন। নীরবতার এই রাজনীতি নরেন্দ্র মোদী খুব ভালো জানেন।তাই মণিপুর কান্ডের সময়ও তিনি চুপ থেকেছেন। ধর্ম - সহানুভূতি - শ্রদ্ধাকে তিনি রাজনৈতিক অস্ত্র হিসাবে ব্যবহার করেন। নরশিমা রাওকে ভারত রত্ন দিয়ে তিনি যেমন দক্ষিণের আবেগে ভাগ বসান তেমনি কংগ্রেসে ঘরে ভাঙন ধরান। নীতিশের দাবী মেনে কর্পুর ঠাকুরকে ভারত রত্ন দিয়ে নীতিশকে বেলাইন করে ইন্ডিয়া জোটে আঘাত হেনেছেন, আবার একইসঙ্গে সংরক্ষণের প্রশ্নকে উস্কে দিয়েছেন। মোদীর কাছে রাজনৈতিক বিকল্পের অভাব নেই।

লোকসভা ভোটের আগে নির্বাচন বন্ড নিয়ে বিরোধিদের যখন আন্দোলনের ঝাঁজ বাড়ানোর কথা তখন তৃণমূল কংগ্রেস থেকে দাবি করা হচ্ছে, মহম্মদ রফিকে ভারতরত্ন দেওয়া হোক। রাজনীতিতে সময় খুব গুরুত্বপূর্ন। রাহুল গান্ধী দিশেহারা। রাজনৈতিক ইস্যু না পেয়ে ন্যায় যাত্রা থেকে সরে এসে তিনি কৃষক আন্দোলনে যোগ দেবেন বলে সিদ্ধান্ত নেন। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় পাঞ্জাব যাবে বলেও পরে তা বাতিল করেন। কারন হিসাবে অনেকেই মনে করেন, সন্দেশখালির ঘটনায় সরকারের চাপ বাড়াতে পারে বিজেপি। কংগ্রেসের অবিরাম রক্তক্ষরণ চলছেই। সনিয়া গাঁধী রাজ্যসভায় আসায় তাঁর আসনে কে বসবে কংগ্রেসে এখনও স্থির করে উঠতে পারে নি। তৃণমূল বিজেপি একসঙ্গে কংগ্রেসকে আক্রমণ করে বলেছে, সব আসনে প্রার্থী দেবার মত লোক নেই কংগ্রেসের। ইতিমধ্যেই অশোক চৌহান বেড়িয়ে গেছে। কাশ্মীরে আবদুল্লাহও বেসুরো। আসামে কমলাক্ষ তো একধাপ এগিয়ে বলেছেন, রাহুলের ন্যায় যাত্রা কংগ্রেসের ক্ষতি করেছে। রাহুল গান্ধী কেজরিওয়াল ও মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের মন গলাতে চাইলেও তিনি পারেননি। কেজরিওয়াল তো একটা আসন ছাড়তে রাজি দিল্লিতে। বামদল কংগ্রেসের সঙ্গে আড়ালে লুকোচুরি খেলতে গিয়ে মীনাক্ষীদের ক্ষতি করছে। সব কিছু পরিষ্কার করছে না বাম দলগুলো। শশী থারুর বলেছিলেন, সব বিরোধিদের নিজেদের আপস আলোচনাতে এক হওয়ার উচিত, নাহলে আগামীতে যেমন একনায়ক সরকারের জন্ম হবে, তেমনই অপারেশন লোটাসে আঞ্চলিক দলের মধ্যেই ভাঙন ধরবে। ভারতের গনতন্ত্র বিপন্নতার দিকে যাচ্ছে। কবি আসাদ চৌধুরীর লিখেছিলেন, 'তোমাদের যা বলার ছিল, বলছে কি তা বাংলাদেশ?'

লেখা পাঠান

সময়োপযোগী উত্তর সম্পাদকীয় লেখা পাঠান। যে কোনও বিষয়ে আপনার মতামত বা অভিযোগ জানিয়ে পাঠান চিঠিপত্র। অবশ্যই Unicode-এ টাইপ করে পাঠাতে হবে।

email : dailyekdin1@gmail.com

ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক Indian Bank
ইলাহাবাদ ALLAHABAD

জোনাল অফিস: বহরমপুর
গৌর সুন্দর ভবন, ২য় তল,
পঞ্চাননতলা, মুর্শিদাবাদ,
পশ্চিমবঙ্গ, পিন- ৭৪২ ১০১

দখল বিজ্ঞপ্তি

(স্থাবর সম্পত্তির জন্য)
পরিশিষ্ট -৪ [রুল ৮(১) দ্রষ্টব্য]

যেহেতু
সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফাইন্যান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট (সিকিউরিটি) ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট, ২০০২ এবং সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২-এর রুল ৮ ও ৯ এর সঙ্গে পঠিত সেকশন ১৩ (১২) এর অধীনে প্রদত্ত ক্ষমতা প্রয়োগের অধীনে নিম্নস্বাক্ষরকারী ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্কের অনুমোদিত অফিসার **০৮.১২.২০২৩** তারিখে একটি **ডিমান্ড নোটিশ** জারি করে **ঋণগ্রহীতা/জামিনদার/বন্ধকদাতা- শ্রী সুবীর কুমার বাগচী** (ঋণগ্রহীতা), পিতা- মনোজ মোহন বাগচী এবং **শ্রী স্মরজিৎ বিশ্বাস** (জামিনদার), পিতা- প্রয়াত মণীন্দ্র বিশ্বাস আমাদের **কৃষ্ণনগর আর এন ঠাকুর শাখা**র সাথে -কে নোটিশে উল্লিখিত **৭,১৭,৬৯৮.১৭ টাকা** (সাত লক্ষ সতেরো হাজার এবং ছয়শো আটানব্বই টাকা এবং সতেরো পয়সা মাত্র) উল্লিখিত নোটিশ প্রাপ্তির তারিখ থেকে ৬০ দিনের মধ্যে পরিশোধ করার জন্য আহ্বান জানায়।
ঋণগ্রহীতা/ জামিনদার/ বন্ধকদাতা অর্থ পরিশোধে ব্যর্থ হওয়ায়, এতদ্বারা নিম্নোক্ত ঋণগ্রহীতাগণ ও সাধারণভাবে জনসাধারণকে নোটিশ দেওয়া হচ্ছে যে রুল ৮ ও ৯ এর এর সঙ্গে পঠিত উল্লিখিত আইনের সেকশন ১৩(৪) এর অধীনে বিধিগুলির বলে নিম্নস্বাক্ষরকারী তাঁর (পুং/স্ত্রী) উপর প্রদত্ত ক্ষমতা প্রয়োগের মাধ্যমে এখানে নিম্নে বর্ণিত সম্পত্তি/গুলি দখল নিয়েছেন **২২ ফেব্রুয়ারি, ২০২৪** তারিখে ।
বিশেষ করে ঋণগ্রহীতা/ জামিনদার/ বন্ধকদাতা এবং সাধারণভাবে জনসাধারণকে এতদ্বারা সতর্ক করা হচ্ছে যে তারা সম্পত্তি/গুলি নিয়ে লেনদেন না করেন এবং এই সম্পত্তি/গুলি নিয়ে যে কোনও লেনদেনে ৭,১৭,৬৯৮.১৭ টাকা (সাত লক্ষ সতেরো হাজার এবং ছয়শো আটানব্বই টাকা এবং সতেরো পয়সা মাত্র) এবং তদুপরি সুদ ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক এর চার্জ সাপেক্ষে হবে ।
"আমরা সারফেইসি আইনের ধারা ১৩(৮) এর বিধান এবং সেখানে প্রণীত বিধিগুলির প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করছি যার অধীনে সিকিউরিটিজগুলির উপর আপনার মুক্ত করার অধিকারের সাথে সম্পর্কিত"
স্থাবর সম্পত্তির বিবরণ: ফ্ল্যাট নং বি এর এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল, প্রথমতল, ফ্ল্যাট নং প্রথমা, মৌজা - গোবিন্দ সড়ক, জে.এল. নং ৯৪ থানা-কোতোয়ালি এর অধীন, জেলা , নদীয়া, আর এস খতিয়ান নং ২৮, ও ২৯, সংশ্লিষ্ট এল.আর. খতিয়ান নং (পুরাতন) , ২৮১১ থেকে ২৮৩১ এবং এল.আর. খতিয়ান নং (নতুন) ৪৬১৩ এবং ৫০৩৬, যথাক্রমে আরএস প্লট নং ৬৯ এবং ৭০ সংশ্লিষ্ট এলআর প্লট নং ৮১ এবং ৮৬ যথাক্রমে, সিএন ঘোষ লেন, কৃষ্ণনগর পৌরসভার অন্তর্গত ২২ নং ওয়ার্ডের অধীন, হোল্ডিং নং ১১, স্বত্ব দলিল আই-২০০৪/১৩ তারিখ- ২৭.০২.২০১৩, **শ্রী সুবীর কুমার বাগচীর নামে** এডিএসআর কৃষ্ণনগরে নিবন্ধিত। **চতুর্দিক পরিবেষ্টিত :** উত্তর- সুকুমার মুখার্জির সম্পত্তি, দক্ষিণ- মিউনিসিপ্যাল রোড, পূর্ব- ৮ প্রশস্ত রোড, পশ্চিম- অলোক দত্তের বাড়ি দ্বারা।

তারিখ: ২২.০২.২০২৪ **অনুমোদিত অফিসার**
স্থান: বহরমপুর **ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক**

বিজ্ঞাপনের জন্য যোগাযোগ করুন
9331059060–9831919791

ইউনিয়ন ব্যাঙ্ক Union Bank of India

আঞ্চলিক অফিস- দুর্গাপুর,
বেঙ্গল অম্বুজা,ইউসিপি-২৩,
সিটি সেন্টার- ৭১৩ ২১৬,
টেলি- ০৩৪৩-২৫৪৩৯২২

দখল বিজ্ঞপ্তি

(স্থাবর সম্পত্তির জন্য)
[রুল-৮(১)]

যেহেতু,
নিম্নস্বাক্ষরকারী ইউনিয়ন ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়ার অনুমোদিত আধিকারিক হিসেবে সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফাইন্যান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট ২০০২ অধীনে এবং সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২-এর রুল ৯ -এর সঙ্গে পঠিত সেকশন ১৩(১২) অধীনে তাঁর উপর ন্যস্ত ক্ষমতাবলে ০৯.১১.২০২৩ তারিখে একটি দাবি বিজ্ঞপ্তি জারি করে **ঋণগ্রহীতা/জামিনদার- মেসার্স আতিব এন্টারপ্রাইজ**। স্বত্বাধিকারী- মহঃ ইমতিয়াজ আক্তার -কে আহ্বান জানিয়ে নোটিশে উল্লিখিত অর্থ **২২,৫০,৮২০.০০ টাকা (বাইশ লক্ষ পঞ্চাশ হাজার আটশো কুড়ি টাকা মাত্র)** সেইসঙ্গে তদুপরি ০৮.১১.২০২৩ পর্যন্ত চুক্তি হারে সুদ পরিশোধ করতে বলেন।
ঋণগ্রহীতা অর্থ পরিশোধে ব্যর্থ হওয়ায়, এতদ্বারা ঋণগ্রহীতা এবং সাধারণ জনগণকে বিজ্ঞপ্তি দেওয়া হচ্ছে যে, নিম্নস্বাক্ষরকারী উক্ত রুলস-এর রুল ৮ -এর সঙ্গে পঠিত উল্লিখিত আইনের সেকশন ১৩(৪) অধীনে তাঁর (পুং/স্ত্রী) উপর ন্যস্ত অর্পিত ক্ষমতাবলে এখানে বর্ণিত সম্পত্তির দখল নিয়েছেন **২২.০২.২০২৪ তারিখে।**
বিশেষভাবে ঋণগ্রহীতাগণ/জামিনদারগণ/বন্ধকদাতাগণ এবং সাধারণভাবে জনসাধারণকে এতদ্বারা সতর্ক করা হচ্ছে তাঁরা যেন এই সম্পত্তি নিয়ে কোনওপ্রকার লেনদেন না করেন এবং সম্পত্তির সাথে কোনো লেনদেনের জন্য **২২,৫০,৮২০.০০ টাকা (বাইশ লক্ষ পঞ্চাশ হাজার আটশো কুড়ি টাকা মাত্র) সেইসঙ্গে তদুপরি ০৮.১১.২০২৩** পর্যন্ত চুক্তি হারে সুদ ইউনিয়ন ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া, রহমানিয়া হাই স্কুল শাখা এর ধার্য সাপেক্ষ হবে।
ঋণগ্রহীতাগণের-এর দৃষ্টি আকর্ষণ করা হচ্ছে অ্যাক্টের সেকশন ১৩-র সাব-সেকশন (৮) -এর বন্দোবস্তে, প্রাপ্তব্য সময়ের ব্যাপারে, সুরক্ষিত পরিসম্পতের দায়মুক্ত হতে।

স্থাবর সম্পত্তির বিবরণ

সংশ্লিষ্ট সম্পত্তির মধ্যে রয়েছে জমি এবং দ্বিতল ভবন যার অবস্থান- আরএস প্লট নং- ১৪৮৭২ ও ১৪৯০০ নতুন খতিয়ান নং- ৬৭৩৬ এবং ৩৩৩৬, জেএল নং- ২০, মৌজা আসানসোল পৌরসভা, হোল্ডিং নং- ৭৫(৭৬), জাহাঙ্গীর মহল্লা, কে. টি. রোড, রেলপাড়, আসানসোল, ওয়ার্ড- ২৭, জেলা- পশ্চিম বর্ধমান। **সীমানা**: উত্তর- গলি তারপর কুলসুমের সম্পত্তি, দক্ষিণ- রফিকন বাবুর বাড়ি, পূর্ব- গলি তারপর আবদুল মান্নানের সম্পত্তি, পশ্চিম- নালা তারপর সিদ্দিকের সম্পত্তি।

তারিখ :২২.০২.২০২৪ অনুমোদিত অফিসার
স্থান : আসানসোল ইউনিয়ন ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া

ফের বাঁকুড়া সফরে মুখ্যমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিবেদন, বাঁকুড়া: ফের বাঁকুড়া জেলা সফরে আসছেন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। আগামী ২৮ ফেব্রুয়ারি খাতড়ার খড়বন মাঠে এক প্রশাসনিক জনসভায় তাঁর যোগ দেওয়ার কথা রয়েছে। তার আগে শুক্রবার দুপুরে ওই মাঠ পরিদর্শনে যান স্থানীয় বিধায়ক তথা রাজ্যের খাদ্য ও সরবরাহ দপ্তরের প্রতিমন্ত্রী জ্যোৎস্না মাণ্ডি, জেলা পুলিশ সুপার বৈভব তিওয়ারি, খাতড়ার মহকুমাশাসক নেহা বন্দ্যোপাধ্যায়, এসডিপিও অভিষেক যাদব সহ জেলা প্রশাসন ও পুলিশের উচ্চপদস্থ আধিকারিকরা। সূত্রের খবর, বিস্তারিত সফরসূচি পাওয়া না গেলেও আগামী ২৭ ফেব্রুয়ারি জেলায় আসতে পারেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। পরের দিন ২৮ ফেব্রুয়ারি খাতড়া শহর সংলগ্ন খড়বন মাঠে প্রশাসনিক জনসভা করবেন তিনি। ওই সভামঞ্চ থেকেই বিভিন্ন সরকারি প্রকল্পের উপভোক্তাদের হাতে পরিষেবা তুলে দেবেন তিনি।

প্রেমিকার বাড়িতে গিয়ে গায়ে আগুন লাগিয়ে মৃত্যু প্রেমিকের

নিজস্ব প্রতিবেদন, বর্ধমান: প্রেমিকার বাড়িতে গিয়ে গায়ে আগুন লাগিয়ে অগ্নিদগ্ধ হয়ে মৃত্যু হল প্রেমিকের। মৃত প্রেমিক ওই যুবকের নাম কিশোর বিশ্বাস, বয়স ১৯। তাঁর দেহ ময়নাতদন্ত হল শুক্রবার বর্ধমান মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালের মর্গে। তাঁর বাড়ি পূর্ব বর্ধমান জেলার আউশগ্রাম থানার হাট মাধবপুর গ্রাম। জানা গিয়েছে, তাঁদের প্রেমের কথা জানতেন দুই পরিবারের লোকজন। গত শনিবার গভীর রাতে পাশের গ্রামে তাঁর প্রেমিকার বাড়ি চলে যান ওই যুবক এবং সেখানেই গায়ে আগুন লাগিয়ে অগ্নিদগ্ধ হন। পাশের গ্রামের প্রেমিকা, আগুন লাগানোর ঘটনাটি তাঁর পরিবারের সদস্যদের জানান। খবর পেয়ে পরিবারের সদস্যরা ওই যুবককে উদ্ধার করে এবং প্রথমে বন নবগ্রাম হাসপাতালে নিয়ে যান। সেখানকার চিকিৎসকেরা তাঁকে বর্ধমান মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে রেফার করলে, পরিবারের সদস্যরা রবিবার ভোরে তাঁকে বর্ধমান মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে নিয়ে আসেন। চিকিৎসা চলাকালীন বৃহস্পতিবার বেলা সাড়ে দশটা এগারোটা নাগাদ মৃত্যু হয় ওই যুবকের।

কেন্দ্রের ঘরে ঘরে পানীয় জল প্রকল্পে পুরস্কার উত্তরপাড়া পুরসভার

নিজস্ব প্রতিবেদন, উত্তরপাড়া: কেন্দ্রীয় সরকারের সর্বক্ষণের অমৃতস্র প্রকল্পে যেটা পরিশ্রুত পানীয় জল কতটা ভালো সেই নিয়ে সারা ভারতবর্ষব্যাপী পরীক্ষা চালিয়েছিল এবং এই জল পরিশোধন করে সরবরাহ করা হয়, তার মধ্যে হুগলির উত্তরপাড়া পুরসভা পুরস্কার পেয়েছে। এইসঙ্গে আরও দশটি পুরসভাকেও এই পুরস্কার দেওয়া হয়েছে সঙ্গে আছে হাওড়া কর্পোরেশন তারা উত্তরপাড়া পুরসভাকে চিঠি দিয়ে এই পুরস্কারের কথা জানিয়েছে। কেন্দ্রীয় সরকারের পক্ষ থেকে হুগলিতে আরও একটি পুরসভা আছে। আগামী ৫ ফেব্রুয়ারি, দিল্লিতে এক অনুষ্ঠানে পুরস্কার দেওয়া হবে। এই পুরসভার চেয়ারম্যানদের দিল্লি যেতে বলা হয়েছে, এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকবেন প্রধান অতিথি হয়ে রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু। উত্তরপাড়ার পুরচেয়ারম্যান দিলীপ যাদব বললেন, 'খবরটি পেয়ে খুব ভালো লাগছে আশা করি আরও ভালো কাজ করার চেষ্টা করব।'

ইউনিয়ন ব্যাঙ্ক Union Bank of India

অপারেশনস ডিপার্ট. রিজিওনাল অফিস
ইউনিয়ন ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া, ইউসিপি - ২৩, বেঙ্গল অম্বুজা,
সিটি সেন্টার, দুর্গাপুর - ৭১৩২১৬, ফোন নং - ০৩৪৩-২৫৪৩৯২২

সাঁইথিয়া শাখা, জেলা- বীরভূম স্থানান্তরের বিজ্ঞপ্তি

এই নোটিশের ভিত্তিতে, "ইউনিয়ন ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া, সাঁইথিয়া শাখার সমস্ত গ্রাহকদের এতদ্বারা জানানো হচ্ছে যে শাখাটি ২৭-০২-২০২৪ তারিখে নতুন প্রেমিসেসে স্থানান্তরিত হবে। তাই গ্রাহকদের তাদের ব্যাঙ্কিং প্রয়োজনের জন্য ব্যবসার নতুন জায়গা দেখার জন্য অনুরোধ করা হচ্ছে কার্যকর ২৮-০২-২০২৪। এই স্থানান্তরের জন্য গ্রাহক পরিষেবায় কোনও বাধা থাকবে না।

নতুন ঠিকানা
হোল্ডিং নং ৩২৬, সোনাপট্টি, ওয়ার্ড নং ৪, পো : সাঁইথিয়া, জেলা- বীরভূম, প.ব. পিন-৭৩১২৩৪
আরও বিস্তারিত জানার জন্য অনুগ্রহ করে পরিদর্শন করুন বা যোগাযোগ করুন :
ইউনিয়ন ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া, সাঁইথিয়া শাখা, জেলা- বীরভূম, ডব্লিউবি যোগাযোগ নং- ৯৩৭২১৩৮৩৪০, ৯৫৯৩১৭২০০৩।

অ্যাসিস্ট্যান্ট জেনারেল ম্যানেজার

এল&টি ফাইনান্স হোল্ডিংস লিমিটেড
(পূর্বের, এল&টি ফাইনান্স লিমিটেড দ্য স্কীম অফ অ্যামালগেমেশন-এর অধীনে যারা একত্রীকরণ করেছেন এল&টি ফাইনান্স হোল্ডিংস লি.-এর সঙ্গে ডিসেম্বর 4ঠা 2023-তে)
রেজিস্টার্ড অফিস: এল&টি ফাইনান্স হোল্ডিংস লিমিটেড, বৃন্দবন বিল্ডিং, প্লট নং 177, কালিনা, সিএসটি রোড, মার্সিডিজ শোরুমের কাছে, সান্তাক্রুজ (পূর্ব), মুম্বাই 400098
CIN No.: L67120MH2008PLC181833
ব্রাঞ্চ অফিস: কলকাতা

L&T Finance

দাবি সংক্রান্ত বিজ্ঞপ্তি

সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফাইনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট 2002 (এতদ্‌পরবর্তীতে আইন হিসাবে উল্লেখিত)-এর ধারা 13(2)-এর অধীনে

যেহেতু আপনারা আপনাদের ঋণ অ্যাকাউন্টের সুদ এবং মূলের কিস্তিগুলি প্রদানের ক্ষেত্রে খেলাপ করেছেন, এবং উল্লেখিত বকেয়া প্রদেয়গুলি পরিশোধের ক্ষেত্রে ব্যর্থ হয়েছেন এবং অবহেলা করেছেন, আমরা, আইনটির ধারা 13(2)-এর অধীনে আপনাদের সকলের (ঋণ গ্রহীতা / গণ, সহ-ঋণগ্রহীতা / গণ এবং জামিনদার / গণ) নিকট প্রদানের রসিদসহ নিবন্ধীত ডাক-এর মাধ্যমে দাবি সংক্রান্ত বিজ্ঞপ্তি প্রদান করেছি। ফলস্বরূপ, ঋণ অ্যাকাউন্টটি, ভারতীয় রিজার্ভ ব্যাঙ্ক-এর দ্বারা সম্পদ শ্রেণীকরণের উপর প্রদত্ত নির্দেশিকাগুলি অনুসারে হিসাব বইতে নন-পারফর্মিং অ্যাসেট (এনপিএ) হিসাবে শ্রেণীভুক্ত হয়েছে। নোটিশ বা বিজ্ঞপ্তিটি ফেরত এসেছে "আনডেলিভার্ড" হিসাবে এবং এই কারণে আমরা এখন এই বিজ্ঞপ্তিটি ইস্যু করছি আপনাকে সমস্ত 13(2) আইনের অধীনে এবং এতৎদ্বারা ঘোষণা করছি যে এই বিজ্ঞপ্তিতে উল্লেখিত অ্যামাউন্টটি প্রদান করার জন্য এল&টি ফাইনান্সিয়া সার্ভিসকে। (পূর্বের, এল&টি ফাইনান্স লিমিটেড দ্য স্কীম অফ অ্যামালগেমেশন-এর অধীনে যারা একত্রীকরণ করেছেন এল&টি ফাইনান্স হোল্ডিংস লি.-এর সঙ্গে ডিসেম্বর 4ঠা 2023-তে) 60 দিনের সময়সীমায় এই পেপার নটিফিকেশন-এর তারিখ থেকে একত্রে পরবর্তী সুদের হারের সঙ্গে এবং অন্যান্য চার্জসমূহ ডিমান্ড নোটিশের তারিখ পেমেন্ট বা আদায় পর্যন্ত। আপনার দ্বারা, এই বিজ্ঞপ্তির শর্তাবলীর অধীনে আপনার দায়গুলি পালন করার বিষয়ে আপনার ব্যর্থতার ক্ষেত্রে, আমরা আইনটির ধারা 13(4) অথবা ধারা 14-এর অধীনে আরোপিত অধিকারগুলির মধ্যে যেকোনটি অথবা সবগুলির ব্যবহার করতে বাধ্য হব। 'এটি, এই আইনটির এবং / অথবা সময়ে সময়ে বলবত থাকা অন্য যেকোন আইনের অধীনে আমাদের নিকট উপলব্ধ যেকোন অধিকারের ক্ষেত্রে কোন প্রকার সংস্কারবিহীন'।

ঋণ অ্যাকাউন্ট নম্বর	ঋণ গ্রহীতা / গণ এবং সহ-ঋণ গ্রহীতা / গণ নাম	দাবি বিজ্ঞপ্তির তারিখ / এনপিএ তারিখ / বকেয়া রাশি: এনপিএ তারিখ	বকেয়া রাশি (₹)	স্থাবর সম্পত্তির বিবরণ (বন্ধকীকৃত)
H17299220721015540 এবং H17299200721012849	1. চন্দন কান্তি চৌধুরী 2. পুলকিত ঘোষ	ডিমান্ড নোটিশ তারিখ: 12/02/2024 এনপিএ তারিখ: 31/12/2023	টা. 48,88,480.18/- (টাকা আটচল্লিশ লাখ অষ্টয়াশি হাজার চারশত আশি এবং আটেরো পয়সা) তারিখ 12/02/2024 অনুসারে	**তালিকা-I** সমগ্র স্থাবর অস্থাবর সম্পত্তির অ্যাপার্টমেন্ট নং 7A1 যার পরিমাপ 712 বর্গফুট 7 তলা টাওয়ার নং 6 প্রোজেক্টের যার নাম এবং পরিচিত "হাইল্যান্ড গ্রীনস"বলে সেই সঙ্গে রয়েছে গাড়ির পার্কিংয়ের জায়গা, খতিয়ান নং 3, জে.এল নং 42 মৌজা মীরপুর মহেশতলা পুলিশ স্টেশনের অধীনে জেলা উত্তর চব্বিশ পরগণা এবং মিউনিসিপ্যাল ধারক নং. 1/নিউ, বাটা রোড, বাটানগর, কলকাতা-700140। **তালিকা-II** সমগ্র স্থাবর অস্থাবর সম্পত্তির অ্যাপার্টমেন্ট নং 7A2 যার পরিমাপ 712 বর্গফুট 7 তলা টাওয়ার নং 6 প্রোজেক্টের যার নাম এবং পরিচিত "হাইল্যান্ড গ্রীনস"বলে সেই সঙ্গে রয়েছে গাড়ির পার্কিংয়ের জায়গা, খতিয়ান নং 3, জে.এল নং 42 মৌজা মীরপুর মহেশতলা পুলিশ স্টেশনের অধীনে জেলা উত্তর চব্বিশ পরগণা এবং মিউনিসিপ্যাল ধারক নং. 1/নিউ, বাটা রোড, বাটানগর, কলকাতা-700140।
H17299090721031319 এবং KOLHL20000100	1. মেসার্স নিদি মুনীম ইন্ডিয়া (এর প্রোপ্রাইটর নিধি ইয়াশ মুনীম-এর মাধ্যমে) 2. নিধি ইয়াশ মুনীম 3. পরেশ রজনীকান্ত কামপানী	ডিমান্ড নোটিশ তারিখ: 20/02/2024 এনপিএ তারিখ: 31/12/2023	টা. 1,26,90,769.06/- (টাকা এক কোটি ছাব্বিশ লাখ নব্বুই হাজার সাতশ উনসত্তর এবং ছয় পয়সা) তারিখ 20/02/2024 অনুসারে।	**তালিকা-I** সমগ্র ফ্ল্যাটটির পরিমাপ প্রায় 1527 বর্গফুট (সুপার বিল্ট আপ জায়গা) এক তলাতে মিউনিসিপাল আবাসন নং 51, পদ্মপুকুর রোড, ভবানীপুর পুলিশ স্টেশনের অধীনে কেএমসি ওয়ার্ড নং 72, কলকাতা-700020, জেলা উত্তর চব্বিশ পরগণা কনস্ট্রাকশন করা হয়েছে যাতে প্লটের জমিটি বেশি বা কম 3 কাঠা 1 ছটাক এবং 40 বর্গ ফুট সেই সঙ্গে 1/3য় অবিভক্ত ভাগ ফ্ল্যাটের এবং যার সীমা এবং সীমানা হল: সীমানা — পূর্ব: আবাসন নং 50, পদ্মপুকুর রোড; পশ্চিম: আবাসন নং 52এ, পদ্মপুকুর রোড; উত্তর: পদ্মপুকুর রোড; দক্ষিণ: সাধারণ রাস্তা

স্বাক্ষরিত
অনুমোদিত আধিকারিক
এল&টি ফাইনান্স হোল্ডিংস লিমিটেড-এর তরফে

তারিখ: 24.02.2024
স্থান: কলকাতা

ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক Indian Bank
ইলাহাবাদ ALLAHABAD

জোনাল অফিস: বহরমপুর
২য় তল, গৌর সুন্দর ভবন, পঞ্চাননতলা,
বহরমপুর, মুর্শিদাবাদ, পশ্চিমবঙ্গ- ৭৪২ ১০১
ই-মেইল: z184@indianbank.co.in

স্থাবর সম্পত্তিসমূহ বিক্রয়ের জন্য বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি

পরিশিষ্ট-৪-এ [রুল ৮(৬) -তে বন্দোবস্ত দেখুন]
২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এমফোর্সমেন্ট) রুলস ৮(৬) -এর অনুবিধির সঙ্গে পঠিত ২০০২ সালের সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল এ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি অ্যাক্ট অধীনে স্থাবর সম্পত্তিসমূহ বিক্রয়ের জন্য ই-অকশন বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি।
এতদ্বারা সাধারণভাবে জনসাধারণকে এবং বিশেষ করে ঋণগ্রহীতা(গণ)/এবং জামিনদার(গণ) কে নোটিশ দেওয়া হচ্ছে যে নীচে বর্ণিত স্থাবর সম্পত্তি(গুলি) সুরক্ষিত পাওনাদারের কাছে বন্ধক/চার্জ করা হয়েছে, যার **প্রতীকী দখল ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক (সুরক্ষিত পাওনাদার)** এর অনুমোদিত অফিসার দ্বারা নেওয়া হয়েছে, বকেয়া রাশি পুনরুদ্ধারের জন্য যা **৩০.০৩.২০২৪** তারিখে বিক্রি করাহবে **"যেখানে যেমন আছে", " যা আছে তা আছে"** এবং **"সেখানে যা কিছু আছে"** ভিত্তিতে যা নিচে প্রতিটি অ্যাকাউন্টের সাপেক্ষে উল্লেখ করা ঋণগ্রহীতা(গণ)/ জামিনদার(গণ)/ এর থেকে, যা **ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক (সুরক্ষিত পাওনাদার)** -এর পাওনা।
ই-অকশন মোডের মাধ্যমে বিক্রয়ের উদ্দেশ্যে সম্পত্তির নির্দিষ্ট বিবরণ নীচে বর্ণনা করা হয়েছে :

ক্র নং	ক) অ্যাকাউন্ট/ঋণগ্রহীতার নাম খ) শাখার নাম	স্থাবর সম্পত্তির বিশদ বিবরণ	সুরক্ষিত ঋণদাতার বকেয়া পরিমান	ক) সংরক্ষিত মূল্য খ) ইএমডি পরিমা গ) দর বৃদ্ধির পরিমাণ ঘ) সম্পত্তি আইডি ঙ) সম্পত্তির উপর দায়বদ্ধতা চ) দখলের ধরণ
১.	**ক) ঋণগ্রহীতা এবং বন্ধকদাতা:** **১. শ্রী বাপী রায়,** পিতা- শ্রী ভারত রায় গ্রাম - কইখালী নতুনপাড়া, পোস্ট - হরিতলা, থানা - হাঁসখালি, জেলা - নদীয়া, পিন - ৭৪১৫০২, পঃবঃ **২. শ্রী চন্দন রায়,** পিতা- শ্রী ভারত রায় গ্রাম - কইখালী নতুনপাড়া, পোস্ট - হরিতলা, থানা - হাঁসখালি, জেলা - নদীয়া, পিন -৭৪১৫০২, পঃবঃ **খ) বগুলা শাখা**	জমির এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল এবং সেখানে থাকা বিল্ডিং সহ যার পরিমাপ কমবেশি (এলআর প্লট নং ৫২৫-এ ২ শতক এবং এলআর প্লট নং ৫২৬-এ ২ শতক), মৌজা- কইখালী, জেএল নং, ৭৫, খতিয়ান নং আরএস ৫৩-এ অবস্থিত এলআর ২৬ তারপর ৯৯০, বর্তমান এলআর-১৫৫০, ১৫৫১,থানা-হাঁসখালি, বগুলা-১ গ্রাম পঞ্চায়েত, এডিএসআরও-হাঁসখালি, জেলা - নদিয়া, পশ্চিমবঙ্গ, দলিল নং আই-৩২৫৩/১৬ তারিখ- ১১.০৭.২০১৬, ভলিউম নং ১৩১২-২৯১৬, পৃষ্ঠা- ৫৩৯৮৪১০ থেকে ৫৩৯৯৯ **শ্রী বাপি রায় এবং শ্রী চন্দন রায়ের নামে।** **চতুর্দিক পরিবেষ্টিত:** উত্তর- ৬ ফুট প্রশস্ত রাস্তা, দক্ষিণ- পরিতোষ বালা এবং আদ্যনাথ সিকদারের সম্পত্তি দ্বারা, পূর্ব- রমাপদ রায়ের সম্পত্তি, পশ্চিম- ভারত রায়ের সম্পত্তি দ্বারা।	১৯,৩৫,৭২৪.১৭ টাকা ([উনিশ লক্ষ পঁয়ত্রিশ হাজার সাতশো চব্বিশ টাকা সতেরো পয়সা মাত্র)(বিবি + এমওআই = ১৭,৯৩,৭৯৬.০০ টাকা + ১,৪১,৯২৮.১৭ টাকা)] ২০.০২.২০২৪ অনুযায়ী তদুপরি সুদ/চার্জ এবং তার উপর খরচ	**ক) ১৬.২১ লক্ষ টাকা (*)** (ষোল লক্ষ একুশ হাজার টাকা মাত্র) **খ) ১.৬৩ লক্ষ টাকা** (এক লক্ষ তেষট্টি হাজার টাকা মাত্র) **গ) ১০,০০০.০০ টাকা** (দশ হাজার মাত্র টাকা) **ঘ) IDIB30280270879** **ঙ) ব্যাংকের কাছে অজানা** **চ) প্রতীকী দখল**
২.	**ক) ঋণগ্রহীতা তথা বন্ধকদাতা:** **শ্রী তাপস রঞ্জন ব্যানার্জি,** পিতা- শ্রী দেবেশ রঞ্জন ব্যানার্জী **গ্যারান্টার:** **শ্রীমতী মল্লিকা রায় ব্যানার্জি** স্বামী- শ্রী তাপস রঞ্জন ব্যানার্জী **উভয়েরই ঠিকানা :** বি-৫/৫৮, পোস্ট - কল্যাণী, পিন -৭৪১২৩৫ **এছাড়াও এখানে-** স্নেহা আবাসন, ফ্ল্যাট নং ডি-০১, প্রথম ফ্লোর, হোল্ডিং নং ১৪২/এ, ওয়ার্ড নং ০২, রানি রাসমনি ঘাট রোড, কল্যাণসংঘ, বাগমোড়, কাঁচরাপাড়া, হালিশহর পৌরসভা, জেলা - ২৪ পরগনা (উঃ), পশ্চিমবঙ্গ। **খ) কল্যাণী ইন্ডাস্ট্রিয়াল এস্টেট শাখা**	আবাসিক ফ্ল্যাট নং ডি-১ এর এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল, ২য় তলায়, পরিমাপ ৮৭০ বর্গফুট (সুপার বিল্ট এলাকা), হালিশহর মৌজার অধীনে অবস্থিত, জেএল নং ০৬, আরএস নং ৩৭, তৌজি নং ২২৫(এন), ওবি/১ আরএস দাগ নং ৪২ এবং ৪৩, এলআর দাগ নং ১৫৮ এবং ১৫৬ এর অন্তর্ভুক্ত আরএস খতিয়ান নং ৩১৩২, ৩২১৪ এর অধীনে, নতুন এলআর খতিয়ান নং ১৩৮২৭ এবং ১৩৮২৮ হোল্ডিং নং ১৪২/এ, রাণী রাসমনি ঘাট রোড, কল্যাণসংঘ বাগমোড় কাঁচরাপাড়া হালিশহর পৌরসভা, জেলা- ২৪ পরগণা (উঃ). পঃবঃ (ঠিকানা), বিক্রয় দলিল নং ১০৩৬, সাল-২০১৪, তারিখ- ১০.০২.২০১৪, **তাপস রঞ্জন ব্যানার্জির নামে** এডিএসআর নৈহাটিতে পৃষ্ঠা নং ৪৪৮২ থেকে ৪৪৯৯ পর্যন্ত বই নং ১, ভলিউম নং ৩ -এ নিবন্ধিত। **চতুর্দিক পরিবেষ্টিত:** উত্তরে - নন্দিতা দাসের জমি, দক্ষিণে - ফ্ল্যাট নং সি-১, পূর্বে - দিপালী বিশ্বাসের জমি, পশ্চিমে - ফ্ল্যাট নং বি-১ দ্বারা।	১০,৩৩,৭৭৮.৫৫ টাকা ([দশ লক্ষ তেত্রিশ হাজার সাতশো আটাত্তর টাকা পঞ্চান্ন পয়সা মাত্র) (বিবি + এমওআই = ৭,৭৮,৭২৩.৮৬ টাকা + ২,৫৫,০৫৪.৬৯ টাকা) ২১.০২.২০২৪ অনুযায়ী তদুপরি সুদ/চার্জ এবং তার উপর খরচ	**ক) ১৬.৫৩ লক্ষ টাকা (*)** (ষোল লক্ষ তিপ্পান্ন হাজার টাকা মাত্র) **খ) ১.৬৬ লক্ষ টাকা** (এক লক্ষ ছেষট্টি হাজার টাকা মাত্র) **গ) ১০,০০০.০০ টাকা** (দশ হাজার টাকা মাত্র) **ঘ) IDIB30054997315** **ঙ) ব্যাঙ্কের কাছে অজানা** **চ) প্রতীকী দখল**

(*) বিক্রয় মূল্য সংরক্ষিত মূল্যের উপর হতে হবে

ই-অকশনের তারিখ ও সময়: তারিখ - ৩০.০৩.২০২৪; সময় - দুপুর ১.০০টা থেকে বিকাল ৫.০০টা
ই-অকশন পরিষেবা প্দানকারীর প্ল্যাটফর্ম : (১) www.indianbank.co.in (২) https://www.ibapi.in (৩) https://wwwmstcecommerce.com/auctionhome/ibapi

বিডারদের পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে, অনলাইন বিডে অংশগ্রহণের জন্য আমাদের ই-অকশন সার্ভিস প্রোভাইডার এমএসটিসি লিঃ -এর ওয়েবসাইট (**www.mstcecommerce.com/auction/home/ibapi**) দেখুন। টেকনিক্যাল সাহায্যের জন্য **এমএসটিসি হেল্প ডেস্ক নং ০৩৩ ২৩৪০০০২০ / ২৩৪০০০২১ / ২৩৪০০০২২** এবং সার্ভিস প্রোভাইডারদের অন্য চালু হেল্পলাইন নম্বরে অনুগ্রহ করে ফোন করুন। এমএসটিসি লিঃ -এর সাথে রেজিস্ট্রেশন স্টেটাস **ibapiop@@mstcecommerce.com**, ইএমডি স্টেটাস জানার জন্য **ibapifin@@mstcecommerce.com** -এ অনুগ্রহ করে যোগাযোগ করুন। সম্পত্তি সংশ্লিষ্ট বিশদ তথ্যাদি এবং সম্পত্তির ছবি এবং অকশনের নিয়মাবলী ও শর্তাবলীর জন্য অনুগ্রহ করে **https://ibapi.in** দেখুন এবং এই পোর্টাল সংশ্লিষ্ট কোনও সংশয় দূরীকরণের জন্য অনুগ্রহ করে হেল্প লাইন নম্বর **"১৮০০১০২৫০২৬"** এবং **"০১১-৪১১০৬১৩১"** -এ যোগাযোগ করুন।
বিডারদের পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে, ওয়েবসাইট **https://ibapi.in** এবং **www.mstcecommerce.com** -এ সংশ্লিষ্ট সম্পত্তি সম্বন্ধে খোঁজখবর নেওয়ার সময় উপরে উল্লিখিত সম্পত্তির আইডি নং ব্যবহার করুন।

দ্রষ্টব্য: এই বিজ্ঞপ্তিটি ঋণগ্রহীতা(গণ)/ বন্ধকদাতা (গণ)/ জামিনদার(গণ) -এরও প্রতি

তারিখ: ২২.০২.২০২৪ **অনুমোদিত অফিসার**
স্থান : বহরমপুর **ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক**

ইউনিয়ন ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া Union Bank of India
A Government of India Undertaking

রিজিওনাল অফিস : গ্রেটার কলকাতা
৩, মিডলটন রো, পার্ক স্ট্রিট এরিয়া, কলকাতা-৭০০ ০৭১
ই-মেল: **crld.rogreaterkolkata@unionbankofindia.bank**
ফোন নং : ০৩৩ ৪০০৬ ০২৮৯

স্থাবর/অস্থাবর সম্পত্তি বিক্রির জন্য মেগা ই-নিলাম (সারফেইসি অ্যাক্ট অধীন)

২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের অস্থাবর/স্থাবর সম্পত্তিসমূহর জন্য রুল ৬(২) এবং স্থাবর সম্পত্তিসমূহর জন্য রুল ৮(৬) বিধানের সহিত পঠিত ২০০২ সালের সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইন অধীন অস্থাবর/স্থাবর সম্পত্তি বিক্রির জন্য ই-নিলাম বিক্রয় নোটিশ।

এতদ্বারা সাধারণের প্রতি সাধারণভাবে এবং ঋণগ্রহীতাগণ এবং জামিনদারগণের প্রতি বিশেষভাবে অবগত করা হচ্ছে বন্ধকীকৃত/দায়বদ্ধ/অঙ্গীকারকৃত/চার্জকৃত অস্থাবর/স্থাবর সম্পত্তিসমূহ **ইউনিয়ন ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া**/সুরক্ষিত ঋণদাতার নিকট যা সুরক্ষিত ঋণদাতা হিসেবে ইউনিয়ন ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া সংশ্লিষ্ট শাখার অনুমোদিত অফিসার কর্তৃক গঠনমূলক/বাস্তবিক দখলীকৃত **২৭.০৩.২০২৪** তারিখে বিক্রয় করা হবে 'যেখানে যে অবস্থায় আছে', যেখানে যা আছে' এবং 'যেখানে যেভাবে আছে ভিত্তিতে' ইউনিয়ন ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়ার বকেয়া পরিমাণ সংশ্লিষ্ট ঋণগ্রহীতাগণ এবং জামিনদাতাগণের কাছ থেকে আদায়ের জন্য।

সংরক্ষিত মূল্যের বিস্তারিত এবং ইএমডি প্রতিটি জামিনদত্ত সম্পত্তি (সমূহ)-র জন্য। বিক্রয় সম্পাদিত হবে নিম্নস্বাক্ষরকারী কর্তৃক ই-নিলাম প্ল্যাটফর্মে ওয়েবপোর্টালে প্রদত্ত অনুযায়ী। বিক্রয়ের বিস্তারিত নিয়ম এবং শর্তাদি জানতে ওয়েবসাইট **https://ibapi.in** এবং **www.unionbankofindia.co.in** প্রদত্ত লিঙ্ক অনুযায়ী।

নিম্নোক্ত সম্পত্তি **'অনলাইন ই-নিলাম'** বিক্রি করা হবে ওয়েবসাইট **https://ibapi.in** এবং এমসিটিসি ই-কমার্সের ওয়েবসাইট **https://www.mstcecommerce.com** মাধ্যমে।

নিলামের তারিখ এবং সময় ঃ ২৭ মার্চ, ২০২৪ দুপুর ১২.০০টা থেকে বিকেল ০৫.০০টা
টেন্ডার/ইএমডি জমা দেবার শেষ তারিখ ঃ ২৬ মার্চ, ২০২৪ বিকেল ৫.০০টা পর্যন্ত
ইএমডি জমা দেবার ধরন ঃ ডাকদাতা তার এমএসটিসি ওয়ালেটের মাধ্যমে ইএমডি জমা দিতে পারেন

লট নং	ক) ঋণগ্রহীতার নাম খ) শাখার নাম গ) সম্পত্তির বিবরণ ঘ) মালিক/সমূহের নাম ঙ) আইএফএসসি কোড চ) সম্পত্তি আইডি	ক) সংরক্ষিত মূল্য টাকায় খ) বায়না অর্থ জমা টাকায়	ডাক বৃদ্ধির পরিমাণ	ক) বকেয়া ঋণ খ) যোগাযোগের ব্যক্তি এবং মোবাইল নং	ক) দায়বদ্ধতা খ) গঠনমূলক/ বাস্তবিক দখল
১.	**১. ক. মেসার্স জে.পি. গুপ্তা, স্বত্বাধিকারী: শ্রী কালী প্রসাদ গুপ্তা** **খ. ইউনিয়ন ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া, কলকাতা এনইউজেএস((৯০৬৬৩৮)** **গ. সম্পত্তি:** অবিভক্ত এক এর সমান অর্ধেক শেয়ার বা অংশ এবং বিল্ডিং সহ জমির যে অংশে নির্মিত বা খাড়া হয়ে আছে তার এক ও অবিভাজ্য অংশের সকল এলাকার পরিমাপ আনুমানিক ৩ (তিন) কাঠা ৫ (পাঁচছটাক এবং ৭ (সাত) বর্গফুট বা সামান্য কমবেশি (মোট এলাকা ০৬ (ছয়) কাঠা ১০ (দশ) ছটাক এবং ১৪ (চৌদ্দ) বর্গফুট এবং যার অবস্থান প্রেমিসেস নং ১৭এ, কীর্তিবাস মুখার্জি রোড, পৌরসভার সীমার মধ্যে অবস্থিত কলকাতা শহর ডিহি পঞ্চান্নগ্রামে হোল্ডিং নং ৭৫, ৭৬, ৭৭ এবং ৭৮ ডিভিশন ২ -এর সাব-ডিভিশন ৯-এ, থানা- উল্টাডাঙ্গা, সাব-রেজিস্ট্রি অফিস - শিয়ালদহ অ্যাসেসি নং ১১০১৩১২০০৬৫১ এর অধীনে। **চতুর্দিক পরিবেষ্টিত :** উত্তরে- প্রেমিসেস নং ১৭, কীর্তিবাস মুখার্জি রোড; দক্ষিণ- বস্তি, পূর্ব - প্রেমিসেস নং ১৮, কীর্তিবাস মুখার্জি রোড; পশ্চিম - কীর্তিবাস মুখার্জি রোড দ্বারা। **ঘ. শ্রীমতী কিরণ কুমারী গুপ্তা** **ঙ. UBIN0906638 চ. UBINKOLKOG9124**	ক) ১,২৮,১০,০০০.০০ টাকা খ) ১২,৮১,০০০.০০ টাকা	১,২৮,১০০.০০ টাকা	(ক) ১,৯৩,৩৯,২৩১.১১ টাকা (এক কোটি তিরানব্বই লক্ষ ঊনচল্লিশ হাজার দুইশত একত্রিশ টাকা এবং এগারো পয়সা মাত্র) সহ চুক্তিভিত্তিক হারে সুদ ও ব্যয় দাবি বিজ্ঞপ্তির তারিখের পরে পরিশোধিত পরিমান যদি থাকে বাদ দিয়ে (খ) শ্রী ভিনিত বিজয় সিং মো. ৯৯৭১৫০৭৯৯৮	ক) অনুমোদিত অফিসারের জানা নেই খ) গঠনমূলক দখল
২.	**২. ক. মেসার্স কিরণ ইন্ডাস্ট্রিজ, স্বত্বাধিকারী: মিসেস কিরণ কুমারী গুপ্তা** **খ. ইউনিয়ন ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া, কলকাতা এনইউজেএস (৯০৬৬৩৮)** **গ. সম্পত্তি:** গোডাউন এবং কাঠামো সহ প্রায় ২ কাঠা ৬ ছটাক পরিমাপের জমির এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল যার প্রেমিসেস নং ২, উজির চৌধুরী রোড, থানা- উল্টাডাঙ্গা এর এক্তিয়ারের মধ্যে, সাব-রেজিস্ট্রেশন অফিস - ২৪ পরগনা জেলার শিয়ালদহ, কলকাতা মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশনের অধীনে, প্রেমিসেস নং ২, উজির চৌধুরী রোড, ১৩ নম্বর ওয়ার্ড অ্যাসেসি নং ১১০১৩১৪০০০১৯-এর স্থানীয় সীমার মধ্যে। **চতুর্দিক পরিবেষ্টিত:** উত্তর - ৪ উজির চৌধুরী রোড বিল্ডিং দ্বারা; দক্ষিণ - উজির চৌধুরী রোড দ্বারা; পূর্ব - প্রেমিসেস নং ৩, উজির চৌধুরী রোড দ্বারা; পশ্চিম - ৪বি, উজির চৌধুরী রোড বিল্ডিং দ্বারা। **ঘ. শ্রী শৈলেন্দ্র কুমার গুপ্তা** **ঙ. UBIN090663 চ. UBINKOLKOG9125**	ক) ১,১৪,২৩,০০০.০০ টাকা খ) ১১,৪২,৩০০.০০ টাকা	১,১৪,২৩০.০০ টাকা	(ক) ১,৫২,৩১,৮০৪.৭২ টাকা (এক কোটি বাহান্ন লক্ষ একত্রিশ হাজার আটশত চার টাকা এবং বাহাত্তর পয়সা মাত্র) সহ চুক্তিভিত্তিক হারে সুদ ও ব্যয় দাবি বিজ্ঞপ্তির তারিখের পরে পরিশোধিত পরিমান যদি থাকে বাদ দিয়ে (খ) শ্রী ভিনিত বিজয় সিং মো. ৯৯৭১৫০৭৯৯৮	ক) অনুমোদিত অফিসারের জানা নেই খ) গঠনমূলক দখল

*** সরকারি রুল অনুযায়ী জিএসটি প্রযোজ্য। * সরকারি রুল অনুযায়ী টিডিএস প্রযোজ্য।**
বিক্রয়ের নিয়ম এবং শর্তাদি বিস্তারিত জানতে ইউনিয়ন ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়ার ই-নিলাম ওয়েবসাইট অর্থাৎ **www.unionbankofindia.co.in** এবং আইবিএপিআই পোর্টাল ওয়েবসাইট **https://ibapi.in** দেখুন। ই-নিলামের অংশগ্রহণ এবং রেজিস্ট্রেশনের জন্য ডাকদাতাদের এমএসটিসি'র ইকমার্স ওয়েবসাইট **https://www.mstcecommerce.com** দেখতে অনুরোধ করা হচ্ছে। সকল ডাকদাতাকে আবশ্যিকভাবে কেওয়াইসি নীতি পালন করতে হবে ই-নিলাম পোর্টালের মাধ্যমে রেজিস্ট্রেশন এবং অংশগ্রহণের জন্য।
যেকোনও প্রযুক্তিগত সহায়তার জন্য এমএসটিসি হেল্পডেস্ক ০৩৩-২২৯০১০০৪ পরিচালন এবং রেজিস্ট্রেশনের অবস্থা জানতে **ibapiop@mstcecommerce.com** আর্থিক এবং ইএমডির অবস্থান জানতে **ibapifin@mstcecommerce.com** সাহায্য নিন। সহায়ক নম্বরগুলি '১৮০০ ১০২ ৫০২৬' এবং '০১১-৪১১০৬১৩১' দেখুন আইবিএপিআই পোর্টাল সম্পর্কিত সমস্যার জন্য।

বিধিবদ্ধ ৩০ দিনের বিক্রয় নোটিশ, ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের রুল ৬(২) এবং ৮(৬) / রুল ৯(১) অধীনে

সংশ্লিষ্ট নোটিশ ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট এনফোর্সমেন্ট রুলসের রুল ৬(২) এবং রুল ৮(৬) / ৯(১) অধীনে গণ্য করতে হবে ঋণগ্রহীতাগণ এবং জামিনদাতাগণকে উক্ত ঋণ বিষয়ে ই-নিলাম বিক্রয় উক্ত তারিখ অনুযায়ী

ই-নিলামের নিয়ম ও শর্তাবলী নিম্নরূপ:
১. **"যেখানে যা আছে"** এবং **"যেখানে যে অবস্থায় আছে ভিত্তিতে"** এবং **"যেখানে যেমন ভাবে আছে ভিত্তিতে"** বিক্রয় করা হবে, এবং "অন লাইনে" পরিচালিত হবে।
২. ই-অকশন বিড ফর্ম, ঘোষণা, অনলাইন নিলাম বিক্রির সাধারণ নিয়ম ও শর্তাবলী ওয়েবসাইট **(ক) https://www.unionbankofindia.co.in, (খ) https://www.mstcecommerce.com/auctionhome/ibapi/index.jsp** দরদাতারা **https://www.ibapi.in** দেখতে পারেন, যেখানে শিক্ষা বিষয়ক ভিডিও সহ দরদাতার জন্য "নির্দেশিকা" পাওয়া যাবে। দরদাতাদের অগ্রিম নিম্নলিখিত কার্যগুলি সম্পন্ন করতে হবে :
ধাপ ১:- দরদাতা/ক্রয়কারী নিবন্ধন দরদাতাদের ই-নিলাম অকশন প্ল্যাটফর্মে (উপরে দেওয়া লিংক এ) তাদেরতার মোবাইল নম্বরএবং ই-মেইল আইডি ব্যবহার করে নিবন্ধন করতে হবে।
ধাপ ২:- কেওয়াইসি যাচাইকরণ দরদাতার প্রয়োজনীয় কেওয়াইসি নথি আপলোড করতে হবে। (সম্পূর্ণ কেওয়াইসি নথি পাওয়ার পর এবং তার যাচাইকরণের ৩ দিনের মধ্যে নিবন্ধন সক্রিয় করা হবে) ই নিলাম সফলভাবে সম্পন্ন হলে বিডার কর্তৃক জমা দেওয়া কেওয়াইসি নথি সংশ্লিষ্ট ব্যাংকে উপলব্ধ করা হবে।
ধাপ ৩:- দরদাতাদের গ্লোবাল ইএমডি ওয়ালেটে ইএমডি অর্থ স্থানান্তর ই-অকশন প্ল্যাটফর্মে তৈরি চালান ব্যবহার করে এনইএফটি/ স্থানান্তর ব্যবহার করে অনলাইন/অফলাইন তহবিল স্থানান্তর। ই-নিলামে অংশগ্রহণের আগে ইএমডি পরিমান অর্থ দরদাতার ওয়ালেটে উপলব্ধ হতে হবে যাতে নিলামের পরবর্তী কাজ পরিপূর্ণ হয়।
ধাপ ৪:- নিলামের সময় অংশগ্রহণের জন্য উপরে উল্লিখিত এমএসটিসি পোর্টালে লগ ইন করতে হবে।
৩. অনুমোদিত আধিকারিক দ্বারা শেষ পাওয়া তথ্যের উপর ভিত্তি করে জানা যায় উক্ত সম্পত্তি/গুলির উপর কোন দ্বায়ভার নেই। যদিও ইচ্ছুক দরদাতাদের তাদের বিড জমা দেওয়ার পূর্বে নিলামে রাখা উক্ত সম্পত্তির জায়ভার, দাবি/অধিকার/বকেয়া/স্বত্ব এবং যা সম্পত্তিকে প্রভাবিত করে সে বিষয়ে তাদের নিজস্ব স্বাধীন অনুসন্ধান করা উচিত। ই-নিলাম বিজ্ঞাপন ব্যাংকের কোন প্রতিশ্রুতি বা প্রতিনিধি গঠন করে বলে গণ্য হবে না। ব্যাংকের কাছে জানা বা অজানা, বিদ্যমান এবং ভবিষ্যতের দ্বায়ভার নিয়ে সম্পত্তিটি বিক্রি করা হচ্ছে। অনুমোদিত আধিকারিক /সুরক্ষিত পাওনাদার কোনোভাবেই তৃতীয় পক্ষের দাবি/অধিকার/পাওনার জন্য দায়ী থাকবে না। নিলামে বিক্রির জন্য রাখা সম্পত্তি/গুলি সম্পর্কে অনলাইন বিড জমা দেওয়ার পরে কোন দাবী গ্রহণ করা হবে না।
৪. **অনলাইন ই-নিলামের তারিখ ২৭.০৩.২০২৪ দুপুর ১২.০০টা থেকে বিকাল০৫.০০ টার মধ্যে।**
৫. **ইএমডি এবং ডকুমেন্ট জমা দেওয়ার শেষ তারিখ এবং সময় ২৬.০৩.২০২৪ বিকাল ০৫.০০টা পর্যন্ত বা তার আগে।**
৬. **পরিদর্শনের ২৬.০৩.২০২৪ তারিখ দুপুর ১.০০টা থেকে বিকেল ০৪.০০টার মধ্যে।**
৭. শুধুমাত্র অনলাইন পদ্ধতির মাধ্যমে বিড জমা দিতে হবে।
৮. ই-নিলামে অংশগ্রহণের জন্য তার ওয়ালেটে বিড মূল্য থাকতে হবে। দরদাতাকে সেই সম্পত্তি(গুলির) নির্দিষ্ট করার প্রয়োজন হবে না যার জন্য এই ধরনের ইএমডি পরিমাণ জমা করা হচ্ছে।
৯. দরপত্র জমা দেওয়ার আগে সম্পত্তির বিষয়ে পরিদর্শন ও সন্তুষ্ট হওয়ার ব্যাপারে দায়িত্ব ইচ্ছুক দরদাতাদের। এমএসটিসি ৩ দিনের মধ্যে ফেরত প্রক্রিয়া সম্পন্ন করবে।
১০. আর্নেস্ট মানি ডিপোজিট কোন সুদ বহন করবে না। সফল দরদাতাকে সফল বিডের পরিমাণের ২৫% (ক্রয় মূল্যে) (আপনার গ্লোবাল ওয়ালেট থেকে ইতিমধ্যেই প্রদত্ত ইএমডি পরিমাণ হিসাবে ১০% রিজার্ভ মূল্য সহ) জমা দিতে হবে অবিলম্বে যেটা নিলামের দিনে বা পরবর্তী কাজের দিনের মধ্যে, এবং তার অনুকূলে থেকে ই-নিলামের বিক্রির তারিখ থেকে ১৫ দিনের মধ্যে সফল ডাকদাতাকে বিডের অবশিষ্ট ৭৫% পরিমাণ (ক্রয়মূল্য)জমা করতে হবে। নিলাম বিক্রয় ব্যাংকের নিশ্চিতকরণ সাপেক্ষে।
১১. ইনকাম ট্যাক্স অ্যাক্ট ১৯৬১ এর সেকশন ১৯৪-আইএ অনুসারে, টিডিএস @ ১% বিক্রয় প্রক্রিয়ার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে যেখানে বিক্রয় বিবেচনা ৫০,০০,০০০/-টাকা (পঞ্চাশ লক্ষ টাকা) এবং তার উপরে। সফল দরদাতা/ক্রেতাকে বিক্রয়মূল্য থেকে টিডিএস কেটে আয়কর দফতরে ফরম নং ১৬-বি-তে জমা দেবে, যাতে ব্যাংকের নাম এবং প্যান নম্বর এএএসিইউ০৫৬৪জি বিক্রেতার হিসেবে থাকবে এবং টিডিএস সার্টিফিকেট এর মূল রশিদ জমা দেবে ব্যাংকে। (কৃষি জমি ব্যতীত স্থাবর সম্পত্তির জন্য প্রযোজ্য)
১২. সফল বিডার কর্তৃক অর্থ জমা করার ক্ষেত্রে ডিফল্ট হলে ইতিমধ্যে জমা করা সম্পূর্ণ টাকা বাজেয়াপ্ত হবে, এবং সম্পত্তি পুনরায় নিলামে রাখা হবে এবং খেলাপি দরদাতার সম্পত্তি/পরিমাণের ব্যাপারে কোন দাবি/অধিকার থাকবে না।
১৩. ক্রেতা প্রযোজ্য স্ট্যাম্প ডিউটি/রেজিস্ট্রেশন ফি/টিডিএস নিলাম মূল্য/অন্যান্য চার্জ ইত্যাদি বহন করবে এবং সেই সাথে বিধিবদ্ধ/অ -সংবিধিবদ্ধ পাওনা, কর, মূল্যায়ন চার্জ ইত্যাদি।
১৪. অনুমোদিত আধিকারিক কোন কারণ উল্লেখ না করে ই-নিলাম বিক্রয় কার্যক্রম স্থগিত/ বাতিল করতে পারেন। যদি ই-নিলাম বিক্রয় বিক্রির পূর্বনির্ধারিত তারিখ থেকে ১৫ দিনের জন্য স্থগিত করা হয়, তবে এটি পরিষেবা প্রদানকারীর ওয়েবসাইটে প্রদর্শিত হবে। অনুমোদিত আধিকারিকের সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত, বলবৎ এবং প্রশ্নাতীত।
১৫. বিক্রেতার সার্টিফিকেট অনুমোদিত অফিসার কর্তৃক সফল বিডারের অনুকূলে সম্পূর্ণ ক্রয় মূল্য/ বিড পরিমাণ জমা করার পরে এবং সমস্ত কর/ চার্জ প্রদানের ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় প্রমাণ উপস্থাপনের মাধ্যমে শুধুমাত্র জারি করা হবে এবং অন্য কোনো নামে দেওয়া হবে না।
১৬. পরিবহন, স্ট্যাম্প ডিউটি, রেজিস্ট্রেশন চার্জ এবং অন্যান্য আনুষঙ্গিক চার্জের জন্য প্রযোজ্য আইনি চার্জ নিলাম ক্রেতা বহন করবে।
১৭. সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট, ২০০২ এর অধীনে নির্ধারিত নিয়ম/শর্ত সাপেক্ষে হবে। বিক্রয়ের শর্তাবলী সম্পর্কে আরও বিস্তারিত জানতে /জিজ্ঞাস্য থাকলে প্রদত্ত যোগাযোগ নম্বরে সংশ্লিষ্ট শাখাগুলির সঙ্গে যোগাযোগ করা যেতে পারে।
১৮. যে সকল দরদাতা দরপত্র জমা দিয়েছেন, তারা ই-নিলাম বিক্রির শর্তাবলী পড়েছেন এবং বুঝেছেন এবং তাদের দ্বারা আবদ্ধ বলে গণ্য হবে।

বিশেষ নির্দেশনা / সতর্কতা :

ডাকদাতাদের নিজ স্বার্থে শেষ মিনিট/সেকেন্ডের ডাক এড়াতে পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে। ইউনিয়ন ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া অথবা পরিষেবা প্রদায়ক সংস্থার সংশ্লিষ্ট শেষ সময়ের (ইন্টারনেট ফেলিওর, বিদ্যুৎ সংযোগ বিচ্ছিন্ন ইত্যাদি) ত্রুটির জন্য দায়ী হবে না সব দায় নিতে হবে ডাকদাতাদের। সংশ্লিষ্ট অসুবিধা এড়ানোর জন্য ডাকদাতাদের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা/বিকল্প ব্যবস্থার যেমন ব্যাক আপ পাওয়ার সাপ্লাই এবং প্রয়োজনীয় তাৎক্ষণিক ব্যবস্থাদির মোকাবিলার জন্য ব্যবস্থা করতে অনুরোধ করা হচ্ছে সফলভাবে নিলামে অংশগ্রহণের জন্য।

তারিখ : ২৩.০২.২০২৪ **অনুমোদিত অফিসার**
স্থান : কলকাতা **ইউনিয়ন ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া**

ভাঙচুর চালিয়ে ও হুমকি দিয়ে ৩০টি পরিবারকে উচ্ছেদের অভিযোগ দুষ্কৃতীদের বিরুদ্ধে

নিজস্ব প্রতিবেদন, মালদা: ঘরবাড়ি ভাঙচুর চালিয়ে প্রায় ৩০ টি পরিবারকে এলাকার একটি জায়গা থেকে উচ্ছেদের হুমকি দেওয়ার অভিযোগ উঠল স্থানীয় দুষ্কৃতীদের বিরুদ্ধে। বৃহস্পতিবার দুষ্কৃতীদের এই তাণ্ডবের পর শুক্রবার দুপুরে সংশ্লিষ্ট গ্রামীণ এলাকায় রাস্তায় আতঙ্কিত বাসিন্দারা একজোট হয়ে বিক্ষোভ দেখান। ঘটনাটি ঘটেছে পুরাতন মালদা থানার সাহাপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের বাগানপাড়া এলাকায়। দুষ্কৃতীদের এই তাণ্ডবের খবর পেয়ে শুক্রবার তদন্তে পৌঁছয় পুরাতন মালদা থানার পুলিশ। যদিও বিক্ষোভকারী গ্রামবাসীরা দুষ্কৃতীদের চিহ্নিত করতে পারেনি। কিন্তু দুষ্কৃতীরা যে রীতিমতো হাতে অস্ত্র নিয়ে এলাকার পরিবারগুলিকে উচ্ছেদ করার হুমকি দিচ্ছে, সে কথা পুলিশকে অভিযোগে জানিয়েছেন তাঁরা।

স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, রসিলাদহ বাগানপাড়ায় কয়েক বিঘা জমি দীর্ঘদিন ধরেই পরিত্যক্ত অবস্থায় রয়েছে। সেই জমির একটি অংশ খেলার মাঠ হিসেবে ব্যবহার করেন স্থানীয় বাসিন্দারা। পাশাপাশি ওই এলাকায় প্রায় ৩০ টি পরিবার দীর্ঘদিন আগে নির্দিষ্ট মূল্য দিয়ে জমি কিনে ঘর বানিয়েছেন বলেও দাবি করেছেন। কিন্তু তারপরও কেন দুষ্কৃতীরা হঠাৎ করে ওই এলাকার বাসিন্দাদের হুমকি দিচ্ছে সে ব্যাপারে কিছুই বুঝতে পারছেন না তাঁরা। এদিন রসিলাদহ গ্রামের রাস্তায় মহিলারা একজোট হয়ে বিক্ষোভে সামিল হন। বিক্ষোভকারী স্থানীয় বাসিন্দা রাখি সাহা, সাগরী শর্মাদের বক্তব্য, দীর্ঘদিন ধরে আমরা এই এলাকায় বসবাস করছি। আমাদের কাছে নিজেদের জায়গার জমির কাগজ রয়েছে। কিন্তু অদ্ভুতভাবে রাতের অন্ধকারে দুষ্কৃতীরা এসে এই জায়গা খালি করে দেওয়ার জন্য হুমকি দিচ্ছে। এই ফাঁকা বাগানের অন্তত তিরিশটি পরিবার বসবাস করে। কিন্তু এখন হাতে বন্দুক এবং ধারালো অস্ত্র নিয়ে দুষ্কৃতীরা এসে রীতিমতো হুমকি দেখাচ্ছে। ওরা বলছে এই জমি নাকি ওরা কিনে নিয়েছে। তাহলে আমাদের কাগজের কি দাম রইল। ইতিমধ্যে কয়েকটি টিন ও টালির তৈরি বাড়ি ভাঙচুর করেছে দুষ্কৃতীরা। তাই সকলেই আতঙ্কে রয়েছে। দুষ্কৃতীদের ভয়ে বাড়ির ছেলেমেয়েরাও কয়েকদিন ধরে স্কুলে এবং গৃহ শিক্ষকের কাছে পড়তে যেতে পারছে না। এই অবস্থায় পুরো বিষয়টি পুলিশ ও সংশ্লিষ্ট পঞ্চায়েত কর্তৃপক্ষকেও জানানো হয়েছে। সাহাপুর গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধান মাম্পি দাস সাহা জানিয়েছেন, গ্রামবাসীদের অভিযোগের কথা শুনেছি। পুরো বিষয়টি পুলিশ তদন্ত করে দেখছে। তবে দুষ্কৃতীদের হামলার কোনওভাবেই আমরা বরদাস্ত করা হবে না। পুলিশের কাছে দাবি করেছি অবিলম্বে যাতে দুষ্কৃতীদের গ্রেপ্তার করা হয়। পুরাতন মালদা থানার পুলিশ জানিয়েছে, গ্রামবাসীদের অভিযোগের পরিপ্রেক্ষিতে পুরো বিষয়টি নিয়ে তদন্ত শুরু করা হয়েছে।

লোকসভা ভোটের কাউন্টডাউন শুরু, গোঘাটে পুলিশের রুটমার্চ

নিজস্ব প্রতিবেদন, আরামবাগ: লোকসভা ভোটের কাউন্টডাউন শুরু। দিনক্ষণ ঘোষণা না হলেও অনেক জায়গাতেই তার মহড়া শুরু হয়ে গেছে। পুলিশ প্রশাসনের পক্ষ থেকে রুট মার্চ শুরু হয়েছে। আবার প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি আসছেন আরামবাগে। খুব সম্ভবত আরামবাগ থেকেই তিনি প্রচার শুরু করবেন। সুতরাং ভোটের দামামা বেজেই গেছে। আর তাই এবার শুরু হয়ে গেল রুট মার্চ। যদিও শুক্রবার গোঘাট থানায় ওসি নিরুপম মণ্ডলের নেতৃত্বে শুরু হয় এই রুট মার্চ। যদিও জানা গেছে, হুগলি এসপির নির্দেশেই এই রুট মার্চ করা হয় গোঘাটের প্রত্যন্ত এলাকা তথা উত্তেজনাপ্রবণ কিছু এলাকায়। সামনেই লোকসভা নির্বাচন। এই নির্বাচনে যাতে কোনো অপ্রীতিকর ঘটনা না ঘটে তার কারণেই জনসাধারণকে আশ্বস্ত করতে আগেভাগে এই রুটমার্চ। এই রুট মার্চে ছিলেন এসডিপিও সুপ্রভাত চক্রবর্তী, সিআই

অরূপ ভৌমিক, ছিলেন গোঘাট থানার ওসি নিরুপম মণ্ডল, বদনগঞ্জ বিট হাউসের দায়িত্বে থাকা অফিসার শুভজিৎ দে সহ গোঘাট প্রশাসনের আরো অন্যান্য আধিকারিকরা। শুক্রবার গোঘাট-২ ব্লকের শ্যামবাজার অঞ্চলে আদুয়া, লালপুর, শ্যামবাজার সহ শ্যামবাজার অঞ্চলের বিভিন্ন অলিগলিতে চলল রুট মার্চ। এরই সঙ্গে স্থানীয় মানুষদের সঙ্গেও কথা বলেন এই আধিকারিকরা। গোঘাট-২ ব্লকের বিভিন্ন গ্রাম পঞ্চায়েত খবরের শিরোনামেই মাঝে মধ্যে উঠে আসে আর গোঘাট-২ ব্লকের সেই সমস্ত পঞ্চায়েত বেছে বেছে চলছে রুট মার্চ। সাধারণ মানুষের সঙ্গে কথা বলে সাধারণ মানুষের সমস্যা জানার চেষ্টাও করেন আধিকারিকরা। তবে প্রশ্ন উঠছে সন্দেশখালি ও খানাকুলের ঘটনার পুনরাবৃত্তি যাতে না ঘটে তার জন্যই কি পুলিশের এই কর্মসূচি? আরামবাগের এসডিপিও সুপ্রভাত চক্রবর্তী এলাকার মানুষ জনকে আশ্বস্ত করে সাহস জোগান। অভয় দান করেন। এই বিষয় তিনি বলেন, এই রুটমার্চ হয় গোঘাট থানার বদনগঞ্জ বিট হাউসের নিয়ন্ত্রিত এলাকায়। ভোটারদের মনোবল বাড়ানোর জন্য করা হয়। এলাকার মানুষের সঙ্গে কথাও বলা হয়। সবমিলিয়ে এদিন প্রশাসনের এই রুট মার্চ হওয়ায় খুশি ওই এলাকার মানুষ।

জিআইসি হাউজিং ফিনান্স লি.

GIC HOUSING FINANCE LTD.

কর্পোরেট অফিস/রেজি. অফিস - ন্যাশনাল ইনস্যুরেন্স বিল্ডিং, ৭ম তল, ১৪, জামশেদজী টাটা রোড, চার্চগেট, মুম্বই-৪০০০২০, শাখা অফিস - ২১, আনন্দ আবাসন, গরিয়া স্টেশন রোড, গরিয়া, কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ - ৭০০০৮৪

টেলিফোন নং (০৩৩) ২৪৬২ - ০২৩৫ ইমেল : garia@gichf.co.in

প্রতীকী দখল নোটিশ

বিষয় - দখল নোটিশ ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের রুল ৮ এর সাব রুল (১) সংস্থান অধীনে দখলের বিজ্ঞপ্তি

যেহেতু নিম্নস্বাক্ষরকারী জিআইসিএইচএফএল এর অনুমোদিত অফিসার হিসেবে সংশ্লিষ্ট নিম্নোক্ত তারিখে ২০০২ সালের সারফেসি অইনের ১৩(২) ধারা অধীনে আপনাদের/ঋণগ্রহীতাদের নিম্নোক্তনাম্নীগণকে বকেয়া পরিমাণ নোটিশ পাওয়ার তারিখ থেকে ৬০ দিনের মধ্যে পরিশোধের জন্য এক দাবি নোটিশ ইস্যু করেছেন। আপনারা/ঋণগ্রহীতাগণ সংশ্লিষ্ট বকেয়া পরিমাণ আদায়দানে ব্যর্থ হওয়ায় নির্ধারিত সময়ে, ফলে **জিআইসিএইচএফএল** সংশ্লিষ্ট ২০০২ সালের সারফেসি আইনের ১৩ ধারার উপধারা (৪) এবং সংশ্লিষ্ট রুলের সংস্থান অধীনে প্রদত্ত ক্ষমতা বলে সংশ্লিষ্ট জামিনদত্ত সম্পদের প্রতীকী দখল নিম্নোক্ত মতে :

ক্রম নং	ফাইল নং/ঋণগ্রহীতা/ সহ-ঋণগ্রহীতা এবং জামিনদাতার নাম	সম্পত্তির ঠিকানা	মোট বকেয়া (দাবি নোটিশ অনুযায়ী) (টা.)	প্রেরিত দাবি নোটিশের তারিখ	প্রতীকী দখলের তারিখ
১.	শ্রী গাজী রবিউল ইসলাম (আবেদনকারী) এবং শ্রীমতি রেশমা পারভিন (সহ-আবেদনকারী) WB0700610001966	সংশ্লিষ্ট সকল অংশ জমির পরিমাণ আনুমানিক ১৩৯৭ বর্গফুট অবস্থিত গোপারপুর মন্ডল পাড়া, হোল্ডিং নং ২৫৭/এ, দাগ নং ১০, আরএস খতিয়ান নং ২৬৮১, জেএল নং ৩১, স্ট্রিট নাম : গোপালপুর মন্ডল পাড়া, সেক্টর ওয়ার্ড নং ১০, পিন কোড : ৭০০১৪৪, থানা : বারুইপুর, উক্ত সম্পত্তির চৌহদ্দি : উত্তরে ৮ ফুট চওড়া সাধারণ চলার পথ, দক্ষিণে : খালি জমি, পূর্বে : অন্যান্যর ভবন, পশ্চিমে : খালি জমি।	১৩,৭০,০৪৯/-	১৯.০১.২০২২	২৩.০২.২০২৪
২	শ্রী অনিল চৌধুরী (আবেদনকারী) এবং শ্রীমতি নয়নতারা চক্রবর্তী (সহ-আবেদনকারী) WB0700610001740	সংশ্লিষ্ট সকল অংশ জমির পরিমাণ আনুমানিক ১ কাঠা ৪ ছটাক ১৮ বর্গফুট অবস্থিত মৌজা : ইছাপুর, জেএল নং ৩, আরএস নং ৮৮, তৌজি নং ৬১৭, আরএস খতিয়ান নং ৩৬৮১, আরএস দাগ নং ২১১৯, পুরসভা হোল্ডিং নং পূর্বতন ৫১৪ বর্তমানে ৬৭১, নেতাজি পল্লি,ইছাপুর,থানা : নোয়াপাড়া, জেলা : উত্তর ২৪ পরগনা, পিন : ৭৪৩১২৮, উক্ত সম্পত্তির চৌহদ্দি : উত্তরে : দিগেন শীলের সম্পত্তি, দক্ষিণে : রতন রায় চৌধুরীর ভবন এবং ৪ ফুট চওড়া সাধারণ চলার পথ, পূর্বে :অন্যান্যর জমি, পশ্চিমে : দিলীপ রায় চৌধুরীর ভবন।	১২,৯৪,০২৫/-	৩০.১১.২০২১	২১.০২.২০২৪
৩	শ্রী তাপস সর (আবেদনকারী) এবং শ্রীমতি অনিতা সর (সহ-আবেদনকারী) WB0700610001909	সংশ্লিষ্ট সকল অংশ জমির পরিমাণ আনুমানিক ১.৮৬ শতক সমপরিমাণ ১ কাঠা ০২ ছটাক ০১ বর্গফুট- ১২.৫০ শতক জমি থেকে, অবস্থিত মৌজা : বনোগ্রাম, আরএস দাগ নং ১১/৮৮৭৫, এবং এলআর দাগ নং ৩১১১/৮৮৭৫, এলআর খতিয়ান নং ২৯১৫, তৌজি নং ৩৫১৭, জেএল নং ১১৬ পূর্বতন ২২৪, হোল্ডিং নং ৬৬৩/৫বি, বি এস নগর রোড,ওয়ার্ড নং ১৪, পূর্বতন ওয়ার্ড নং ১০, থানা : বনগাঁ, জেলা : উত্তর ২৪ পরগা, পিন : ৭৪৩২৩৫, উক্ত সম্পত্তির চৌহদ্দি : উত্তরে : নগেন্দ্র নাথ সরের সম্পত্তি, দক্ষিণে : নগেন্দ্র নাথ সর এর সম্পত্তি, পূর্বে : খোকা ঘোষ এবং সচীন বিশ্বাসের সম্পত্তি,পশ্চিমে : নগেন্দ্র নাথ সর এর সম্পত্তি এবং চওড়া সাধারণ চলার পথ।	১৪,৫৮,৭৬১/-	২২.১১.২০২২	২০.০২.২০২৪
৪	শ্রী মহ. হাসিবুর রহমান (আবেদনকারী) এবং শ্রীমতি সোহিদা খাতুন (সহ-আবেদনকারী) WB0700610001713	সংশ্লিষ্ট সকল অংশ বসবাসের ফ্ল্যাট নং ৩০১ , ৪র্থতলে, আয়ান অ্যাপার্টমেন্ট, পরিমাণ ৯৩৫ বর্গফুট, সুপার বিল্ট আপ এরিয়া অবস্থিত মৌজা : পোদরা, জেএল নং ৩৮, আরএস দাগ নং ৪৬৩, এলআর দাগ নং ৬০৭, এলআর খতিয়ান নং ৪২১৭, থানা : সাঁকরাইল, জেলা : হাওড়া, পিন : ৭১১১০৯। উক্ত সম্পত্তির চৌহদ্দি : উত্তরে : সাধারণ চলার পথ, দক্ষিণে : সাধারণ চলার পথ,পূর্বে : সাধারণ চলার পথ,পশ্চিমে : ফ্ল্যাট নং ৩০২ এবং ৩০৩।	২৫,৮১,৪৯১/-	২১.০২.২০১৮	২২.০২.২০২৪
৫	শ্রী বিধান বেইন (আবেদনকারী) এবং শ্রীমতি রমলা বেইন (সহ-আবেদনকারী) WB0700610001734	সংশ্লিষ্ট সকল অংশ ফ্ল্যাট নং সি৩, ৩য়তলে, পরিমাণ ৭০০ বর্গফুট সুপার বিল্ট আপ এরিয়া অবস্থিত প্রেমিসেস নং ২৯, রাখাল মুখার্জি রোড, ডাক ঠিকানা : ৬/১, রাখাল মুখার্জি রোড, মৌজা : বাসুদেবপুর, জেএল নং ১৫, তৌজি নং ৩৫১, আরএস দাগ নং ৩৪৯, আরএস খতিয়ান নং ১৯২, থানা : ঠাকুরপুকুর, জেলা :দক্ষিণ ২৪ পরগনা, পিন : ৭০০০৬১। উক্ত সম্পত্তির চৌহদ্দি : উত্তরে : ১৬ ফুট চওড়া রাখাল মুখার্জি রোড, দক্ষিণে : শ্রীমতি বনলতা দত্তর সম্পত্তি, পূর্বে : সুকুমার ঘোষালের ভবন, পশ্চিমে : ৮ ফুট চওড়া সাধারণ চলার পথ।	১৬,৭৯,০৬৬/-	১০.০১.২০১৯	২২.০২.২০২৪
৬	শ্রী শ্রীমন্থ হাইত (আবেদনকারী) এবং শ্রীমতি সোমা হাইত (সহ-আবেদনকারী) WB0700610002632	সংশ্লিষ্ট সকল অংশ বসবাসের ফ্ল্যাট ৪র্থতলে, পরিমাণ ৫৫০ বর্গফুট সুপার বিল্ট আপ এরিয়া অবস্থিত প্রেমিসেস নং ১৬১, নন্দন নগর, মৌজা : বাসুদেবপুর,জেএল নং ২, আরএস এবং সিএস দাগ নং ১০৫৫(অংশ),এলওপি নং ১৬১, হোল্ডিং নং ২২৮, থানা : বেলঘড়িয়া, জেলা : উত্তর ২৪ পরগনা, পিন : ৭০০০৮৩। উক্ত সম্পত্তির চৌহদ্দি : উত্তরে : এলওপি নং ১৬২, শ্রী দিফু দের সম্পত্তি, দক্ষিণে : ২৬ ফুট পুরসভা সড়ক,পূর্বে : এলওপি নং ১৬৪, শ্রীমতি নমিতা নস্করের জমি,পশ্চিমে : এলওপি নং ১৬০, বিনয় বোসের জমি।	১০,৮২,০৩৪/-	২৪.০১.২০২২	২৩.০২.২০২৪
৭	শ্রী শেখ আক্রম (আবেদনকারী) এবং শ্রীমতি জাহির শেখ (সহ-আবেদনকারী) WB0700610001653	সংশ্লিষ্ট সকল অংশ জমির পরিমাণ আনুমানকি ১৭ কাঠা অবস্থিত মৌজা র মল্লিক বাগান, আরএস দাগ নং ৩০৭১, এলআর দাগ নং ৩০৫৭, আরএস খতিয়ান নং ১৪, এলআর খতিয়ান নং ৬০৩, নিউ এলআর খতিয়ান নং ৪৩২৬, জেএল নং ৭, থানা : পাঁচলা, জেলা : হাওড়া, পিন : ৭১১৩২২। উক্ত সম্পত্তির চৌহদ্দি : উত্তরে : আখতার পুরোকাইতের ভবন, দক্ষিণে : নূর ইসলামের ভবন, পূর্বে : নিজস্ব খালি জমি,পশ্চিমে : প্রাইভেট চলার পথ/ পুকুর ।	৮,৩০,৪৯৯/-	০৩.০১.২০১৯	২২.০২.২০২৪
৮	শ্রী শান্তনু ঘোষ (আবেদনকারী) এবং শ্রীমতি সোনালি ঘোষ (সহ-আবেদনকারী) WB0700610001634	সংশ্লিষ্ট সকল অংশ বসবাসের ফ্ল্যাট নং বি/৪,২য়তলে,গ্রিন ভ্যালি অ্যাপার্টমেন্ট পরিমাণ ৫৩৭ বর্গফুট সুপার বিল্ট আপ এরিয়া অবস্থিত প্রেমিসেস নং ৩৪,গ্রিন পার্ক,মৌজা : বেলঘড়িয়া,জেএল নং ৩, আরএস নং ১৭, তৌজি নং ১৭৩, সিএস এবং আরএস খতিয়ান নং ৫৯৩ এবং ৯৮৯, দাগ নং ৬৯৮, ৬৮৪ হোল্ডিং নং ১১৪৩, ১১৪৩/১৩৫৫, ৩৫৬, থানা : বেলঘড়িয়া,পিন : ৭০০০৫৬। উক্ত সম্পত্তির চৌহদ্দি : উত্তরে : খোল জায়গা, দক্ষিণে : সিঁড়ি এবং লিফট এবং পরবর্তীতে ফ্ল্যাট নং বি/৩,পূর্বে : খোলা জায়গা,পশ্চিমে : ফ্ল্যাট নং বি/৫।	২০,৬০,৯৬৮/-	২২.১১.২০২২	২১.০২.২০২৪
৯	শ্রী কুশ মন্ডল (আবেদনকারী) WB0700610001714	সংশ্লিষ্ট সকল অংশ বসবাসের ফ্ল্যাট ২য়তলে, পরিমাণ ৪০০ বর্গফুট , সুপার বিল্ট আপ এরিয়া অবস্থিত প্রেমিসেস নং ৫৩/১,বাঘাযতীন,মৌজা : বড়েমাসুর,জেএল নং ৩১, তৌজি নং ২৪৬, খতিয়ান নং ২৮৪, ২৮৭, দাগ নং ১৫১, থানা : পাটুলি, জেলা : দক্ষিণ ২৪পরগনা,পিন : ৭০০০৮৬। উক্ত সম্পত্তির চৌহদ্দি :উত্তরে : রজন্ত মিত্রর সম্পত্তি, দক্ষিণে : ধীরেন্দ্র নাথ দত্তর সম্পত্তি, পূর্বে : ধীরেন্দ্র নাথ দত্তর সম্পত্তি,পশ্চিমে : ১২ ফুট চওড়া সড়ক।	১২,৫৪,৯৭৬/-	১৬.১১.২০২২	২১.০২.২০২৪
১০	শ্রী মহ. আতিক রহমান (আবেদনকারী) এবং শ্রীমতি নাজ রহমান (সহ-আবেদনকারী) WB0700110001610	সংশ্লিষ্ট সকল অংশ বসবাসের ফ্ল্যাট নং 'সি', ৩য়তলে, পরিমাণ ৭০০ বর্গফুট সুপার বিল্ট আপ এরিয়া অবস্থিত প্রেমিসেস নং ৫৪, বি বি চ্যাটার্জি রোড,ওয়ার্ড নং ৬৭, থানা: কসবা, জেলা : দক্ষিণ ২৪ পরগনা,পিন : ৭০০০৪২। উক্ত সম্পত্তির চৌহদ্দি : উত্তরে : ৫৮, বি বি চ্যাটার্জি রোড, দক্ষিণে : কে এম সি রোড, পূর্বে : ৫২, বি বি চ্যাটার্জি রোড, পশ্চিমে : অন্যান্যর জমি।	২২,৪৯,৯১৫/-	২১.০২.২০১৮	২৩.০২.২০২৪
১১	শ্রী স্বপন দাসগুপ্ত (আবেদনকারী) এবং শ্রীমতি মৌ দাসগুপ্ত (সহ-আবেদনকারী) WB0700610001736	সংশ্লিষ্ট সকল অংশ বসবাসের ফ্ল্যাট নং বি২, ২য়তলে, পরিমাণ ৭০০ বর্গফুট সুপার বিল্ট আপ এরিয়া অবস্থিত প্রেমিসেস নং ২৯, রাখাল মুখার্জি রোড,ডাক ঠিকানা ৬/১ রাখাল মুখার্জি রোড,মৌজা : বাসুদেবপুর, জেএল নং ১৫, তৌজি নং ৩৫১, আরএস দাগ নং ৩৪৯, আরএস খতিয়ান নং ১৯২,থানা : ঠাকুরপুকুর, জেলা : দক্ষিণ ২৪ পরগনা,পিন: ৭০০০৬১। উক্ত সম্পত্তির চৌহদ্দি : উত্তরে: ১৬ ফুট চওড়া রাখাল মুখার্জি রোড,দক্ষিণে : শ্রীমতি বনলতা দত্তর সম্পত্তি, পূর্বে : সুকুমার ঘোষালের ভবন,পশ্চিমে : ৮ ফুট চওড়া সাধারণ চলার পথ।	১৬,৫৭,৮২৩/-	০৩.০১.২০১৯	২২.০২.২০২৪
১২	শ্রী হরি গোপাল বাজোরিয়া (আবেদনকারী) এবং শ্রীমতি মীনা রানি বাজোরিয়া (সহ-আবেদনকারী) WB0700610001623	সংশ্লিষ্ট সকল অংশ বসবাসের ফ্ল্যাট নং এ ,২য়তলে, পরিমাণ ৭০০ বর্গফুট সুপার বিল্ট আপ এরিয়া অবস্থিত প্রেমিসেস নং ৫৪, বি বি চ্যাটার্জি রোড, ওয়ার্ড নং ৬৭, থানা : কসবা, জেলা : দক্ষিণ ২৪ পরগনা,পিন : ৭০০০৪২। উক্ত সম্পত্তির চৌহদ্দি : উত্তরে: ৫৮,বি বি চ্যাটার্জি রোড, দক্ষিণে : কেএমসি রোড,পূর্বে : ৫২, বি বি চ্যাটার্জি রোড, পশ্চিমে : অন্যান্যর জমি।	২৬,০৯,৩৬০/-	১৫.০৭.২০১৯	২৩.০২.২০২৪
১৩	শ্রী সুপ্রতীম রায় (আবেদনকারী) WB0700110001451	সংশ্লিষ্ট সকল অংশ বসবাসের ফ্ল্যাট ২য়তলে,পরিমাণ ৭৫০ বর্গফুট সুপার বিল্ট আপ এরিয়া অবস্থিত প্রেমিসেস নং ১১৯(১০৭), ঋষি বঙ্কিম রোড, আরএস নং ১০২, খতিয়ান নং ১৭২০, তৌজি নং ১৭৪, দাগ নং ৮১৪৬, থানা : নিমতা, জেলা : উত্তর ২৪ পরগনা, পিন : ৭০০০৫১। উক্ত সম্পত্তির চৌহদ্দি : উত্তরে : ১২ চওড়া ঋষি বঙ্কিম রোড, দক্ষিণে : মহানন্দ সাহার ভবন, পূর্বে : জ্যোতির্ময় ঘোষের ভবন, পশ্চিমে : শ্রী এস সাহার ভবন।	১৭,৩৫,৫৪৯/-	০৩.১০.২০১৮	২১.০২.২০২৪
১৪	শ্রীমতি রীনা নন্দী (আবেদনকারী) এবং শ্রী সাধক নন্দী (সহ-আবেদনকারী) WB0700610001694	সংশ্লিষ্ট সকল অংশ জমির পরিমাণ আনুমানিক ২.৯২৫ ডেসিমেল অবস্থিত মৌজা: নহিশামসলন্দপুর,জেএল নং ১৩২, আরএস খতিয়ান নং ১৫৯১, এলআর খতিয়ান নং ৬৩২, দাগ নং ৪৪২, থানা : হাবড়া, জেলা : উত্তর ২৪ পরগনা, পিন : ৭৪৩২৭১। উক্ত সম্পত্তির চৌহদ্দি : উত্তরে : প্রভাত নন্দীর সম্পত্তি,দক্ষিণে : সড়ক, পূর্বে : খোকন নন্দী এবং অন্যান্যর সম্পত্তি, পশ্চিমে: সাধারণ চলার পথ।	১০,৪১,২৫৩/-	২২.১১.২০২২	২০.০২.২০২৪
১৫	শ্রী গৌতম আইচ (আবেদনকারী) এবং শ্রীমতি বন্দনা আইচ (সহ-আবেদনকারী) WB0700610001425	সংশ্লিষ্ট সকল অংশ বসবাসের ফ্ল্যাট নং ১, ৪র্থতলে, মা তারা অ্যাপার্টমেন্ট, অবস্থিত হোল্ডিং নং ২৩/এ (পুনানো), ৪৩(নতুন), মধুসূদন রোড, মৌজা : গোরুই, জেএল নং ১৬, সিএস দাগ নং ১৩৩৬, সিএস খতিয়ান নং ১৯৯, আরএস খতিয়ান নং ৫৮৪, আরএস দাগ নং ১৮৬৪, থানা : দম দম, জেলা : উত্তর ২৪ পরগনা, পিন : ৭০০০৬৫। উক্ত সম্পত্তির চৌহদ্দি : উত্তরে : এভা রানি ঘোষ এর ভবন এবং ৮ ফুট সাধারণ চলার পথ,দক্ষিণে : জীবন রায়ের ভবন, পূর্বে : মিনু সরকারের ভবন, পশ্চিমে : এভা রানি ঘোষের ভবন।	১৫,৬০,৮৮৯/-	২১.০২.২০১৮	২১.০২.২০২৪
১৬	শ্রী শরদিন্দু পাত্র (আবেদনকারী) এবং শ্রীমতি কমলা পাত্র (সহ-আবেদনকারী) WB0700610001574	সংশ্লিষ্ট সকল অংশ জমির পরিমাণ আনুমানিক ৫ ডেসিমেল অবস্থিত মৌজা : দুইলা,জেএল নং ৩৫, তৌজি নং ৭৩৬, খতিয়ান নং ৫০৩, দাগ নং ৬৮৮, থানা : সাঁকরাইল, জেলা : হাওড়া, পিন : ৭১১৩০২। উক্ত সম্পত্তির চৌহদ্দি : উত্তরে : অংশ দাগ নং ৬৯৬, দক্ষিণে : ৪ ফুট চওড়া সাধারণ চলার পথ দাগ নং ৬৮৩ অধীন এবং অংশ দাগ নং ৬৮৪। পূর্বে : অংশ দাগ নং ৬৮২, পশ্চিমে : ৮ ফুট চওড়া পঞ্চায়েত সড়ক।	১২,৫০,৯৭০/-	১৮.১২.২০১৭	২২.০২.২০২৪
১৭	শ্রী মধুসূদন মন্ডল (আবেদনকারী) এবং শ্রীমতি রাধা মন্ডল (সহ-আবেদনককারী) WB0700610001888	সংশ্লিষ্ট সকল অংশ জমির পরিমাণ আনুমানিক ০৩ কাঠা - ৪২ শতক জমি থেকে অবস্থিত মৌজা : মামুদপুর, আরএস দাগ নং ৪১৩৫, এলআর দাগ নং ৪৪৯৮, তৌজি নং ১১৯৩, আরএস নং ৭০, জেএল নং ৯, থানা : নৈহাটি, জেলা :উত্তর ২৪ পরগনা, পিন : ৭৪৩১৬৬। উক্ত সম্পত্তির চৌহদ্দি : উত্তরে : শ্রী সমরজিৎ কুমার ভদ্রর জমি, দক্ষিণে : শ্রী প্রদীপ দত্তর জমি,পূর্বে : শ্রী গুরুদাস বিশ্বাসের জমি,পশ্চিমে : ৬ ফুট চওড়া সাধারণ চলার পথ।	২৯,৭৭,১৪০/-	২১.১১.২০২২	১৯.০২.২০২৪
১৮	শ্রী চন্দন কুমার ঘোষ (আবেদনকারী) WB0700610001463	সংশ্লিষ্ট সকল অংশ জমির পরিমাণ আনুমানিক ২ কাঠা এবং তদস্থিত ভবন পরিমাণ আনুমানিক ৯০০ বর্গফুট অবস্থিত মৌজা : চক কাঠালিয়া,জেএল নং ৬, আরএস নং ৭১, তৌজি নং ১৭২, আরএস খতিয়ান নং ১৫৯, আরএস দাগ নং ২১২, থানা : টিটাগড়, জেলা : উত্তর ২৪ পরগনা,পিন : ৭০০১২১। উক্ত সম্পত্তির চৌহদ্দি : উত্তরে : বিশ্বজিৎ ঘোষের ভবন,দক্ষিণে : ৮ ফুট সাধারণ চলার পথ, পূর্বে : অতনু দাসের ভবন,পশ্চিমে : জ্যোতিষ মন্ডলের ভবন।	১০,১২,১৯৫/-	১৬.১১.২০২২	২১.০২.২০২৪
১৯	শ্রী শম্ভুনাথ দেব (আবেদনকারী) এবং শ্রীমতি দীপালি দেব (সহ-আবেদনকারী) WB0700610001853	সংশ্লিষ্ট সকল অংশ জমির পরিমাণ আনুমানিক ৪ কাঠা বা ৬ ডেসিমেল কমবেশি অবস্থিত জেলা হুগলি, মৌজা :রিষড়া,জেএল নং ২৭, আরএস নং ১৭৫৭, তৌজি নং ৩৮৭৬, , সিএস খতিয়ান নং ১৪২০, আরএস খতিয়ান নং ৩৪৩৩/১, এলআর খতিয়ান নং ১১৭৪০, আরএস দাগ নং ২১৭৭, এলআর দাগ নং ৫৭৪৪, থানা: শ্রীরামপুর, পিন: ৭১২২৫০। উক্ত সম্পত্তির চৌহদ্দি : উত্তরে : ৬ ফুট চওড়া সাধারণ চলার পথ,দক্ষিণে :বি বিশ্বাসের সম্পত্তি, পূর্বে : এম কংসবণিকের সম্পত্তি, পশ্চিমে : বি বিশ্বাসের সম্পত্তি।	১১,৮১,৮২১/-	১৫.১১.২০২২	২১.০২.২০২৪
২০	শ্রী জগবীর কুমার সিং (আবেদনকারী) এবং শ্রীমতি জয়া দেবী (সহ-আবেদনকারী) WB0700610002634	সংশ্লিষ্ট সকল অংশ বসবাসের ফ্ল্যাট নং কে , ৪র্থতলে, পরিমাণ ১০৩৮ বর্গফুট সুপার বিল্ট আপ এরিয়া জি-৩ তলা ভবনে অবস্থিত মৌজা : কসবা, পরগনা : কলকাতা, জেএল নং ১৩, হোল্ডিং নং ৫৭, তৌজি নং ১২৯৮/২৮৩৩, এসআর শিয়ালদহ,থানা : কসবা, খতিয়াননং ১৪০৭, দাগ নং ১৬৫১, জেলা উত্তর ২৪ পরগনা, হোল্ডিং নং ৭এফ বেদিয়াডাঙ্গা মসজিদ বাড়ি বাই লেন, থানা : কসবা, কলকাতা : ৭০০০৩৯। উক্ত সম্পত্তির চৌহদ্দি : উত্তরে : ৭কে বেদিয়াডাঙ্গা মসজিদ বাড়ি বাই লেন, দক্ষিণে : ১৬ ফুট চওড়া সড়ক,পূর্বে : ৭এল বেদিয়াডাঙ্গা বাই লেন, পশ্চিমে : সড়ক।	২৫,৭৪,৫৫২/-	১৬.১১.২০২২	২২.০২.২০২৪
২১	শ্রী মধু ভট্টাচার্য (আবেদনকারী) এবং শ্রীমতি মৌপি ভট্টাচার্য (সহ-আবেদনকারী) WB0700110001483	সংশ্লিষ্ট সকল অংশ বসবাসের ফ্ল্যাট ''মা তারা অ্যাপার্টমেন্ট'' ফ্ল্যাট নং ০২, ২য়তলে, পরিমাণ ৭০০ বর্গফুট সুপার বিল্ট আপ এরিয়া অবস্থিত মৌজা : গোরুণ, জেএল নং ১৬, সিএস দাগ নং ১৩৩৬, সিএস খতিয়ান নং ১৯৯, আরএস খতিয়ান নং ৫৮৪, আরএস দাগ নং ১৮৬৪, দক্ষিণ দমদম পুরসভা অধীন, থানা : দমদম, ওয়ার্ড নং ৫, হোল্ডিং নং ২৩/এ, (পুরানো), ৪৩ (নতুন), মধুসূদন রোড, কলকাতা : ৭০০০৬৫, উক্ত সম্পত্তির চৌহদ্দি : উত্তরে : আভা রানি ঘোষের ভবন, দক্ষিণে : জীবন রায়ের ভবন, পূর্বে : মিনু সরকারের ভবন, পশ্চিমে : আভা রানি ঘোষের ভবন।	১৬,৮৮,৫৯৮/-	২১.০২.২০১৮	২১.০২.২০২৪
২২	শ্রী মহ. আকবর হোসেন (আবেদনকারী) এবং শ্রীমতি আবিদা সুলতানা (সহ-আবেদনকারী) WB0700610001783	সংশ্লিষ্ট সকল অংশ বসবাসের ফ্ল্যাট ''আয়ান অ্যাপার্টমেন্ট'' ফ্ল্যাট নং ৪০১, পঞ্চমতলে, পিছনের দিকে, পরিমাণ আনুমানিক ৯৩৫ বর্গফুট (২০ শতাংশ সুপার বিল্ট আপ এরিয়া সহ) অবস্থিত মৌজা : পোদরা,জেএল নং ৩৮, আরএস দাগ নং ৪৬৩,এলআর দাগ নং ৬০৭, এলআর খতিয়ান নং ৪২১৭, স্থানীয় থানামাকুয়া গ্রাম পঞ্চায়েত অধীন, থানা : সাঁকরাইল, জেলা : হাওড়া, পিন : ৭১১১০৯। উক্ত সম্পত্তির চৌহদ্দি : উত্তরে : সাধারণ চলার পথ, দক্ষিণে : সাধারণ চলার পথ, পূর্বে : সাধারণ চলার পথ, পশ্চিমে : ফ্ল্যাট নং ৪০২ এবং ৪০৩।	২৫,৪১,৫৮১/-	২১.০২.২০১৮	২২.০২.২০২৪
২৩	শ্রী অনিন্দ্য দত্ত (আবেদনকারী) এবং শ্রীমতি শতাব্দী দত্ত (সহ-আবেদনকারী) WB0700610003201	সংশ্লিষ্ট সকল অংশ বসবাসের ফ্ল্যাট নং জি-২ পরিমাণ এরিয়া ৫৯০ বর্গফুট সুপার বিল্ট আপ এরিয়া সহ অবস্থিত মৌজা: বনহুগলি, জেএল নং ৬, আরএস নং ৫, তৌজি নং ৩০২৭, খতিয়ান নং ৫৩, দাগ নং ১৬২০, থানা : বরাহনগর পুরসভা, ওয়ার্ড নং ২/১, এন কে চ্যাটার্জি লেন, কলকাতা : ৭০০০৩৫। স্থানীয় বরাহনগর পুরসভার ওয়ার্ড নং ১২ (নতুন), হোল্ডিং নং ৩৫৫ অধীন, এডিএসআর কাশীপুর-দমদম অধীন। উক্ত সম্পত্তির চৌহদ্দি : উত্তরে : আশুতোষ ঘোষের ভবন, দক্ষিণে : ১২ ফুট চওড়া এন কে চ্যাটার্জি লেন, পূর্বে : প্রকাশ ঘোষের ভবন, পশ্চিমে : অন্যান্যর সম্পত্তি।	১৭,০৩,৯২১/-	১৬.১১.২০২২	২১.০২.২০২৪
২৪	শ্রী সুমিত সেনগুপ্ত (আবেদনকারী) এবং শ্রী সঞ্জয় সেনগুপ্ত (সহ-আবেদনকারী) WB0700610001706	সংশ্লিষ্ট সকল অংশ বসবাসের ফ্ল্যাট নং ৩০২ ,৩য়তলে, সুপার বিল্ট আপ এরিয়া ৮৫০ বর্গফুট অবস্থিত হোল্ডিং নং ৩০২, পূর্ব সিঁথি রোড, কলকাতা : ৭০০০৩০, মৌজা : পূর্ব সিঁথি, জেএল নং ২২, আরএস নং ৮, তৌজি নং ১২৯৮/২৮৩৩, সিএস/আরএস দাগ নং ৩৬০, সিএস খতিয়ান নং ৯৭, আরএস খতিয়ান নং ১০১৯, দক্ষিণ দমদম পুরসভা অধীন ওয়ার্ড নং ১৩, থানা : দমদম, পিন : ৭০০০৩০। উক্ত সম্পত্তির চৌহদ্দি : উত্তরে : শ্রী মজুমদারের ভবন হোল্ডিং নং ৫৫/৩৮ পূর্ব সিঁথি রোড,দক্ষিণে : ১৬ ফুট চওড়া পুর সড়ক, পূর্বে : শ্রী দাসের ভবন, ১৬৯ পূর্ব সিঁথি রোড, পশ্চিমে : ৩০ ফুট চওড়া পুর সড়ক।	২৪,৭১,৮৩৮/-	১৪.০১.২০১৯	২১.০২.২০২৪
২৫	শ্রীমতি অদিতি মুখার্জি (আবেদনকারী) এবং শ্রী অরিন্দম মুখার্জি এবং শ্রী বিমল চন্দ্র দে (সহ-আবেদনকারী) WB0700610002350	সংশ্লিষ্ট সকল অংশ বসবাসের ফ্ল্যাট নং ডি,একতলায় ব্লক নং ২, ''বীরেন্দ্রআবাসন'' ভবনে সুপার বিল্ট আপ এরিয়া ৬২১ বর্গফুট অবস্থিত জেলা : উত্তর ২৪ পরগনা, থানা : খড়দহ, সাব রেজিস্ট্রি অফিস : বারাকপুর, মৌজা: রহড়া, জেএল নং ৩, আরএস নং ৬১, তৌজি নং ১৮৪-১৯০, আরএস খতিয়ান নং ৫২৫, ৯৮১, ৯৮২, ৯৮৩, ৯৮৪, আরএস দাগ নং ৯৮৯, ৯৯০, ৯৯১, ৯৯২, ৯৯৩, খড়দহ পুরসভার ওয়ার্ড নং ৪ অধীন, হোল্ডিং নং ২৪/১৩/৮, ওল্ড ক্যালকাটা রোড, পো : রহড়া, থানা : খড়দহ, কলকাতা : ৭০০১১৮, উক্ত সম্পত্তির চৌহদ্দি : উত্তরে : নৃপেন্দ্র মুখার্জি, দক্ষিণে : ১৪ ফুট চওড়া সাধারণ চলার পথ,পূর্বে : ওল্ড ক্যালকাটা রোড, পশ্চিমে : কিশোরীধান বন্দ্যোপাধ্যায় এবং অন্যান্য।	১২,৯২,৯৯২/-	১৬.১১.২০২২	২১.০২.২০২৪
২৬	শ্রী অজিত গিরি (আবেদনকারী) এবং শ্রী দীপক গিরি (সহ-আবেদনকারী) WB0700610002539	সংশ্লিষ্ট সকল অংশ বসবাসের ফ্ল্যাট নং ২, একতলা পূর্ব দিকে পরিমাণ ৪৮৮ বর্গফুট সুপার বিল্ট আপ এরিয়া অবস্থিত মৌজা কসবা, জেএল নং ১৩, খতিয়ান নং ২৫১৯, দাগ নং ৩২০০, কলকাতা পৌরসংস্থার ওয়ার্ড নং ১০৭, বোরো নং ১২, পরিচিত এবং সংখ্যায়িত প্রেমিসেস নং ১০২, রুবি পার্ক (পূর্ব) থানা - কসবা, কলকাতা - ৭০০০৭৮। উক্ত সম্পত্তির চৌহদ্দি - উত্তরে - ১২ ফুট চওড়া ব্যক্তিগত চলার পথ, দক্ষিণে - নিকাশি পূর্বে - প্লট নং ১২ পশ্চিমে - প্লট নং ৬, অনীমা ঘটক এবং প্লট নং ১৪ নমিতা লাহিড়ির।	১২,৫৭,৬০৪/-	১৬.১১.২০২২	২২.০২.২০২৪
২৭	শ্রী অমিত বিশ্বাস (আবেদনকারী) এবং শ্রীমতি জয়ন্তী বিশ্বাস (সহ-আবেদনকারী) WB0700610001594	সংশ্লিষ্ট সকল অংশ বসবাসের ফ্ল্যাট নং বি৩, অম্বিকা অ্যাপার্টমেন্ট ৩য় তল, পরিমাণ ৭৪২ বর্গফুট সুপার বিল্ট আপ এরিয়া অবস্থিত মৌজা - নোয়াপাড়া, জেএল নং ২, তৌজি নং ২৪৬০-২৪৬১, দাগ নং ৮৯৯, এবং এলআর দাগ নং ৩৯১৬ এবং ৩৯০৬, আরএস খতিয়ান নং ৫৩১, সেক্টর ওয়ার্ড নং ৬, হোল্ডিং নং ৮০, গারুলিয়া মেন রোড, পিন কোড - ৭৪৩১৩৩, থানা - নোয়াপাড়া, উক্ত সম্পত্তির চৌহদ্দি - উত্তরে - পীযূষ সরকারের সম্পত্তি, দক্ষিণে - ২৪ ফুট চওড়া গারুলিয়া মেন রোড, পূর্বে - ৬ ফুট চওড়া চলার পথ, পশ্চিমে - ৬ ফুট চওড়া চলার পথ।	২০,২৪,৫৪৫/-	১৮.০১.২০২২	১৯.০২.২০২৪
২৮	শ্রী প্রাণতোষ বেরা (আবেদনকারী) এবং শ্রীমতি দেবশ্রী মাঝি (সহ-আবেদনকারী) WB0700610001393	সংশ্লিষ্ট সকল অংশ বসবাসের ফ্ল্যাট নং ডি, ৩য় তলে পরিমাণ আনুমানিক ৭৫৫ বর্গফুট সুপার বিল্ট আপ এরিয়া ওম শান্তি হোমস ভবনের অবস্থিত মৌজা - চকচাতুরিয়া, জেএল নং ৩৬, আরএস খতিয়ান নং ২৩, এলআর খতিয়ান নং ৫৬৭, আরএস এবং এলআর দাগ নং ৬৫, হোল্ডিং নং এন/১, থানা - বারাসত, এডিএসআর কদম্বগাছি দক্ষিণ ২৪ পরগনা ওয়ার্ড নং ৪, স্থানীয় বারাসত পুরসভা অধীন পিন কোড - ৭০০১২৬। উক্ত সম্পত্তির চৌহদ্দি - উত্তরে - দাগ নং ৬৪, দক্ষিণে - সাধারণ চলার পথ, পূর্বে - বাণী নিকেতন স্কুল রোড পশ্চিমে - দাগ নং ৬৬।	১৫,৮৬,৮২৪/-	১১.১০.২০১৮	২০.০২.২০২৪
২৯	শ্রী পরিতোষ সর্দার (আবেদনকারী) এবং শ্রীমতি গায়ত্রী সর্দার (সহ-আবেদনকারী) WB0700610001569	সংশ্লিষ্ট সকল অংশ জমির পরিমাণ আনুমানিক ১ কাঠা ৬ ছটাক ২০ বর্গফুট অবস্থিত মৌজা - পশ্চিম ইছাপুর, এলআর দাগ নং ১৫১৫, আরএস দাগ নং ১৪৯২, আরএস খতিয়ান নং ২০৬, এলআর খতিয়ান নং ৬৫৮, হোল্ডিং নং ১৫৮৪ (পুরানো) এন/৭৫ (নতুন) স্ট্রিটের নাম মৌলানা আজাদ রোড, সেক্টর ওয়ার্ড নং ৮, পিন কোড - ৭০০১২, থানা - বারাসত। উক্ত সম্পত্তির চৌহদ্দি - উত্তরে - সুভাষ সাহা দক্ষিণে - প্লট নং এফ এবং ১০ ফুট চওড়া পুরসড়ক পূর্বে - প্লট নং জি এবং লতিকা আচার্য পশ্চিমে - অন্যান্যর জমি	১৭,৬৫,৬১৭/-	১৫.১১.২০২২	২০.০২.২০২৪
৩০	শ্রী বুদ্ধদেব বিশ্বাস (আবেদনকারী) এবং শ্রীমতি সুমনা বিশ্বাস (সহ-আবেদনকারী) WB0700610001617	সংশ্লিষ্ট সকল অংশ জমির পরিমাণ আনুমানিক ৯ শতক - ৩১ শতক জমি থেকে অবস্থিত মৌজা - ভোগালি, সিএস দাগ নং ৬৪৭ আরএস দাগ নং ৭৩৬, আরএস খতিয়ান নং ৬০৮, এলআর খতিয়ান নং ৬০৮, এলআর খতিয়ান নং ২১৩৪ এবং তৌজি নং ৫৮৬, আরএস নং ১০, জেএল নং ৫৬, স্ট্রিটের নাম ভোগালি, পিন কোড - ৭০০১৩৫, থানা - কাশীপুর। উক্ত সম্পত্তির চৌহদ্দি - উত্তরে - কানাই লাল বিশ্বাসের ভবন, দক্ষিণে - নিতাই সর্দারের ভবন, পূর্বে - পঞ্চায়েত সড়ক, পশ্চিমে - পুকুর।	১২,৬৬,৬৫২/-	২১.১১.২০১৮	১৯.০২.২০২৪
৩১	শ্রী রামানুজ মল্লিক (আবেদনকারী) এবং শ্রীমতি তুলিকা মল্লিক (সহ-আবেদনকারী) WB0700110001611	সংশ্লিষ্ট সকল অংশ বসবাসের ফ্ল্যাট নং ডি, ৩য় তলে পরিমাণ ৭০০ বর্গফুট সুপার বিল্ট আপ এরিয়া অবস্থিত বি বি চ্যাটার্জি রোড, প্রেমিসেস নং ৫৪, স্ট্রিট নং ৫৪, সেক্টর ওয়ার্ড নং ৬৭, পিন কোড - ৭০০০৪২ থানা - কসবা, উক্ত সম্পত্তির চৌহদ্দি - উত্তরে - ৫৮ বি বি চ্যাটার্জি রোড, দক্ষিণে - বি বি চ্যাটার্জি রোড, পূর্বে - ৫২ বি বি চ্যাটার্জি রোড, পশ্চিমে - অন্যান্যর জমি।	২৯,৫০,৮৪২/-	১৫.০৭.২০১৯	২৩.০২.২০২৪
৩২	শ্রী সান্তনু সুর (আবেদনকারী) এবং শ্রীমতি সুকন্যা সুর (সহ-আবেদনকারী) WB0700610001409	সংশ্লিষ্ট সকল অংশ বসবাসের ফ্ল্যাট, মা তারা অ্যাপার্টমেন্টে ৪র্থ তলে পরিমাণ ৬৫০ বর্গফুট সুপার বিল্ট আপ এরিয়া অবস্থিত জেএল নং ১৬, সিএস দাগ নং ১৩৩৬, সিএস খতিয়ান নং ১৯৯, আরএস খতিয়ান নং ৫৮৪, আরএস দাগ নং ১৮৬৪, থানা - দমদম, ওয়ার্ড নং ৫, হোল্ডিং নং ২৩/এ (পুরনো) ৪৩ (নতুন) মধুসূদন রোড, কলকাতা ৭০০০৬৫ উত্তর ২৪ পরগনা। উক্ত সম্পত্তির চৌহদ্দি - উত্তরে - ৮ ফুট চওড়া সাধারণ চলার পথ, দক্ষিণে - জীবন রায়ের ভবন, পূর্বে - মিনু সরকারের ভবন, পশ্চিমে - রানী ঘোষের ভবন।	১৬,৭৮,৭৬৩/-	২১.০২.২০১৮	২১.০২.২০২৪
৩৩	শ্রী সৈয়দ আবদুর রৌফ (আবেদনকারী) এবং শ্রীমতি তানি রানি (সহ-আবেদনকারী) WB0700610001705	সংশ্লিষ্ট সকল অংশ জমির পরিমাণ আনুমানিক ৪.৫০ শতক অবস্থিত মৌজা - সাংমুড়া, আরএস এবং এলআর দাগ নং ১৮৩, আরএস খতিয়ান নং ৮৩, এলআর খতিয়ান নং ৩৮০, ১৬৯, ৪৭৬ এবং ১৯৭ নতুন এলআর খতিয়ান নং ২০০৪, তৌজি নং ১৪৬, আরএস নং ৯৫, জেএল নং ১০২, হোল্ডিং নং ৬৩/১, নিরঘিম সাহা রোড, জেলা উত্তর ২৪ পরগনা, থানা - বারাসত, পিন - ৭০০১২৫। উক্ত সম্পত্তির চৌহদ্দি - উত্তরে - ১৬ ফুট চওড়া পুরসড়ক, দক্ষিণে - ইদু বিবির ভবন, পূর্বে - আবদুল রজ্জাকের ভবন, পশ্চিমে - হরিদুল্লার ভবন।	১২,৫৫,৭৮৪/-	১৮.১২.২০১৭	২০.০২.২০২৪
৩৪	শ্রী শুভদীপ বোস (আবেদনকারী) এবং শ্রীমতি দোলা দে (সহ-আবেদনকারী) WB0700610001988	সংশ্লিষ্ট সকল অংশ বসবাসের ফ্ল্যাট নং বি-৩, ৪র্থ তলে, পরিমাণ ৫০০ বর্গফুট সুপার বিল্ট আপ এরিয়া অবস্থিত মৌজা - বেহালা, ইপি নং ১৮৫, আরএস দাগ নং ৬৪৫৪ (অংশ) খতিয়ান নং ৫৭৪৮, তৌজি নং ৩৪৬, আরএস নং ৮৩, জেএল নং ২, প্রেমিসেস নং ১৩১৯, জয়রামপুর জালা রোড, ওয়ার্ড নং ১২৯, জেলা - দক্ষিণ ২৪ পরগনা, থানা - পর্ণশ্রী পূর্বতন বেহালা, পিন - ৭০০০৬০ উক্ত সম্পত্তির চৌহদ্দি - উত্তরে - প্লট নং ১৯, দক্ষিণে - ১০ ফুট চওড়া সাধারণ চলার পথ, পূর্বে - নবীন চন্দ্র বৈদ্যর ভবন পশ্চিমে - ২৩ ফুট চওড়া জয়রামপুর জলা রোড।	১৩,৫৮,৬২৮/-	১৬.১১.২০২২	২১.০২.২০২৪
৩৫	শ্রী শুভঙ্কর আচার্য (আবেদনকারী) এবং শ্রী তপন আচার্য (সহ-আবেদনকারী) WB0700610001844	সংশ্লিষ্ট সকল অংশ বসবাসের ফ্ল্যাট নং ৬, ৪র্থ তলে পরিমাণ ৬০০ বর্গফুট সুপার বিল্ট আপ এরিয়া অবস্থিত ৪১৫ এমএন রায় রোড, ওয়ার্ড নং ১৭, সিএস দাগ নং ১৬৮৩, জেএল নং ৩৭, খতিয়ান নং ১১৪৩/২, পিন কোড - ৭০০১৪৯, থানা - সোনারপুর, উক্ত সম্পত্তির চৌহদ্দি - উত্তরে - জমি সিএস দাগ নং ১৬৬৪, দক্ষিণে - সুব্রত সাঁধুখার ভবন, পূর্বে - ৮ ফুট চওড়া সাধারণ চলার পথ পশ্চিমে - ২১ ফুট চওড়া এমএন রায় রোড।	১৭,৬৬,৮২৫/-	১৯.০১.২০২২	২১.০২.২০২৪
৩৬	শ্রী শেখ সাব্বির হোসেন (আবেদনকারী) এবং শ্রীমতি রেজওয়ানা পারভিন (সহ-আবেদনকারী) শ্রী শেখ হায়দার হোসেন (সহ-আবেদনকারী) WB0700610002255	সংশ্লিষ্ট সকল অংশ জমির পরিমাণ আনুমানিক ১ কাঠা ১২ ছটাক ১.৯৩ বর্গফুট এবং তদস্থিত ভবন অবস্থিত মৌজা - পাঁচুর আরএস দাগ নং ১৪১৭, আরএস খতিয়ান নং ৪৩২ জেএল নং ৩, এলআর দাগ নং ১৪১৭, এলআর খতিয়ান নং ৯২৬৯, ওয়ার্ড নং ৮, ভবন নং বি-৩-২/১২৫ স্ট্রিট নাম সন্তোষপুর রোড বাইলেন ১, কলকাতা - ৭০০০৬৬, জেলা - দক্ষিণ ২৪ পরগনা উক্ত সম্পত্তির চৌহদ্দি - উত্তরে - মণিখালি ক্যানাল দক্ষিণে - ৪ ফুট চওড়া সাধারণ চলার পথ পূর্বে - ৪ ফুট চওড়া সাধারণ চলার পথ পশ্চিমে - শ্রী এন এল রায় এবং অন্যান্যর ভবন।	২৩,৮০,৫৮৮/-	১৯.০৯.২০১৮	২১.০২.২০২৪

এই বিজ্ঞপ্তির পরেও ঋণগ্রহীতাদের এতদ্বারা আহ্বান জানানো হচ্ছে এই বিজ্ঞপ্তির তারিখের ৭ দিনের মধ্যে **জিআইসিএইচএফএল**-এর কাছে সম্পর্কিত সম্পত্তির খালি ও শান্তিপূর্ণ হস্তান্তরের জন্য, নতুবা নিম্নস্বাক্ষরকারী বাধ্য হবেন জোর করে উপরোক্ত সম্পত্তির বাস্তবিক দখল নিতে এবং/বা উপরোক্ত সম্পত্তির বিক্রির প্রক্রিয়া গ্রহণ করতে এই তারিখ থেকে ৩০ দিন সময়কালের পরে **সারফেইসি অ্যাক্ট, ২০০২** এবং তথাকার রুলস অধীনে ব্যবস্থিত পদ্ধতি অবলম্বনের মাধ্যমে।

ঋণগ্রহীতাগণ এবং সাধারণভাবে জনসাধারণকে এতদ্বারা সতর্ক করা হচ্ছে, উপরে উল্লিখিত সম্পত্তির/জামিনযুক্ত পরিসম্পত বা তার যেকোনো অংশ নিয়ে কাজ কারবার না করতে এবং উক্ত সম্পত্তি/জামিনযুক্ত পরিসম্পদ নিয়ে যেকোনো কাজ কারবার অত্র উপরে সম্পত্তির পার্শ্বে বর্ণিত অর্থের জন্য **জিআইসিএইচএফএল** সম্পূর্ণ পেমেন্ট পর্যন্ত তার ওপর আরও সুদ সহ প্রদেয় হবে।

জামিনযুক্ত পরিসম্পৎ পরিশোধের জন্য প্রাপ্তব্য সময় সম্পর্কে অ্যাক্টের ১৩ ধারার (৮) উপধারার বিধানাবলির প্রতি ঋণগ্রহীতাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হচ্ছে।

তারিখ : ২৪.০২.২০২৪
স্থান : গরিয়া

জিআইসি হাউজিং ফিনান্স লি.-এর পক্ষে
স্বা/-
অনুমোদিত অফিসার

বর্ধমান পুরসভার বাজেট পেশ

নিজস্ব প্রতিবেদন, বর্ধমান: বর্ধমান পুরসভার ২০২৪-২০২৫ বাজেট পেশ হল শুক্রবার বর্ধমান পুরসভার কনফারেন্স হলে। এদিনের এই বাজেট পেশে উপস্থিত ছিলেন পুরসভার চেয়ারম্যান পরেশচন্দ্র সরকার, বিধায়ক খোকন দাস, ভাইস চেয়ারম্যান মৌসুমী দাস সহ অনান্যরা।

এদিন সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে পুরসভার চেয়ারম্যান পরেশচন্দ্র সরকার জানান, এটা বর্তমান বোর্ডের দ্বিতীয় বাজেট। এবার বর্ধমান পুর উৎসবে আয় হয়েছে ৫৬ লক্ষ টাকা, সেই টাকা ব্যয় হবে অনুষ্ঠান বাড়ি তৈরিতে, কারণ পুরসভার আয় দরকার প্রত্যেক মাসে পুরসভার বিভিন্ন খাতে খরচ হয় ৪ কোটি টাকা, এছাড়াও বর্ধমান পুরসভার অন্তর্গত নির্মলঝিল শ্মশানে সৌন্দর্যায়ন করা হয়েছে। পাশাপাশি দিঘা ও পুরীতে পর্যটকদের জন্য হলিডে হোমের চিন্তাভাবনা করা হয়েছে বলেও জানান তিনি।

তিনি আরও জানান, বর্ধমান পুরসভার উৎসব ময়দানটিকে মেলা বন্ধন করার জন্য চারিদিকে প্রাচীর সহ মূল প্রবেশদ্বারটিকে সুন্দরভাবে তৈরি করা হয়েছে। এছাড়াও শহরে কী কী উন্নতি করা হয়েছে, পুরসভার পক্ষ থেকে কত ব্যায় হয়েছে সমস্ত দিক তুলে ধরেন চেয়ারম্যান পরেশচন্দ্র সরকার।

Date Corrigendum-1

NIT No. (i)SFDC/MD/NIT-44(e)/2023-24 (2nd Call) (Sl. No. 1),**(ii) SFDC/MD/NIT - 46(e) /2023-24 (Sl. No.-1)**

Tender Id:
(I) 2024_SFDCL_662579_1,
(ii) 2024_SFDCL_662825_1

Schedule of Dates:
Bid Submission End Date 05/03/2024 at 4.00 p.m.
Date of opening Technical Bid - 07/03/2024 at 4.00 p.m.
Note:- Details of information are available in the website
https://wbtenders.gov.in.

NOTICE INVITING TENDER

Sealed tender hereby invited by the undersigned against **N.I.T No. Icha-I/ 057/2023-24** -Dated -22/02/2024 - 3 Nos scheme, **N.I.T No. Icha-I/058/2023-24** -Dated-22/02/2024 - 4 Nos scheme & **N.I.T No – Icha-I/059/2023-24** -Dated -22/02/2024 – 3 nos scheme under 15th F.C fund .& **N.I.T No. Icha-I/060/2023-24**-Dated -**22/02/2024--3nos** scheme, **N.I.T No. Icha-I/061/2023-24** Dated -**22/02/2024,** 1nos scheme under 5th SFC Bid Submission End Date: **02/03/2024 upto 6 PM**. Technical Bid Opening Date -**05/03/2024. At 11 AM** Detailed information may be obtained from the office of the undersigned in any working day.

Sd/- Prodhan
Ichapur-I Gram Panchayat
Gaighata Block, N.24 Pgs.

পূর্ব রেলওয়ে

ই-নিলাম আহ্বায়ক বিজ্ঞপ্তি

নং.-সিওএম/ডিইভি/ই-অকশন/পিইউ/এইচডব্লুএইচ/২০২২, তাং. ২১.০২.২০২৪।

সিনিয়র ডিভিসনাল কমার্শিয়াল ম্যানেজার, পূর্ব রেলওয়ে, হাওড়া, পঞ্চম তল, রেলযাত্রী নিবাস বিল্ডিং, হাওড়া স্টেশনের নিকটে, হাওড়া- ৭১১১০১ কর্তৃক হাওড়া ডিভিসনে তিন (০৩) বছরের মেয়াদের জন্য **উত্তরপাড়া (হাওড়া প্রান্তে পিএফ নং. ৩)** স্টেশনে এবং কেবলমাত্র ছয় (০৬) মাসের জন্য **ডানকুনি জং.** স্টেশনে (চতুস্পার্শ্বস্থ এলাকা) সুলভ শৌচালয় পরিচালনা এবং রক্ষণাবেক্ষণ করার জন্য নতুন চুক্তিস্বত্ব বণ্টনের উদ্দেশ্যে ই-নিলাম আহ্বান করা হচ্ছে। এই ই-নিলামটি রেলওয়ে বোর্ডের ফ্রেট মার্কেটিং সার্কুলার নং ১১ অফ ২০২২ এবং কমার্শিয়াল সার্কুলার নং ১৪ অফ ২০২২ অনুসারে নিয়ন্ত্রিত হবে। আরও জানতে এবং ই-নিলামে অংশ নিতে অনুগ্রহ করে **www. ireps.gov.in** ওয়েবসাইটে ই-অকশন লিজিং মডিউল দেখুন। **অকশন ক্যাটালগ নং ঃ পিএনইউ- এইচডব্লুএইচ-২-২৪। ক্রম নং. ঃ ১। লট নং ঃ** পিএনইউ-এইচডব্লুএইচ-ইউপিএ - টিওআই-২০-২৪-১। **স্টেশন ঃ** উত্তরপাড়া (ইউপিএ)। **ক্রম নং. ঃ ২। লট নং ঃ** পিএনইউ-এইচডব্লুএইচ-ডিকেএই - টিওআই-৭০-২৪-১। **স্টেশন ঃ** ডানকুনি (ডিকেএই)। **নিলামের তারিখ ও সময় ঃ** ০৭.০৩.২০২৪ তারিখ দুপুর ১২টা (ক্র. নং ১ ও ২-এর জন্য)। HWH-509/2023-24

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি পূর্ব রেলওয়ের ওয়েবসাইট www.er.indian railways.gov.in/www.ireps.gov.in-এও পাওয়া যাবে।

আমাদের অনুসরণ করুন ঃ @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

JAYNAGAR MAJILPUR MUNICIPALITY

E-bids are invited by the Chairman, Jaynagar Majilpur Municipality for the following work within Jaynagar Majilpur Municipality.

Sl No.	Name of the work	NIT No.
1	Sinking of a hand tube well at the near of Hasanpur Road, Mouza: Mozilpur, J.L. No. 19 within Jaynagar Majilpur Municipality, Dag No. 2114 with 40mm dia. G.I. pipe (Approx. 350MTR. depth).	WBMAD/ULB/ JOYNAGAR MOZILPUR/ 41/2023-24 SL 1 TO 6
2	Sinking of a hand tube well at the near of Raju Das's samshan, Mouza: Mozilpur, J.L. No. 19 within Jaynagar Majilpur Municipality, Dag No. 2654 with 40mm dia. G.I. pipe (Approx. 350MTR. depth).	
3	Sinking of a hand tube well at the near of Horicome quarter, Mouza: Mozilpur, J.L. No. 19 within Jaynagar Majilpur Municipality, Dag No. 1304 with 40mm dia. G.I. pipe (Approx. 350MTR. depth).	
4	Sinking of a hand tube well at the near of India Udoyan, Mouza : Mozilpur, J.L. No. 19 within Jaynagar Majilpur Municipality, Dag No. 2909 with 40mm dia. G.I. pipe (Approx. 350MTR. depth).	
5	Sinking of a hand tube well at the near of S.K. Dutta Road, Mouza : Mozilpur, J.L. No. 19 within Jaynagar Majilpur Municipality, Dag No. 300 with 40 mm dia. G.I. pipe (Approx. 350MTR. depth).	
6	Sinking of a hand tube well at the near of Biswajit Modak's house of Gopika Mohan Sarani, Mouza: Mozilpur, J.L. No. 19 within Jaynagar Majilpur Municipality, Dag No. 886 with 40 mm dia. G.I. pipe (Approx. 350MTR. depth).	

Tender ID: 2024_MAD_672711_1 to 6
Bid submission starting date: 23/02/2024 at 10:00 AM.
Bid submission closing date: 02/03/2024 at 06:30 PM
Details may be seen in the website: https://wbtenders.gov.in

Sd/- Chairman,
Jaynagar Majilpur Municipality

WEST BENGAL AGRO INDUSTRIES CORPORATION LTD.
(A Govt. Undertaking)
Registered Office: 23B, Netaji Subhas Road, 3rd Floor, Kolkata-700001

NIeT- 266 to 274 Dated- 23-02-2024

e-Tenders are invited by the Executive Engineer on behalf of West Bengal Agro Industries Corpn. Ltd, 23B, Netaji Subhas Road, 3rd Floor, Kolkata-700001 from bonafide and resourceful Agencies for completion of Civil & Electrical works at Murshidabad, Jalpaiguri, Paschim Medinipur, Uttar Dinajpur, Bankura, Darjeeling Burdwan, & Nadia District. Tender document may be downloaded from. **http://wbtenders.gov.in** Bid submission start date- **24-02-2024 after 9.00 am.** Bid submission end date- **06-03-2024 & 08-03-2024 upto 3.00 pm**

Date: 23.02.2024 **Sd/- Executive Engiueer**

NOTICE INVITING TENDER

Sealed tender hereby invited by the undersigned against **N.I.T No. Icha-I/ 063/2023-24 - Dated -23/02/2024 - 2** Nos scheme under1 5th SFC Bid Submission End Date: **04/03/2024 upto 6PM.** Technical Bid Opening Date **-7/03/2024. At 11 AM** Detailed information may be obtained from the office of the undersigned in any working day .

Sd/- Prodhan
Ichapur-I Gram Panchayat
Gaighata Block, N.24 Pgs.

Rishi Bankimchandra Gram Panchyet

Under Kakdwip Dev. Block
Gobindarampur, Kakdwip, South 24 Pgs
Notice Inviting e-Tender

e-Tender is invited from the experienced and resourceful bidders for execution of different development works vide Nit **No.-32/19(e)/RBCGP/ XVFC/2024.** Last bid submission date is **03/03/2024 till 17:00 pm.** For more information Visit to **www.wbtenders.gov.in.**

S/D
Pradhan
Rishi Bankimchandra Gram Panchayat

KRISHNAGAR MUNICIPALITY
Krishnanagar, Nadia

The Chairman Krishnanagar Municipality invites NIeT No: WBMAD/ULB/KRISHNANAGAR/ NIT-58/2023-24 for Construction of Cement Concrete Road in Ward No-13 under Krishnanagar Municipality, WBMAD/ULB/KRISHNANAGAR/ NIT-59/2023-24 for Repairing/ Renovation & Strengthening of Bituminous road at different Wards within Krishnanagar Municipality and WBMAD/ULB/KRISHNANAGAR/NIT-60/2023-24 for Construction of Storm Water Drainage in Ward No- 08 under Krishnanagar Municipality.The intending Bidders are requested to visit the website: https:// wbtenders.gov.in for details Tender Id : 2024_MAD_673081_1, 2024_MAD_673123_1 to 2024_MAD_673123_4 & 2024_MAD_673305_1 to 2024_MAD_673305_3.

Sd/- Chairman
Krishnanagar Municipality

JHOWDANGA GRAM PANCHAYAT

P.O.- Jhowdanga, P.S.- Gaighata, Dist- North 24 PGS

গাইঘাটা ব্লকের অন্তর্গত ঝাউডাঙ্গা গ্রাম পঞ্চায়েতের পক্ষ থেকে নিম্নলিখিত টেন্ডার নোটিশ প্রকাশিত হইল।

Fund 15th F/C Tied Fund
NIT No- Jhow/319 Dt. 23-02-2024

আদেশপত্র জমাদেবার শেষ তারিখ- ০৪-০৩-২৪

Sd/- Prodhan
Jhowdanga Gram Panchayat

হাওড়া মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশন

৪, মহাত্মা গান্ধি রোড, হাওড়া - ৭১১১০১
ফোন ০৩৩ ২৬৩৮ ৩২১১/১২/১৩ ফ্যাক্স ০৩৩ ২৬৪১ ০৮৩০
www.hmcgov.in

সংবাদপত্রে প্রকাশক সংক্ষিপ্ত টেন্ডার নোটিশ

এগজিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ার, এইচএমসি-এইচএমসি অধীন ২ (দুই) টি বৈদ্যুতিক কাজের জন্য টেন্ডার আহ্বান করছেন। আগ্রহী টেন্ডারদাতারা প্যান কার্ড, ট্রেড লাইসেন্স,ঠিকাদার লাইসেন্স, সুপারভাইজার সার্টিফিকেট এবং সাম্প্রতিক জিএসটি সার্টিফিকেট এবং রিটার্ন (সাম্প্রতিক তিনমাস), পিটিসিসি, আইটিসিসি এবং জীবনপঞ্জি সহ টেন্ডার দাখিল করবেন।
টেন্ডার দাখিল (অনলাইনে) শুরুর তারিখ : ২২.০২.২০২৪ সন্ধে ৬ টা থেকে
টেন্ডার দাখিল (অনলাইনে) শেষ তারিখ : ১৫.০৩.২০২৪ সন্ধে ৬ টা পর্যন্ত।
অনুগ্রহ করে দেখুন : **https://wbtenders.gov.in**

২৭৯(৩)/২৩-২৪
২৩.২.২৪

এগজিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ার
হাওড়া মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশন

DUM DUM MUNICIPALITY
44, Dr. Sailen Das Sarani, Kolkata - 700028

"DUM DUM MUNICIPALITY" has published in Govt. website "wbtenders.gov.in" various tenders for work related to Imp/Const/Renovation/Repair work etc for Playgrounds/ Roads/Drains under Dum Dum Municipality vide memo no 1397/DDM/GEN/23-24 dtd. 20.02.2024, published online on 23.02.2024, Last Date for Dropping Bids is 02.03.2024 and technical bid opening is 04.03.2024.

Sd/-
Chairman
Dum Dum Municipality

e-Tenders are invited by the Chairman, Garulia Municipality, P.O.Garulia, North 24 Parganas for development works at different Wards under Garulia Municipality under 15th Finance Commission (United Fund). e-Tender No.: WBMAD/ ULB/GM/NIT-13/2023-24 Date : 27-02-2024 e-Tender ID: 2024_MAD_670349_1 to e-Tender ID:2024_MAD_670349_44. Start date of Bid Submission 27-02-2024 9-30 a.m. Bid Submission End Date : 12-03-2024 5-30 p.m. Details information will be available in www.wbtenders.gov.in.

Sd/- Sri Raman Das
Chairman
Garulia Municipality

TENDER NOTICE
Mohanpur Gram Panchayat
Barrackpore-II Block,
North 24 Parganas

NIT NOS -
2024_ZPHD_672174_1
2024_ZPHD_672174_2
Dated- 22/02/2024.
https://www.wbtenders.gov.in
Sd/- Prodhan,
Mohanpur Gram Panchayet

OFFICE OF THE PATHARPRATIMA GRAM PANCHAYAT

Vill- Madhabnagar, P.O.- M. Durgagobindapur, P.S. Patharpratima, Dist- S. 24 Pgs, PIN- 74331

ABRIDGED NIT

On behalf of Patharpratima Gram Panchayat of Patharpratima Block under S 24 Pgs dist. invites bids through e-tendering process for construction of **6 nos works within** the GP area. The last offline bid submission date is **04/03/24 till 01:30 pm.** The Tender IDs are **2024_ZPHD_673660_1., 2024_ZPHD_673481_1., 2024_ZPHD_673710_1., 2024_ZPHD_673738_1., 2024_ZPHD_673764_1., 2024_ZPHD_673785_1.** For details, please visit to our GP Office for details.

Sd/-
Pradhan, Patharpratima GP

ASANSOL DURGAPUR DEVELOPMENT AUTHORITY

Asansol Office: Vivekananda Sarani, (Sen-Raliegh Road), Near Kalyanpur Housing Road, Asansol - 713305

E-NIT No.- ADDA/ASN/ED/N-73 & 74 of 2023-2024 Dated 22.02.2024

Executive Engineer (Electrical), ADDA, Asansol, invite Online percentage rate Tender (Two Bid System in two Parts) in Authority's Contract Form from reliable, resourceful and experienced Contractors; for other details visit our website: **wbtenders.gov.in**, **www.addaonline.in** or ADDA office, Asansol.

Sd/- E.E.(Elect), ADDA, Asansol

OFFICE OF THE COUNCILLORS OF MURSHIDABAD MUNICIPALITY

Lalbagh, P.O. & Dist- Murshidabad, Pin-742149
e-mail Id: murshidabadmunicipality@gmail.com
Office Phone & Fax No:- 03482-270232

NOTICE INVITING e-Tender

e-Tender are invited through online bid system under following tender **NIeT) No: 461/MM/PWD/NIeT/2023-24, Date: 23-02-2024.** The last date for online submission of tender is **18-03-2024 (Monday)** upto **14.00 Hours.**
For details please visit website: **https://wbtenders.gov.in**

Indrajit Dhar
(Chairman, Murshidabad Municipality)

Chakdaha Municipality

NOTICE

Chakdaha Municipality invites quotation vide memo **no. 03/ CM/ PWD/DEV./2023-2024, Dt-20-02-2024** for Development work under Chakdaha Municipality. For further information please visit **www.chakdahamunicipality.in**

BARANAGAR MUNICIPALITY
87, DESH BANDHU ROAD (EAST), KOLKATA-700035

The Chairman invites e-Tender (Online) for the work of "Annual Maintenance Contract of Thakur Abanindranath Mahashoshan, Ward no-05 under Baranagar Municipality", **NIeQ No: WBMAD/BM/HD/NIQ- 83(e)/2023-24 Dated: 22/02/2024, Tender ID No. 2024_MAD_673242_1.** Bid submission of end date (Online) is **04.03.2024 up to 6.00** P.M. For details please log on to **www.wbtenders.gov.in** and visit **www.baranagarmunicipality.org**

Sd/- Chairman

পূর্ব রেলওয়ে

ওপেন টেন্ডার নোটিস নং ঃ ৩৪-এসডিএসটিই-এএসএন-২০২৩-২৪, তারিখ ২২.০২.২০২৪। সিনি. ডিভিসনাল সিগন্যাল ও টেলিকম. ইঞ্জিনিয়ার, পূর্ব রেলওয়ে, আসানসোল ডিভিসন, স্টেশন রোড, পিন-৭১৩৩০১ কর্তৃক নিম্নলিখিত কাজের জন্য ই-টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছে। **কাজের নাম/স্থান ঃ** "আসানসোল ডিভিসন - আসানসোল ডিভিসনে অন্যান্য আনুষঙ্গিকসমূহ সমেত ত্রুটিযুক্ত ৫ডব্লু ওয়াকিটকি সেট এবং ২৫ডব্লু বেস-এর মেরামতি।" **বিজ্ঞাপিত মূল্য ঃ** ২৮,৪৭,৭৭১ টাকা। **বায়না অর্থ ঃ** ৫৭,০০০ টাকা। **কাজ সম্পূর্ণ করার মেয়াদ ঃ** স্বীকৃতিপত্র পাওয়ার তারিখ থেকে ৯০ দিন। **টেন্ডার বন্ধের তারিখ ও সময়** ১৯.০৩.২০২৪ দুপুর ১২ টা। **ওয়েবসাইটের বিবরণ ঃ http://www.ireps.gov.in/** এই টেন্ডারের পরিপ্রেক্ষিতে হাতেহাতে দাখিল করা দরপ্রস্তাব অনুমোদিত নয় এবং গৃহীত হলেও তা গ্রাহ্য করা হবে না। টেন্ডারদাতা /দরপ্রস্তাব -দাতা গণকে অবশ্যই ক্লাস-III ডিজিটাল স্বাক্ষর শংসাপত্রধারী এবং আইআরইপিএস পোর্টালের নথিভুক্ত হতে হবে। এই ই-টেন্ডারে কেবল নথিভুক্ত টেন্ডারদাতা /দরপ্রস্তাবদাতাগণই অংশ নিতে পারবেন। ASN-232/2023-24

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি ওয়েবসাইট www.er.indianrailways.gov.in / www.ireps.gov.in-এও পাওয়া যাবে।

আমাদের অনুসরণ করুন ঃ @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক

Indian Bank

শাখা : চিত্তরঞ্জন এভিনিউ (ই-এএলবি)
১১৩/১বি, চিত্তরঞ্জন এভিনিউ, কলকাতা - ৭০০০৭৩
ফোন নং - (০৩৩) ৪০০৮-০৩৭৫

দখল নোটিশ
২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট এনফোর্সমেন্ট রুলসের রুল ৮(১) অধীন (স্থাবর সম্পত্তির জন্য)

এতদ্বারা ২০০২ সালের সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অব ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অব সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইনের ১৩(১২) ধারা এবং ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের রুল ৩ সংস্থান অধীনে অনুমোদিত অফিসার সংশ্লিষ্ট অ্যাকাউন্ট অধীনে নিম্নোক্ত তারিখে নোটিশ পাওয়ার তারিখ থেকে ৬০ দিনের মধ্যে সংশ্লিষ্ট বকেয়া পরিমাণ আদায়দানের জন্য এক দাবি নোটিশ ইস্যু করেছেন।
ঋণগ্রহীতা সংশ্লিষ্ট বকেয়া পরিমাণ আদায়দানে ব্যর্থ হওয়ায় সাধারণের প্রতি সাধারণভাবে এবং ঋণগ্রহীতা(গণ)এর প্রতি বিশেষভাবে অবগত করা হচ্ছে উক্ত আইনের ১৩(৪) ধারা এবং উক্ত রুলসের রুল ৮ এবং ৯ সংস্থান অধীনে নিম্নস্বাক্ষরকারী জামিনদত্ত সম্পত্তি/সমূহের স্বত্ব দখল করেছেন নিম্নোক্ত তারিখে সংশ্লিষ্ট অ্যাকাউন্ট অধীনে।
ঋণগ্রহীতাকে বিশেষভাবে এবং সাধারণের প্রতি সাধারণভাবে সতর্কিত করা হচ্ছে কোনওভাবেই জামিনদত্ত সম্পত্তির লেনদেন না করতে এবং কোনওরূপ লেনদেন ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক (পূর্বতন এলাহাবাদ ব্যাঙ্ক) নিকট বকেয়া পরিমাণ পরবর্তী সুদ সহ সংশ্লিষ্ট অ্যাকাউন্ট অনুযায়ী আদায়দান সাপেক্ষ :
ঋণগ্রহীতার অবগতির জন্য জানানো হচ্ছে সংশ্লিষ্ট আইনের ১৩ ধারার উপধারা (৮) সংস্থান অধীনে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে যাবতীয় বকেয়া পরিমাণ আদায় দিয়ে জামিনদত্ত সম্পত্তি উদ্ধার করতে পারেন।

ক্রম নং	অ্যাকাউন্ট/জামিনদাতা/বন্ধকদাতা/ ঋণগ্রহীতা/শাখার নাম	দাবি নোটিশের তারিখ এবং দখল নোটিশের তারিখ	দাবি নোটিশ অনুযায়ী বকেয়া পরিমাণ (টাকা)	স্থাবর সম্পত্তির বিস্তারিত
১.	**ঋণগ্রহীতা :** শ্রী সঞ্জয় যোশি এবং লক্ষ্মী যোশি **মালিক/বন্ধকদাতা :** শ্রী সঞ্জয় যোশি এবং শ্রীমতি লক্ষ্মী যোশি (যৌথভাবে)	৩১.০৮.২০২৩ এবং ২২.০২.২০২৪	**৭৩৬১৯৬.০০ টাকা** (সাত লাখ ছত্রিশ হাজার একশো ছিয়ানব্বই টাকা) টাকা এবং পরবর্তী সুদ	সংশ্লিষ্ট সকল অংশ নির্ধারিত চৌহদ্দি সহ স্বয়ংসম্পূর্ণ বসবাসের ফ্ল্যাট নং ৩, পঞ্চমতলে, 'এলিজা অ্যাপার্টমেন্ট ফেজ ৯' প্রেমিসেস সুপার বিল্ট আপ এরিয়া ৯৪৮ বর্গফুট কমবেশি (ঢাকা এরিয়া ৭৯০ বর্গফুট এবং সকলের ব্যবহারের এলাকা ১৫৮ বর্গফুট সপ্লিট আপ মাপের) এবং অবিভক্ত সম্পত্তি অংশের যথাযথ ভাগ অংশ তপশিল 'সি' উল্লিখিত মতে অবস্থিত আরএস দাগ নং ৭৫২, আরএস খতিয়ান নং ২২৭৭ (সি এস দাগ নং ৭৫২, সিএস খতিয়ান নং ৬৫২) এলআর দাগ নং ১১৬৪, এলআর খতিয়ান নং ২৬২৯/৩ অবস্থিত মৌজা : কোতরং, জেএল নং ১০৮(পুরানো ৬৫), দেবীপুকুর রোড, ওয়ার্ড নং ৪, উত্তরপাড়া-কোতরং পুরসভা অধীন, থানা : উত্তরপাড়া, জেলা সাব রেজিস্ট্রার -উত্তরপাড়া (পূর্ব-শ্রীরামপুর) সকল সুবিধা এবং পরিষেবা ভোগ দখলের অধিকার সমন্বিত, উক্ত সম্পত্তি নথিভুক্ত বুক নং ১, ভল্যুম নং ০৬২১-২০১৬, পৃষ্ঠা ৩৮১২০ থেকে ৩৮১৪৪, দলিল নং ০৬২১০১৪৯৮-২০১৬ সালের শ্রী সঞ্জয় যোশি এবং শ্রীমতি লক্ষ্মী যোশির নামে (যৌথভাবে)। **চৌহদ্দি : উত্তরে :** ভবনের সকলের ব্যবহারের এলাকা, **দক্ষিণে :** সকলের ব্যবহারের সিঁড়ি এবং ফ্ল্যাট, **পূর্বে :** ভবনের সকলের ব্যবহারের জায়গা এবং পরবর্তীতে তুলসীদাস মুখার্জির সম্পত্তি, **পশ্চিমে :** ভবনের সকলের ব্যবহারের জায়গা এবং পরবর্তীতে ৮ ফুট চওড়া চলার পথ।
২	**ঋণগ্রহীতা :** শ্রী মৃণাল দাস **মালিক/বন্ধকদাতা :** শ্রী মৃণাল দাস।	২৮.০৪.২০২৩ এবং ২১.০২.২০২৪	**৫১৭৭১৩.০০ টাকা** (পাঁচ লাখ সতেরো হাজার সাতশো তেরো টাকা) টাকা এবং পরবর্তী সুদ	সংশ্লিষ্ট সকল অংশ ফ্ল্যাট নং ৩কে, পরিমাণ আনুমানিক ৪৭৬ বর্গফুট অবস্থিত চতুর্থ তলে (জি-৪) তলা "স্বর্ণ সাগর" ভবনে নির্মিত সম্পত্তি আরএস এবং এলআর দাগ নং ৬৫, আরএস খতিয়ান নং ৭১, মৌজা : গোবিন্দবাসান, জেএল নং ৮৯, থানা : দিঘা মোহন কোস্টাল, জেলা : পূর্ব মেদিনীপুর, পশ্চিমবঙ্গ, নথিভুক্ত বুক নং -১, ভল্যুম নং ১৯০৩-২০১৬, পৃষ্ঠা২৭০৮৮ থেকে ২৭১১৬ দলিল নং ১৯০৩০০৭০৩-২০১৬ অনুযায়ী শ্রী মৃণাল দাস এর নামে সম্পত্তি। **চৌহদ্দি : উত্তরে :** সিঁড়ি এবং করিডর, **দক্ষিণে :** খোলা জায়গা, **পূর্বে :** ফ্ল্যাট নং ৩এল এবং করিডর, **পশ্চিমে :** খোলা জায়গা।

তারিখ : ২২.০২.২০২৪, স্থান : কলকাতা — স্বা/ -অনুমোদিত অফিসার, ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক

ইউনিয়ন ব্যাংক অফ ইন্ডিয়া / Union Bank of India

রিজিওনাল অফিস : দুর্গাপুর
বেঙ্গল অম্বুজা, ইউসিপি-২৩, সিটি সেন্টার, দুর্গাপুর, পিন - ৭১৩ ২১৬, টেলি : ০৩৪৩-২৫৪৩৯২২

স্থাবর সম্পত্তিসমূহ বিক্রয়ের জন্য ই-অকশন নোটিস

সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট ২০০২ তৎসহ পঠিত সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস ২০০২ -এর রুল ৮(৬) শর্তাধীনে অধীনে স্থাবর সম্পত্তিসমূহ বিক্রয়ের জন্য ই-অকশন বিক্রয় নোটিস।
এতদ্দ্বারা সাধারণভাবে জনসাধারণ ও বিশেষভাবে ঋণগ্রহীতা(গণ) এবং জামিনদার(গণ)-কে নোটিস জারি করা হচ্ছে যে, নিম্নলিখিত স্থাবর সম্পত্তিসমূহ যা সুরক্ষিত ক্রেডিটর -এর কাছে মর্টগেজ / চার্জ করা আছে তার বাস্তবিক /প্রতীকী দখল নিয়েছেন ইউনিয়ন ব্যাংক অফ ইন্ডিয়ার অনুমোদিত আধিকারিক সুরক্ষিত, ক্রেডিটর হিসাবে, সেইসকল সম্পত্তিসমূহ **"যেখানে যা আছে", "যেখানে যা কিছু আছে"** এবং **"সেখানে যা কিছু আছে"** ভিত্তিতে আগামী **২৭.০৩.২০২৪** তারিখ **@ সকাল ১১.০০টা থেকে দুপুর ০১.০০টা** বিক্রয় করা হবে নিম্নবর্ণিত অর্থাঙ্ক উদ্ধারের জন্য সংশ্লিষ্ট অ্যাকাউন্টসমূহ হতে যা ঋণগ্রহীতাগণ এবং জামিনদারগণের কাছ থেকে **ইউনিয়ন ব্যাংক অফ ইন্ডিয়া** সুরক্ষিত ক্রেডিটরের পাওনা রয়েছে নিম্নলিখিত সুরক্ষিত ক্রেডিটর এবং জামিনদারগণের নিজ নিজ পাওনা। প্রতিটি সুরক্ষিত সম্পত্তির সাথে সংশ্লিষ্ট সংরক্ষিত মূল্য এবং বায়না রাশি জমার অর্থাঙ্ক উল্লেখ করা আছে। ওয়েব পোর্টালের দেওয়া ই-অকশন প্ল্যাটফর্ম থেকে নিম্নস্বাক্ষরকারীর মাধ্যমে বিক্রয় সংঘটিত হবে। প্রতিটি সম্পত্তির জন্য বিড বর্ধিত মূল্য হবে **১০,০০০/- টাকা**। বিক্রয়ের বিশদ নিয়ম ও শর্তাবলীর জন্য অনুগ্রহ করে ওয়েবসাইট **www.mstcecommerce.com** এবং **www.unionbankofindia.co.in** - দেওয়া লিংক দেখুন।

অকশনের তারিখ ও সময় : ২৭.০৩.২০২৪ @ সকাল ১১.০০টা থেকে দুপুর ০১.০০টা
বিড/ইএমডি জমা দেওয়ার শেষ তারিখ : ২৬.০৩.২০২৪, বিকাল ৫.০০টা পর্যন্ত
ইএমডি জমা দেওয়ার পদ্ধতি : বিডার তার এমএসটিসি ওয়ালেটে তার ইএমডি অর্থাঙ্ক জমা করবেন

ক্র. নং	ঋণগ্রহীতার নাম, শাখা, সম্পত্তির বিবরণ এবং বন্ধকদাতা	১. সংরক্ষিত মূল্য ২. বায়না অর্থ জমা (ইএমডি) অকশনের তারিখ ও সময়- ২৭.০৩.২০২৪ সকাল ১১.০০টা থেকে দুপুর ০১.০০টা। বিড/ইএমডি জমা দেওয়ার শেষ তারিখ - ২৬.০৩.২০২৪	মোট বকেয়া ১৫.০২.২০২৪ অনুযায়ী (সহ অ্যাকাউন্ট বন্ধ হওয়া পর্যন্ত তদুপরি সুদ এবং খরচ)	ক. দ্বায়বদ্ধতা খ. দখলের অবস্থা
১.	**ঋণগ্রহীতা: শ্রী অরুণ বোস শাখা- বাঁকুড়া (২৬৩৩১) সম্পত্তি:** জেএল নং ২১১, আরএস প্লট নং ৪৪৬, এলআর প্লট নং ৪৪৬, এলআর. খতিয়ান নং ১৫৭৭৫, হোল্ডিং নং ২০৮/৬, ওয়ার্ড নং ১০ এ অবস্থিত স্থাবর সম্পত্তির এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল, স্কুল ডাঙ্গা, মাঠপাড়া, জেলা - বাঁকুড়া, পশ্চিমবঙ্গ, পিন - ৭২২ ১০১. সীমানা: উত্তর - ৬ ফুট প্রশস্ত পিসিসি রোড, দক্ষিণ - শিব নারায়ণ বোসের বাড়ি, পূর্ব- বিপ্রদাস মিদ্যের বাড়ি, পশ্চিম- শিব নারায়ণ বোসের বাড়ি। **যোগাযোগের ব্যক্তি- গীতাঞ্জলি কোনার - ৮১৭০৯ ০৩৮০০**	১. ৪৭,৮৩,০০০.০০ টাকা ২. ৪,৭৮,৩০০.০০ টাকা	৮,৩৩,৩৮৫.০০ টাকা (আট লক্ষ তেত্রিশ হাজার তিনশো পঁচাশি টাকা মাত্র)	ক. নেই খ. প্রতীকী দখল
২.	**ঋণগ্রহীতার নাম: কেটিএল সিডস ফার্ম প্রাঃ লিঃ শাখা- বর্ধমান মেইন (৪১৫৪০) সম্পত্তি:** এলআর প্লট নং-১৪১,১৪২, এলআর খতিয়ান নং- ২১২৯, ২১৫৯, ২১৩৭, ২১৩৮,২১৩২,৬০৩/১১০৬, জেএল নং- ১৩৬ গোবিন্দপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের অধীনে থানা- বর্ধমান, জেলা- পূর্ব বর্ধমান, হাটগোবিন্দপুরে কেটিএল সিডস ফার্ম প্রাঃ লিঃ এর নামে বীজ কারখানার ন্যায়সঙ্গত বন্ধক যার পরিমাপ ১১০ ডেসিমেল গোডাউন হিসাবে শ্রেণীবদ্ধ, নিজস্ব দখলে, ডিড নং আই-২৭০৮, তারিখ- ০২.০৭.২০১৩। **চতুর্দিক পরিবেষ্টিত:** উত্তর- সামন্তের জমি, দক্ষিণ- রামগোপাল প্রামাণিক, পূর্ব- মৃত্যুঞ্জয় পাঞ্জা, পশ্চিম- রাস্তা দ্বারা। **যোগাযোগের ব্যক্তি- মুন্না রাজা-৮৭০০৯০৬১৯১**	১. ৪,০৬,৫২,০০০.০০ টাকা ২. ৪০,৬৫,২০০.০০ টাকা	৪,৮৬,৬০,৬২৫.০০ টাকা (চার কোটি ছিয়াশি লক্ষ ষাট হাজার ছয়শত পঁচিশ টাকা মাত্র)	ক. নেই খ. প্রতীকী দখল
৩.	**ঋণগ্রহীতার নাম: নূর আলী শাখা- রামপুরহাট শাখা সম্পত্তি:** মৌজা করিমপুর, জেএল নং-৫২, থানা- নলহাটি, এলআর খতিয়ান নং- ২৩৬২, আরএস এবং এলআর প্লট নং- ৩৬৫, জেলা- বীরভূম এ অবস্থিত জনাব নূর আলী রেজা পিতা- মোঃ আলীর একতলা বাণিজ্যিক গোডাউন ভবন (অসম্পূর্ণ) সহ জমির এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল এবং এর পরিমাপ ০৭ ডেসিমেল (প্রায়)। **পরিবেষ্টিত:** উত্তর- মোঃ হাদ্দোপ আলীর বাড়ি, দক্ষিণ- নজরুল আলীর বাড়ি, পূর্ব- এনএইচ ৩৪, পশ্চিম- মারুতি স্টোরের খালি জমি দ্বারা। **যোগাযোগের ব্যক্তি- কেএসপি সিনহা-৯১২৩০৬৬৯০৪**	১. ২৬,৩৭,০০০.০০ টাকা ২. ২,৬৩,৭০০.০০ টাকা	৯,৮৭,৬১৯.০০ টাকা (নয় লক্ষ সাতাশি হাজার ছয়শো উনিশ টাকা মাত্র)	ক. নেই খ. প্রতীকী দখল
৪.	**ঋণগ্রহীতার নাম: রেশমা বিবি কে সেখ শাখা- রামপুরহাট শাখা সম্পত্তি:** রেশমা বিবির নামে ফ্ল্যাটের এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল , ১ম ফ্লোর, ফ্ল্যাট নং- ই১। (জি+৪) তলা বিশিষ্ট বাণিজ্যিক তথা আবাসিক ভবনের পশ্চিম দিকে, ব্রাহ্মণিগ্রাম মৌজায়, জেএল নং-১০৭, খতিয়ান নং- ৩৭১৬, ৩৭১৭, ৩৭১৮, ৩৭১৯, হাল প্লট নং-১০১,৩৬৬, ওয়ার্ড নং-৯, হোল্ডিং নম্বর- ১১০/এ১ রামপুরহাট পৌরসভার অধীন, থানা- রামপুরহাট ও জেলা- বীরভূম। পরিমাপ ৫১০ বর্গফুট (সুপার বিল্টআপ)। **চতুর্দিক পরিবেষ্টিত:** উত্তর- রামশঙ্কর ভকতের বাড়ি। দক্ষিণ- প্যাসেজ। পূর্ব- ডা. জে.মারায়েম এর ঘর। পশ্চিম- প্যাসেজ দ্বারা। **যোগাযোগের ব্যক্তি-কেএসপি সিনহা-৯১২৩০৬৬৯০৪**	১. ১৪,৩৮,০০০.০০ টাকা ২. ১,৪৩,৮০০.০০ টাকা	১০,১২,২৪৩.০০ টাকা (দশ লক্ষ বারো হাজার দুইশত চল্লিশ টাকা মাত্র)	ক. নেই খ. প্রতীকী দখল
৫.	**ঋণগ্রহীতার নাম: রয়্যাল বেঙ্গল সিডস প্রাইভেট লিমিটেড শাখা-বর্ধমান প্রধান শাখা সম্পত্তি :** এলআর প্লট নং- ১৭২৬, এলআর খতিয়ান নং- ১৩২, ২১২৯, জেএল নং- ১৩৬, আরএস খতিয়ান নং- ৯৫৭ গোবিন্দপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের অধীনে তাপস চৌধুরীর নামে একতলা আবাসিক বিল্ডিংয়ের ন্যায়সঙ্গত বন্ধক যার পরিমাপ ৫ ডেসিমেল, বাস্তু শ্রেণীবদ্ধ হিসেবে, স্ব-অধিকৃত, উত্তর- তপন চৌধুরী,, দক্ষিণ- গণেশ দে, পূর্ব- পঞ্চায়েত সড়ক, পশ্চিম- আজিলকুমার চৌধুরী, দলিল নং আই-১৩২০ তারিখ- ১৪.০৩.২০০৮। **যোগাযোগের ব্যক্তি- মুন্না রাজা -৮৭০০৯০৬১৯১**	১. ১৬,১১,০০০.০০ টাকা ২. ১,৬১,১০০.০০ টাকা	৫,৫১,৪৪,৯৮৩.০০ টাকা (পাঁচ কোটি একান্ন লক্ষ চুয়াল্লিশ হাজার নয়শত তিরাশি টাকা মাত্র)	ক. নেই খ. প্রতীকী দখল
	গোবিন্দপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের অধীনে এলআর, প্লট নম্বর ১৭২৭, এলআর খতিয়ান নম্বর- ১০৬,২১২৯,২১৫৯ জেএল নম্বর ১৩৬, থানা-বর্ধমান, জেলা, পূর্ব বর্ধমান, হাট গোবিন্দপুর, গোবিন্দপুর গ্রাম পঞ্চায়েত অধীনে তাপস চৌধুরী এবং রেখা চৌধুরীর নামে খালি জমির ন্যায়সঙ্গত বন্ধক, পরিমাপ ১০ ডেসিমেল, বাস্তু হিসাবে শ্রেণীবদ্ধ। উত্তর- পঞ্চায়েত রাস্তা, দক্ষিণ- তপন চৌধুরী সিংহ, পূর্ব- আরতি রানী, পশ্চিম- ভেস্টেড জমি, ডিড নং আই-১৩১৭ এবং ১৩৫৮ তারিখ-০৭.০৪.২০০৮। **যোগাযোগের ব্যক্তি- মুন্না রাজা -৮৭০০৯০৬১৯১**	১. ১১,৭০,০০০.০০ টাকা ২. ১,১৭,০০০.০০ টাকা		
	গোবিন্দপুর গ্রাম পঞ্চায়েত থানা অধীনে এলআর প্লট নং ১৪৬৯, এলআর খতিয়ান নং ২১২৯, জেএল নং ১৩৬-এ তাপস চৌধুরী এবং অপূর্ব কুমার চৌধুরীর নামে দ্বিতল ভবনের ন্যায়সঙ্গত বন্ধক । জমি- ২২.০০ লক্ষ বর্ধমান, জেলা পূর্ব বর্ধমান, হাটগোবিন্দপুর, যার পরিমাপ ১১ ডেসিমেল। বাস্তু হিসাবে শ্রেণীবদ্ধ, নিজের দখলে। উত্তর- শ্রীকুমার কুন্ডু, দক্ষিণ- পঞ্চানন চৌধুরী, পূর্ব- পঞ্চায়েত সড়ক, পশ্চিম- পঞ্চানন চৌধুরী। ডিড নং আই-৪৯৪১/২০২২, আই-৪৯৪২/২০২২, আই- ১৫১৮ তারিখ- ১১.০৪.২০০৮। **যোগাযোগের ব্যক্তি- মুন্না রাজা -৮৭০০৯০৬১৯১**	১. ৩২,৭৩,০০০.০০ টাকা ২. ৩,২৭,৩০০.০০ টাকা		
	রয়্যাল বেঙ্গল সিডস প্রাইভেট লিমিটেডের নামে এলআর প্লট নং ১৪২, এলআর খতিয়ান নং ২১২৯,২১৩২,২১৩৭,২১৩৪,২১৩৮ জেএল নং ১৩৬ গোবিন্দপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের অধীনে বীজ কারখানার ন্যায়সঙ্গত বন্ধক,যার থানা- বর্ধমান, জেলা- বর্ধমান। হাটগোবিন্দপুর, যার পরিমাপ ৯৫ ডেসিমেল, নিজের দখলে থাকা গোডাউন হিসাবে শ্রেণীবদ্ধ। উত্তর- গোবিন্দ বড়াল ও অন্যান্যদের জমি, দক্ষিণ- দত্ত ও অন্যান্যদের জমি,পূর্ব- মোদক ও ঘোষালের জমি, পশ্চিম- ১৫ ফুট চওড়া রাস্তা। **যোগাযোগের ব্যক্তি- মুন্না রাজা -৮৭০০৯০৬১৯১**	১. ২,৮৫,১২,০০০.০০ টাকা ২. ২৮,৫১,২০০.০০ টাকা		
৬.	**ঋণগ্রহীতার নাম: সুপার ইলেক্ট্রনিক্স, স্বত্বাধিকারী- পার্থ দাস শাখা: বর্ধমান(১২৬২১) শাখা সম্পত্তি :** তথায় থাকা কাঠামো সহ জমির এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল যা মৌজা-ইছাবাদ এ অবস্থিত, জেএল নং ৭৫, আরএস খতিয়ান নং ৪৮০, এলআর খতিয়ান নং-৬২৫৪, আরএস প্লট নং-৮৮৮, এলআর প্লট নং- ২৪৯০, ওয়ার্ড নং ১১, হোল্ডিং নং-৩৩২/৩ ওয়ার্ড নং ১১, মহল্লা-খুদিরামপল্লী, পোস্ট-শ্রীপল্লী, বর্ধমান পৌরসভার মধ্যে, থানা ও জেলা- বর্ধমান, শ্রী পার্থ দাসের নামে পরিমাপ ২.৫ কাঠা (প্রায়)। **পরিবেষ্টিত:** উত্তর- ১০' প্রশস্ত পিসিসি রোড, দক্ষিণ- শ্রী অনুপ চৌধুরীর বাড়ি, পূর্ব- ১২' প্রশস্ত পিসিসি রোড, পশ্চিম- শ্রী সমীর দে এর বাড়ি দ্বারা। **যোগাযোগের ব্যক্তি-প্রসেনজিৎ সরকার-৭০৬৩৫৮৯৯৩০**	১. ৩৭,০৪,০০০.০০ টাকা ২. ৩,৭০,৪০০.০০ টাকা	১৬,৮৯,৬৪৭.০০ টাকা (ষোল লক্ষ উননব্বই হাজার ছয়শো সাতচল্লিশ টাকা মাত্র)	ক. নেই খ. প্রতীকী দখল
৭.	**ঋণগ্রহীতার নাম: ভি.এন. মার্কেটিং প্রাঃ লিঃ শাখা- রহমানিয়া হাই স্কুল সম্পত্তি:** শ্রী অপরেশ ঘোষ পিতা- সমরেন্দ্র নাথ ঘোষ এর নামে স্থাবর সম্পত্তির এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল যার আরএস প্লট নং-৩০১১, আরএস খতিয়ান নং-৪, জেএল নং-২০, মৌজা- আসানসোল পৌরসভা, ধর্মপল্লী, ধর্মপল্লী ফুটবল মাঠের কাছে। **সীমানা:** উত্তর- ১৬' চওড়া রাস্তা, দক্ষিণ- প্রিয়রঞ্জন মুখার্জির সম্পত্তি, পূর্ব- ৫' চওড়া রাস্তা, পশ্চিম- অমরেশ ঘোষের অংশ দ্বারা। **যোগাযোগের ব্যক্তি- রাকেশ গুপ্তা- ৬২৬৫০৫৯৮৬৭**	১. ৫১,৭৩,০০০.০০ টাকা ২. ৫,১৭,৩০০.০০ টাকা	৪১,৬৮,৭২৩.০০ টাকা (একচল্লিশ লক্ষ আটষট্টি হাজার সাতশোত তেইশ টাকা মাত্র)	ক. নেই খ. প্রতীকী দখল

আগ্রহী পক্ষের দ্বারা সম্পত্তি **পরিদর্শনের** তারিখ এবং সময় হবে **২৬.০৩.২০২৪** কাজের সময় পর্যন্ত এই ই-নিলাম সম্পর্কিত আরও সমস্ত বিবরণের জন্য আগ্রহী ক্রেতাকে সাইটে আপলোড করা নিয়ম ও শর্তাবলী দেখতে হবে। এনপিএ অ্যাকাউন্টের উপরে উল্লিখিত যেকোনও সম্পত্তির সাথে সম্পর্কিত কোন দায়বদ্ধতা জানা নেই এবং এ বিষয়ে যোগাযোগকারী ব্যক্তিরা হলেন ই-নিলামে রাখা সিকিউরিটিজের সংশ্লিষ্ট শাখা ব্যবস্থাপক।
বিক্রয়ের বিশদ শর্তাবলীর জন্য অনুগ্রহ করে ইউনিয়ন ব্যাংক অফ ইন্ডিয়ার ওয়েবসাইটে দেওয়া লিঙ্কটি দেখুন, অর্থাৎ www.unionbankofindia.com এবং আইবিএপিআই পোর্টাল ওয়েবসাইট https://ibapi.in -এ যান। দরদাতাদের নিবন্ধন এবং ই-নিলামে অংশগ্রহণের জন্য অনুগ্রহ করে এমএসটিসি কমার্স -এর ওয়েবসাইট www.mstcecommerce.com -এ যান। নীচে উল্লিখিত সম্পত্তিগুলি অনলাইন ই নিলামের মাধ্যমে ওয়েবসাইট https://ibapi.in এবং এমএসটিসি কমার্স -এর ওয়েবসাইটের মাধ্যমে বিক্রি করা হবে অর্থাৎ, https://www.mstcecommerce.com/auctionhome হেল্পলাইন নম্বর ১৮০০১০২৫০২৬ এবং ০১১-৪১১০৬১৩১ -তে প্রযুক্তিগত সহায়তার জন্য যোগাযোগ করুন আইবিএপিআই পোর্টাল সম্পর্কিত সমস্যার জন্য।
এটিও একটি সংবিধিবদ্ধ ত্রিশ (৩০) দিনের ও বিক্রয় নোটিশ যা সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২ এর ৮(৬) এবং ৯(১) এর অধীনে উপরে উল্লিখিত তারিখে ই-নিলাম বিক্রয় অনুষ্ঠিত হওয়ার বিষয়ে উল্লিখিত ঋণের ঋণগ্রহীতা/গণ এবং গ্যারান্টার/গণকে।

তারিখ: ২০.০২.২০২৪
স্থান: দুর্গাপুর

অনুমোদিত অফিসার
আঞ্চলিক দপ্তর

ময়দান

EKDIN, VOL. 17, ISSUE NO. 253, KOLKATA, SATURDAY, 24 FEBRUARY 2024, PAGE 8

কলকাতা ২৪ ফেব্রুয়ারি ২০২৪

রাঁচিতে ‘রুট’-এ ফিরল ইংল্যান্ড

নিজস্ব প্রতিনিধি: উচ্ছ্বাস খুব একটা দেখা গেল না, এমনকি মুখে চওড়া হাসিও নয়। দুর্দান্ত এক কাভার ড্রাইভে তিন অঙ্কে পৌঁছানোর পর শুধু হেলমেট খুলে ব্যাট তুললেন জো রুট। সেঞ্চুরির পর জো রুটের এমন সাদামাটা উদযাপনের কারণ কী হতে পারে?

সিরিজের আগের তিন টেস্টের ৬ ইনিংসে ব্যাট হাতে তাঁর সর্বোচ্চ ইনিংস ছিল ২৯ রানের। এর মধ্যেই আবার রাজকোট টেস্টের প্রথম ইনিংসে রিভার্স সুইপ খেলতে গিয়ে আউট হওয়ার পর পড়েছিলেন তীব্র সমালোচনার মুখে। রাঁচি টেস্টের প্রথম দিনই আজ ব্যাট হাতে সেই সমালোচনার জবাব দেওয়ার পর হয়তো আর বাড়তি কিছু করার দরকার মনে করেননি রুট।

সাদামাটা উদযাপনের কারণ যেটাই হোক, রুটের দুর্দান্ত এই সেঞ্চুরিতেই রাঁচিতে প্রথম দিনটা ভারতের হতে দেয়নি ইংল্যান্ড। আগের দুই টেস্টের তুলনায় ব্যাটিংয়ের জন্য কিছুটা কঠিন উইকেটে ভারতীয় বোলারদের দারুণ বোলিংয়ের পরও ইংল্যান্ড প্রথম দিন শেষে তুলেছে ৭ উইকেটে ৩০২ রান।

রুটের সঙ্গে ৩১ রান নিয়ে আগামীকাল ব্যাটিংয়ে নামবেন ওলি রবিনসন। টেস্ট ক্যারিয়ারে এটি রুটের ৩১তম সেঞ্চুরি, ভারতের বিপক্ষে দশম। ভারতের বিপক্ষে টেস্টে তাঁর চেয়ে বেশি সেঞ্চুরি নেই আর কোনো ব্যাটসম্যানের। ইংল্যান্ডের হয়ে সবচেয়ে বেশি ৫০ বা এর চেয়ে বড় ইনিংস খেলার রেকর্ড (৯১ বার) এখন রুটের। ছাড়িয়েছেন অ্যালিস্টার কুককে (৯০)।

রুটের আজকের সেঞ্চুরিটা অবশ্য আরও কিছু কারণে আলাদা। ২২৯ বল লেগেছে রুটের তিন অঙ্ক ছুঁতে, যা তাঁর ক্যারিয়ারের তৃতীয় মন্থরতম সেঞ্চুরি। ‘বাজবল’ যুগে কোনো ইংলিশ ব্যাটসম্যানের কাছ থেকে এমন সেঞ্চুরি দেখাও বিরল ঘটনা। এর আগে দক্ষিণ আফ্রিকার বিপক্ষে ওল্ড ট্রাফোর্ডে ২০২২ সালে বেন ফোকসের ২০৬ বলে সেঞ্চুরিটি ছিল বাজবল যুগে সবচেয়ে ধীর গতির। রুট আজ সেঞ্চুরি করেছেন ফোকসের চেয়ে বেশি ধীর গতিতে!

আসলে পুরো ইনিংসেই রুট আজ ধৈর্যের পরীক্ষা দিয়েছেন। রিভার্স সুইপ খেলেছেন মাত্র ১ টি, চার মেরেছেন মাত্র ৯ টি। এমন মাটি কামড়ানো ইনিংসের প্রশংসাও হচ্ছে। তাঁর সেঞ্চুরির আগেই এক্সে এবি ডি ভিলিয়ার্স লিখেছেন, ‘এই কৌশলের রুটই আপনাকে টেস্ট জেতাবে। গ্লু (মাটি কামড়ে পড়ে থাকা) মুড। অন্যরা বাজবল খেলুক।’

রুটের দিনের শুরুর নায়ক অবশ্য অন্যজন;তিনি আকাশ দীপ। জীবনের লড়াইয়ে জিতে, ঘরোয়া ক্রিকেটে নিজেকে দিনের পর দিন প্রমাণ করে ভারতের হয়ে অভিষেক হয়েছে তাঁর। ইংল্যান্ডের টপ অর্ডারের তিন ব্যাটসম্যানকেই আউট করে ক্যারিয়ারে দুর্দান্ত শুরুও পেয়েছেন এই পেসার। আকাশদীপের তোপে ইংল্যান্ড ৫৭ রানেই ৩ উইকেট হারানোর পর জনি বেয়ারস্টো ও রুট মিলে গড়েন ৫২ রানের জুটি।

বেয়ারস্টো আউট হয়ে যান ৩৫ বলে ৩৮ রান করে, রবিচন্দ্রন অশ্বিনকে সুইপ করতে গিয়ে। তাঁর উইকেট নিয়েই ইতিহাসের সপ্তম ক্রিকেটার হিসেবে কোনো নির্দিষ্ট দেশের বিপক্ষে ১০০০ রান ও ১০০ উইকেটের ‘ডাবল’ হয় অশ্বিনের। অধিনায়ক বেন স্টোকসও উইকেটে বেশিক্ষণ থাকতে পারেননি। ৩ রান করে আউট হয়েছেন রবীন্দ্র জাদেজার বলে। এরপর রুট বেন ফোকসের সঙ্গে গড়েন ২৬১ বলে ১১৩ রানের জুটি। কৌশলের বাইরে গিয়ে গড়া এই জুটিই মূলত ইংল্যান্ডকে ম্যাচ ফিরিয়েছে। আর ইংল্যান্ডের দিনের শেষটাও হয়েছে বেশ ভালো। রুটের সঙ্গে ৫৭ রানের জুটিতে অবিচ্ছিন্ন রবিনসন।

রাঁচির উইকেটে স্পিনাররা বাড়তি সহায়তা পাওয়ার কথা শোনা গিয়েছিল। তবে প্রথম দিনে পড়া ৭ উইকেটের ৫টিই নিয়েছেন দুই পেসার আকাশ দীপ ও সিরাজ। সিরাজ নিয়েছেন ২ উইকেট।

ইংল্যান্ডের সাবেক অধিনায়ক মাইকেল ভন এক্সে লিখেছেন, ‘রাঁচির উইকেটে ২৭৫ রানই প্রতিদ্বন্দ্বিতামূলক স্কোর। ইংল্যান্ড তুলেছে ৩০২, হাতে এখনো ৩ উইকেট।’ তাঁর ভবিষ্যদ্বাণী কতটা সত্যি হয়, সেটা বোঝা যাবে ভারত ব্যাটিংয়ে নামলেই।

সংক্ষিপ্ত স্কোর

ইংল্যান্ড ১ম ইনিংস ৯০ ওভারে ৩০২/৭ (রুট ১০৬*, ফোকস ৪৭, ক্রলি ৪২, বেয়ারস্টো ৩৮, রবিনসন ৩১*, হার্টলি ১৩, ডাকেট ১১, স্টোকস ৩, পোপ ০; আকাশ ১৭-০-৭০-৩, সিরাজ ১৩-৩-৬০-২, জাদেজা ২৭-৭-৫৫-১, অশ্বিন ২২-১-৮৩-১, জয়সোয়াল ১-০-৬-০, কুলদীপ ১০-৩-২১-০)।

১ম দিন শেষে

এবছর অধিনায়ক হয়েই আইপিএলে ফিরছেন পন্ত

নিজস্ব প্রতিনিধি: ২০২৪ সালের আইপিএলে অধিনায়ক হয়েই ফিরছেন ঋষভ পন্ত। দিল্লি ক্যাপিটালসকে এ মৌসুমে তিনি নেতৃত্ব দেবেন বলে জানিয়েছেন ফ্র্যাঞ্চাইজিটির মালিকদের একজন পার্থ জিন্দাল। তবে মৌসুমের প্রথম ভাগে উইকেটকিপিং করবেন না তিনি।

২০২২ সালের ডিসেম্বরে বাংলাদেশের বিপক্ষে টেস্টে সর্বশেষ প্রতিযোগিতামূলক ক্রিকেট খেলেছিলেন পন্ত। সে মাসে ভয়ংকর গাড়ি দুর্ঘটনায় পড়েন তিনি। এর পর থেকে ক্রিকেটে ফেরার দীর্ঘ লড়াই চলছে তাঁর। অবশ্য ২০২৪ সালের আইপিএলে তিনি ফিরবেন, সে আশার কথা শোনানো হয়েছে আগেই। সর্বশেষ নিলামেও দিল্লির টেবিলে ছিলেন পন্ত।

ক্রিকেটভিত্তিক ওয়েবসাইট ইএসপিএনক্রিকইনফোকে জিন্দাল বলেছেন, দলের পরিচালক সৌরভ গাঙ্গুলী এবং প্রধান কোচ রিকি পন্টিং পন্তের আইপিএলে ফেরার ব্যাপারে আত্মবিশ্বাসী। অবশ্য এ ক্ষেত্রে বিসিসিআইয়ের কাছ থেকে অনুমোদন লাগবে;পন্ত যে খেলার জন্য ফিট সেটির জন্য। সেটি বিসিসিআই দিয়ে দেবে বলেই ধারণা করা হচ্ছে।

সড়ক দুর্ঘটনার পর ২০২৩ সালের আইপিএলে খেলতে পারেননি পন্ত। ডান হাঁটুর তিনটি গুরুত্বপূর্ণ লিগামেন্ট ছিঁড়ে গিয়েছিল তাঁর, যেগুলোতে অস্ত্রোপচার লেগেছে। এরপর বেঙ্গালুরুর জাতীয় ক্রিকেট একাডেমিতে পুনর্বাসনপ্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে যান তিনি। নিজে চিকিৎসককে বলেছিলেন, সেরে ওঠার জন্য যে সময় প্রস্তাব করা হয়েছে, তার অন্তত ছয় মাস আগে তিনি ফিরবেন।

গত সপ্তাহে জাতীয় ক্রিকেট একাডেমি আয়োজিত প্রস্তুতি ম্যাচে খেলেছেন পন্ত। এরপর গত মঙ্গলবার ইনস্টাগ্রামে নিজের অনুশীলনের একটি ভিডিও পোস্ট করেন। তাতে উইকেটকিপিংয়ের পাশাপাশি ব্যাটিং করতে দেখা যায়। বুধবার ২০ ওভারের একটি ম্যাচে ব্যাটিং ও ফিল্ডিং করেছেন ভারতের হয়ে ১২৯টি আন্তর্জাতিক ম্যাচ খেলা ২৬ বছর বয়সী পন্ত। সে ম্যাচটি পর্যবেক্ষণ করেছেন বিসিসিআইয়ের মেডিকেল বিভাগের কর্মকর্তারা।

দিল্লির অন্যতম মালিক জিন্দাল পন্তের ফেরার ব্যাপারে বলেছেন, ‘ঋষভ ব্যাটিং করছে, দৌড়াচ্ছে। সে উইকেটকিপিং-ও শুরু করেছে। আইপিএলে পুরো ফিট হওয়ারই কথা। আমি আশা করছি, ঋষভ আইপিএলে খেলবে এবং প্রথম ম্যাচ থেকেই নেতৃত্ব দেবে। (তবে) প্রথম সাত ম্যাচে আমরা তাকে শুধু ব্যাটার হিসেবে খেলাব। তার শরীরের অবস্থা দেখে আইপিএলের বাকি অংশের ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে।’

দিল্লির দলে যোগ দেওয়ার আগে পন্ত বেঙ্গালুরুর একাডেমিতে আরও কয়েকটি ম্যাচ খেলবেন বলে ধারণা করা হচ্ছে। বিসিসিআই ছাড়পত্র দিলেই তিনি বিশাখাপট্টনমে দিল্লির দলের সঙ্গে প্রস্তুতি ক্যাম্পে যোগ দেবেন। সেখানে এবার নিজেদের ঘরের মাঠের প্রথম দুটি ম্যাচ খেলবে দিল্লি। নারী আইপিএলের ফাইনালসহ ১১টি ম্যাচ আয়োজনের কারণে এ সময়ে ফিরোজ শাহ কোটলায় খেলতে পারবে না দিল্লি, যেটি তাদের ঘরের মাঠ বলে পরিচিত।

গতকাল আইপিএলের একাংশের সূচি ঘোষণা করা হয়েছে। আগামী ২২ মার্চ চেন্নাই সুপার কিংস ও রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরুর ম্যাচ দিয়ে শুরু হবে আইপিএল। ৭ এপ্রিল পর্যন্ত ঘোষিত সূচিতে সর্বোচ্চ পাঁচটি করে ম্যাচ খেলবে দিল্লি, গুজরাট টাইটানস ও বেঙ্গালুরু।

৭০ রানে শেষ ৮ উইকেট হারানো ম্যাচে অস্ট্রেলিয়ার জয় ৭২ রানে

নিজস্ব প্রতিনিধি: প্রথম ৮.৪ ওভার ২ উইকেটে ১০৪ রান, সেখান থেকে অস্ট্রেলিয়া অলআউট ১৭৪ রানে। অকল্যান্ডের ইডেন পার্কে সে ম্যাচই মিচেল মার্শের দল জিতেছে ৭২ রানে। অস্ট্রেলিয়ার দেওয়া ১৭৫ রানের লক্ষ্যে পেসারদের তোপের পর অ্যাডাম জাম্পার ঘূর্ণিতে পড়ে নিউজিল্যান্ড থেমেছে ১০২ রানেই। রানের হিসাবে নিউজিল্যান্ডের বিপক্ষে অস্ট্রেলিয়ার এটি সবচেয়ে বড় জয়। এ জয়ে ১ ম্যাচ বাকি থাকতে সিরিজও জিতে গেছে অস্ট্রেলিয়া। প্রথম ম্যাচে তারা পেয়েছিল রোমাঞ্চকর এক জয়।

ইডেন পার্কে জেতা ম্যাচে প্রথম ইনিংসে গড় স্কোর ১৮৮ রান। টসে হেরে ব্যাটিংয়ে নামা অস্ট্রেলিয়ার শুরুটা ছিল দুর্দান্ত। নবম ওভারে গ্লেন ম্যাক্সওয়েলের উইকেট দিয়ে ধস নামে তাদের ইনিংসে, পরের ১২ ওভারে ওঠে মাত্র ৭১ রান। ১ বল বাকি থাকতেই অলআউটও হয়ে যায় অস্ট্রেলিয়া।

ডেভিড ওয়ার্নারের জায়গায় আজ ওপেন করতে আসেন স্টিভেন স্মিথ, টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ দলে নিজের জায়গার দাবিটা জোরালো করার সুযোগ ছিল স্মিথের সামনে। তবে সে সুযোগ কাজে লাগাতে পারেননি এই অভিজ্ঞ ব্যাটসম্যান, ৭ বলে ১১ রান করে এলবিডব্লু হন লকি ফার্গুসনের বলে।ডেভিড ওয়ার্নারের জায়গায় আজ ওপেন করতে আসেন স্টিভেন স্মিথ, টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ দলে নিজের জায়গার দাবিটা জোরালো করার সুযোগ ছিল স্মিথের সামনে। তবে সে সুযোগ কাজে লাগাতে পারেননি এই অভিজ্ঞ ব্যাটসম্যান, ৭ বলে ১১ রান করে এলবিডব্লু হন লকি ফার্গুসনের বলে।

নিউজিল্যান্ডের ব্যাটিং অবশ্য ছিল অস্ট্রেলিয়ার বিপরীত। পাওয়ারপ্লেতে মাত্র ২৭ রান তুলতেই ৩ উইকেট হারায় স্বাগতিকেরা। ফিন অ্যালেন, উইল ইয়াংয়ের সঙ্গে ফেরেন তিনে আসা মিচেল স্যান্টনার। উইকেটকিপিংয়ের সময় আঙুলে চোট পেয়ে উঠে যাওয়া ডেভন কনওয়ে ব্যাটিং করতে পারবেন কি না, তখনো নিশ্চিত ছিল না নিউজিল্যান্ড।

জশ ক্লার্কসনকে নিয়ে গ্লেন ফিলিপস নিউজিল্যান্ডকে একটু ধাতস্থ করার চেষ্টা করেছিলেন ৩২ বলে ৪৫ রানের জুটিতে। কিন্তু অ্যাডাম জাম্পার ঘূর্ণিতে আবার বেসামাল হয়ে পড়ে তারা। অস্ট্রেলিয়ান লেগ স্পিনার পরপর ২ ওভারে নেন ৩টি উইকেট। ইনিংসের ১২তম ওভারের শেষ ২ বলে ক্লার্কসন ও অ্যাডাম মিলনের উইকেট নেন জাম্পার, নিজের পরের ওভারে এসে থামান ফিলিপসকেও।

নিউজিল্যান্ডের আশা কার্যত শেষ হয়ে যায় সেখানেই। ট্রেন্ট বোল্ট চড়াও হওয়ার চেষ্টা করেছিলেন জাম্পার ওপর। তবে ২ বলে ১০ রান তুলে জাম্পার চতুর্থ শিকারে পরিণত হন ২০২২ সালের নভেম্বরের পর নিউজিল্যান্ডের হয়ে টি-টোয়েন্টি খেলতে নামা বোল্ট। পরে নাথান এলিস এসে আউট করেন ফার্গুসনকে। টেস্ট সিরিজের আগে কনওয়েকে ব্যাটিংয়ের নামানোর ঝুঁকি নেয়নি নিউজিল্যান্ড।

সংক্ষিপ্ত স্কোর

অস্ট্রেলিয়া ১৯.৫ ওভারে ১৭৪ (হেড ৪৫, স্মিথ ১১, মার্শ ২৬, ম্যাক্সওয়েল ৬, ইংলিস ৫, ডেভিড ১৭, ওয়েড ১, কামিন্স ২৮, এলিস ১১*, জাম্পা ১, হ্যাজলউড ০; বোল্ট ৪-০-৪৯-০, মিলনে ৪-০-৪০-২, ফার্গুসন ৩.৫-০-১২-৪, সিয়ার্স ৪-০-২৯-২, স্যান্টনার ৪-০-৩৫-২)

নিউজিল্যান্ড ১৭ ওভারে ১০২ (অ্যালেন ৬, ইয়াং ৫, স্যান্টনার ৭, ফিলিপস ৪২, চ্যাপম্যান ২, ক্লার্কসন ১০, মিলনে ০, বোল্ট ১৬, ফার্গুসন ৪, সিয়ার্স ২*, কনওয়ে আহত অনুপস্থিত; হ্যাজলউড ৪-১-১২-১, কামিন্স ৩-০-১৯-১, এলিস ৩-০-১৬-২, মার্শ ৩-০-১৮-১, জাম্পা ৪-০-৩৪-৪)

ফল অস্ট্রেলিয়া ৭২ রানে জয়ী

মেসিদের জন্য দরজা বন্ধ করেছে চীন, খুলে দিয়েছে যুক্তরাষ্ট্র

নিজস্ব প্রতিনিধি: হংকংয়ে ইন্টার মায়ামির হয়ে লিওনেল মেসি না খেলায় চীন এতটাই চটেছিল যে মার্চে সেখানে হতে যাওয়া আর্জেন্টিনার দুটি প্রীতি ম্যাচ বাতিল করে দিয়েছিল দেশটি। তবে আর্জেন্টিনার জন্য চীন দরজা বন্ধ করলেও খুলে দিয়েছে যুক্তরাষ্ট্র। মার্চের নির্ধারিত ওই সময়ে যুক্তরাষ্ট্রে দুটি প্রীতি ম্যাচ খেলবে আর্জেন্টিনা। একটিতে প্রতিপক্ষ নাইজেরিয়া, অন্যটিতে এল সালভাদর।

এর আগে চীনের মাটিতে আইভরিকোস্ট ও নাইজেরিয়ার বিপক্ষে খেলার কথা ছিল আর্জেন্টিনার।

আর্জেন্টাইন ফুটবল অ্যাসোসিয়েশনের (এএফএ) এক বিবৃতিতে বলা হয়, সামনের ফিফা উইন্ডোতে ২৩ ও ২৬ মার্চ দুটি প্রীতি ম্যাচ খেলবে আর্জেন্টিনা দল। এর মধ্যে মধ্য আমেরিকার দেশ এল সালভাদরের বিপক্ষে ম্যাচটি হবে ফিলাডেলফিয়ার লিংকন ফাইন্যান্সিয়াল ফিল্ডে। তিন দিন পর নাইজেরিয়ার বিপক্ষে ম্যাচটি লস অ্যাঞ্জেলেসের মেমোরিয়াল কলোসিয়ামে। সর্বশেষ ফিফা র‍্যাঙ্কিংয়ে নাইজেরিয়ার অবস্থান ২৮, এল সালভাদরের ৮১।

চীন সফর বাতিল হয়ে যুক্তরাষ্ট্রে ম্যাচ হওয়ায় আদতে মেসি এবং আর্জেন্টিনা দলের লাভই হয়েছে। ইন্টার মায়ামিতে খেলার সুবাদে মেসির বর্তমান আবাস যুক্তরাষ্ট্রেই। আর্জেন্টিনা দল যুক্তরাষ্ট্রে পা দেওয়ার পর দলের সঙ্গে যোগ দিতে পারবেন তিনি। জাতীয় দলের ম্যাচ খেলার কারণে মায়ামির হয়ে একটি ম্যাচ মিস করবেন মেসি। ২৩ মার্চ নিউইয়র্ক রেড বুলের সঙ্গে ম্যাচ আছে ইন্টার মায়ামির।

সামনের জুন-জুলাইয়ে কোপা আমেরিকার আসর বসবে যুক্তরাষ্ট্রে। ২১ জুন উদ্বোধনী ম্যাচে নামবে আর্জেন্টিনা, প্রতিপক্ষ হবে কানাডা-ত্রিনিদাদ প্লে-অফে জিতে আসা দল। গ্রুপে কোপা আমেরিকার বর্তমান চ্যাম্পিয়নদের অপর দুই প্রতিপক্ষ চিলি ও পেরু।

ধর্ষণের মামলায় আলভেজের ক্ষতিপূরণের টাকা দিয়েছে নেইমারের পরিবার

নিজস্ব প্রতিনিধি: ধর্ষণের দায়ে দানি আলভেজের ১২ বছরের কারাদণ্ড চেয়েছিলেন ভুক্তভোগীর আইনজীবী। আর স্পেনের রাষ্ট্রীয় কৌঁসুলিরা চেয়েছিলেন ৯ বছরের কারাদণ্ড। কিন্তু বার্সেলোনার আদালত গতকাল ব্রাজিলের সাবেক রাইটব্যাককে সাড়ে ৪ বছরের কারাদণ্ড দেন, সঙ্গে ১ লাখ ৫০ হাজার ইউরো ভুক্তভোগীকে ক্ষতিপূরণ হিসেবে দেওয়ার নির্দেশও দিয়েছেন।

ব্রাজিলের সংবাদমাধ্যম ইউওএল জানিয়েছে, আলভেজের জরিমানার টাকাটা (১ লাখ ৫০ হাজার ইউরো) দিয়েছে নেইমারের পরিবার। আলভেজের সাজার মেয়াদ কমানোয় যা বড় ভূমিকা রেখেছে বলে দাবি করেছে সংবাদমাধ্যমটি।

ইউওএল জানিয়েছে, নেইমার এই টাকা আগেই স্পেনের আদালতে পাঠিয়েছেন। সেটি গত ৯ আগস্ট। প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, ভুক্তভোগীর যে নৈতিক এবং শারীরিক ক্ষতি সাধিত হয়েছে, তা প্রশমনে আলভেজকে জরিমানা দেওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল এবং সেটি দিলে সাজার মেয়াদও কমবে বলা হয়েছিল। প্রতিবেদনের ভাষায়, ভুক্তভোগীকে টাকাটা ‘দিতে বলা হয়েছিল তাঁর সাজার মেয়াদ কমানোর জন্য’।

২০২২ সালের ডিসেম্বরে বার্সেলোনার নৈশক্লাবে এক নারীকে ধর্ষণের অভিযোগে ২০২৩ সালের জানুয়ারিতে মামলা হয় আলভেজের বিরুদ্ধে। সে মাসেই গ্রেপ্তার হন আলভেজ এবং তার পর থেকেই স্পেনে কারাবন্দী জীবন কাটছিল তাঁর। জেলখানায় আটক থাকা অবস্থায় আলভেজ ব্রাজিলে নিজের সম্পদের সাহায্যও নিতে পারেননি। ইউওএল জানিয়েছে, সাবেক স্ত্রী দিনোরাহ সানতানার সঙ্গে বিচ্ছেদ হওয়ার পর আদালতের নির্দেশে ব্রাজিলে তাঁর সম্পত্তি জব্দ করা হয়। আলভেজ ভরণপোষণ না দেওয়ায় তাঁর বিরুদ্ধে এখন মামলার প্রস্তুতি নিচ্ছেন দিনোরাহ।

সবকিছু মিলিয়ে আলভেজের আর্থিক অবস্থা সঙ্গিন হয়ে পড়ায় নেইমারের সাহায্যের দরকার পড়েছিল বলে জানিয়েছে ইউওএল। ব্রাজিল জাতীয় দল এবং বার্সেলোনায় সতীর্থ ছিলেন নেইমার ও আলভেজ। দুজনের মধ্যে সম্পর্কও বেশ ভালো।

ইউওএল আলভেজের ঘনিষ্ঠ তিনটি সূত্র মারফত নিশ্চিত করেছে, নেইমার ও তাঁর বাবা টাকাটা পাঠিয়ে আলভেজকে সহায়তা করেছেন। নেইমারের বাবার প্রতিষ্ঠানের অন্যতম সিনিয়র আইনজীবী গুস্তাভো জিস্তোকে গত বছরের ২৮ জুন নিজের সম্পত্তির অ্যাটর্নি হিসেবেও নিয়োগ দিয়েছিলেন আলভেজ। সেদিনই সাবেক স্ত্রী দিনোরাহকে নিজের সম্পত্তি দেখ ভালের দায়িত্ব থেকে অপসারণ করেন আলভেজ। এ বিষয়ে নেইমারের সংশ্লিষ্টদের সঙ্গে যোগাযোগ করে কোনো মন্তব্য পায়নি ইউওএল।

আইপিএলের কোটিপতি ছেলেকে নিয়ে যে স্বপ্ন বিমানবন্দরের নিরাপত্তাকর্মী বাবার

নিজস্ব প্রতিনিধি: রাঁচির বিরসা মুন্ডা আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর। সেখানে অ্যারাইভাল হল দিয়ে বের হওয়ার দরজায় দাঁড়িয়ে থাকা ফ্রান্সিস জ্যাভিয়ের মিঞ্জের কাজ। তৎপরতার সঙ্গে লোকজনের আসা,যাওয়া খেয়াল করেন। নিজের এই দায়িত্ব নিয়ে ফ্রান্সিসের মনোজগতের ভাবনাটা দার্শনিকসুলভ, ‘সবাইকে বিমানবন্দর দিয়ে বের হয়ে আসতে দেখি। কিন্তু আমাকে খেয়াল করে খুব কমই। কেন করবে? আমি তো আরও অনেকের মতোই সামান্য এক নিরাপত্তাকর্মী।’

কয়েক ঘণ্টা আগেই ভাড়া করা বিমানে ভারত জাতীয় ক্রিকেট দল এই বিমানবন্দরে অবতরণ করেছে। রাঁচিতে আজ থেকে শুরু ইংল্যান্ড, ভারত চতুর্থ টেস্ট সামনে রেখে ভারতের দল বিমানবন্দরে অবতরণ করে ফ্রান্সিসের সামনে দিয়েই বের হয়েছে। স্বাভাবিকভাবেই খেলোয়াড়দের কেউ তাঁকে আলাদা করে খেয়াল করেননি। কিন্তু ফ্রান্সিস চোখেমুখে ভক্তি নিয়ে দেখেছেন সবাইকে। আর অপেক্ষা করছেন একটি সময়ের;একদিন এই দলে থাকবে তাঁর ছেলেও!

ফ্রান্সিসের ছেলের নাম রবিন মিঞ্জ। ঝাড়খন্ডের এই বাঁহাতি উইকেটকিপার,ব্যাটসম্যানকে গত বছর ডিসেম্বরে আইপিএল নিলামে ৩ কোটি ৬০ লাখ রুপিতে কিনেছে গুজরাট টাইটানস। আইপিএলে চুক্তিবদ্ধ হওয়া প্রথম ভারতীয় আদিবাসী ক্রিকেটার তিনি। কিন্তু ফ্রান্সিস জানেন, এটাই ছেলের সাফল্যের চূড়া নয়। সম্ভবত কেবল শুরু। ভারতের অন্য সব তরুণ ক্রিকেটারের যে স্বপ্ন;ভারত জাতীয় দলে খেলা;ফ্রান্সিসের ছেলেও একই স্বপ্ন দেখে ক্রিকেটার হয়ে উঠেছেন। কিন্তু সেই ‘সোনার হরিণ’-এর দেখা পাওয়া কত কঠিন;ফ্রান্সিস সেটাও জানেন, ‘সে কেবল শুরু করল। পৃথিবীর মঞ্চে সে স্রেফ নিজের নামটা নিবন্ধিত করেছে। পথ এখনো অনেক লম্বা।’

ভারতের সংবাদমাধ্যম ‘ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেস’কে ফ্রান্সিস এ কথাগুলো বলার সময় গেট দিয়ে কিছু কম বয়সী ছেলে বের হচ্ছিল। ফ্রান্সিস তাদের থামিয়ে পরিচয়পত্র দেখতে চান। কাজ শেষে বললেন, ‘এটাই আমার দায়িত্ব। বিমানবন্দর ছেড়ে যাওয়া কেউ যেন পরিচয়পত্র ছাড়া পুনরায় ঢুকতে না পারেন, সেটা নিশ্চিত করাই আমার কাজ। কারও কাছে হয়তো অস্ত্রও থাকতে পারে, কে জানে! এমন একটি ভুলের জন্য আমার চাকরি থাকবে না।’

ফ্রান্সিস এরপর একটু দম নিলেন। যেন কিছু একটা ভাবছিলেন। তারপর বললেন, ‘ছেলে আইপিএল ক্রিকেটার হওয়ায় আমি মোটেও ঢিলেঢালা থাকতে পারি না। হ্যাঁ, এটা সত্য, পরিবার আর্থিকভাবে একটু ভিত পেয়েছে। কিন্তু মানুষের জীবনে কখন কী নেমে আসে কে জানে! সহকর্মীরাও বলেছেন এখন আমার চাকরি করার কী দরকার। তাদের বলেছি, নিজেকে যত দিন সুস্থ এবং কর্মক্ষম মনে করব, তত দিনই কাজ করব।’

ঝাড়খন্ডের গুমলা জেলায় বাড়ি ফ্রান্সিসের। প্রায় দুই দশক চাকরি করেছেন ভারতীয় সেনাবাহিনীতে। তবে নিজের পৈতৃক নিবাস ত্যাগ করেননি, ছেলে রবিনও নয়, ‘আমরা এখনো একই ঘরে থাকি। একই বাইক চালাই। কখনো অন্য কোথাও বাড়ি করার বা বড় বাইক কেনার কথা ভাবিনি। সৌভাগ্যজনকভাবে রবিনও একই ভাবনার মানুষ। সে জানে পরিশ্রম করে যেতে হবে।’ রবিনের ক্রিকেটার হয়ে ওঠার মূলে আছে ফ্রান্সিসের খেলোয়াড় হতে না পারার অপূর্ণতা।

নিজের গ্রামে হকি ও ফুটবল খেলতেন ফ্রান্সিস। অ্যাথলেটিকসেও ভালো ছিলেন। কেন এগোতে পারেননি, সেটি জানাতে গিয়ে ফ্রান্সিস বললেন, ‘আমর গল্পটা সবাই জানে। দিল্লির ফুটবল ক্যাম্পেও আমাকে ডাকা হয়েছিল। কিন্তু আমি সেখানে যেতে পারিনি ছবি ছিল না বলে। ওই সময় আমাদের গ্রামে কোনো স্টুডিও ছিল না। ক্যাম্পে না যেতে পারার পর আমি আর এগোয়নি। সময়ও ছিল না।’

অল্পবয়সী রবিনের মধ্যে ‘সহজাত হিটার’,এর চিহ্ন দেখে একটা টেনিস বলের ক্রিকেট ব্যাট কিনে এনে দিয়েছিলেন ফ্রান্সিস। এরপর ভর্তি করিয়ে দেন কোচিং একাডেমিতে। যেখান থেকে ধাপে ধাপে রবিন আজ আইপিএল-মঞ্চে। ঝাড়খণ্ডের ক্রিকেটের সবচেয়ে বড় তারকা মহেন্দ্র সিং ধোনি।

ভারতের বিশ্বকাপজয়ী অধিনায়ক ফ্রান্সিসকে ভালোমতোই চেনেন। গত বছর আইপিএল নিলামের আগে ফ্রান্সিসকে চেন্নাই সুপার কিংসের ধোনি বলেছিলেন, কোনো দল রবিনকে না নিলে চেন্নাই নেবে। তবে বেশি অপেক্ষা করতে হয়নি। গুজরাটই তাঁকে দলে ভিড়িয়েছে।

ফ্রান্সিস এখন স্বপ্ন দেখেন, তাঁর ছেলেও একদিন রাঁচি বিমানবন্দর দিয়ে ভারতীয় দলের ক্রিকেটার হিসেবে বের হয়ে আসবেন তাঁর সামনে দিয়ে।

Printed and Published by **Krishnanand Singh** on behalf of **Narsingha Broadcasting Pvt. Ltd.** Printed at **LS.Publication, 4, Canal West Road, Kolkata 700015** and Published at **1, Old Court House Corner, 3rd Floor, Room no. 306(S), Tobacco House, Kolkata- 700001 RNI No. WBBEN/2006/17404,** Phone: 033-4001 9663 email# dailyekdin1@gmail.com **Editor: Santosh Kumar Singh**

নরসিংহ ব্রডকাস্টিং প্রাইভেট লিমিটেড-এর পক্ষে **কৃষ্ণানন্দ সিং** কর্তৃক ১, ওল্ড কোর্ট হাউস কর্ণার, ৪র্থ তল, রুম নম্বর ৩০৬ (এস), টোবাকো হাউস, কলকাতা-৭০০০০১ থেকে প্রকাশিত ও এলএস পাবলিকেশনস প্রাইভেট লিমিটেড, ৪ ক্যানাল ওয়েস্ট রোড, কলকাতা-৭০০০১৫ থেকে মুদ্রিত। **RNI No. WBBEN/2006/17404,** ফোন-০৩৩-৪০০১ ৯৬৬৩, ইমেল dailyekdin1@gmail.com **সম্পাদক- সন্তোষ কুমার সিং**